شان غوث الاعظم

শানে গাউছুল আ'যম

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়

আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

شان غوث الاعظم

শানে গাউছুল আ'যম

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ)

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়

আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া বাংলাদেশ

শানে গাউছুল আ'যম

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ)

অনুবাদ

এম. এম. মহিউদ্দীন

যাদের আর্থিক সহায়তা

- ❑ আল্‌হাজ্ব মুহাম্মদ ফজলুল হক চৌধুরী
- ❑ মুহাম্মদ আবুল কালাম সওদাগর

গ্রন্থ স্বত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর-২০১০ ইং

হাদীয়া

২০০ (দুই শত) টাকা মাত্র

প্রকাশনায়

আনজুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া বাংলাদেশ

উৎসর্গ

কাদেরীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক
মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রব্বানী শাহ্
ছাওয়ারে লা-মাকানী হযরত সৈয়্যদুনা শাইখ
মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী
রহমাতুল্লাহে আলাইহে-এর স্মরণে-

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

সূচীক্রম

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	১৩
২।	অনুবাদকের কথা	১৬
৩।	প্রারম্ভিক আলোচনা	১৭
৪।	গাউছে পাকের জন্ম	১৯
৫।	হযরত গাউছে পাকের পিতৃকূলের বংশ তালিকা	২১
৬।	হযরত গাউছে পাকের মাতৃকূলের বংশ তালিকা	২২
৭।	গাউছে পাকের প্রাথমিক শিক্ষা ও খেলাফত লাভ	২২
৯।	হযরত গাউছে আ'যম (রা:)'র তরিক্বতের ছিলছিলা সমূহ	২৩
৯।	শারীরিক গঠন আকৃতি	২৫
১০।	পোশাক-পরিচ্ছেদ ও ছাওয়ারী জন্তু	২৫
১১।	গাউছে পাকের আদর্শ	২৫
১২।	গাউছে পাকের দৈনিক কর্মসূচী	২৬
১৩।	হযরত গাউছে পাকের সন্তান-সন্ততির বর্ণনা	২৮
১৪।	জাহেরী বাতেনী জ্ঞানের ভান্ডার	২৮
১৫।	গাউছে পাকের গ্রন্থাবলী	২৯
১৬।	গাউছে পাকের ফতোয়া প্রদান ও শিক্ষাদান	২৯
১৭।	গাউছে পাকের মাকতুবাত	৩১

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৮।	গাউছে পাকের ইবাদত-বন্দেগী	৩১
১৯।	হযরত গাউছে পাকের স্বভাব-চরিত্র	৩২
২০।	তাঁর বিনয় - নম্রতা	৩৪
২১।	গাউছে পাকের উচ্চ মর্যাদা	৩৬
২২।	অবিনশ্বর জগতে গাউছে পাকের রূহ অলীদের কাতারে স্থির না হওয়ার বর্ণনা	৩৭
২৩।	মে'রাজ রজনীতে গাউছে পাক বুরাক আকৃতিতে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা	৩৮
২৪।	গাউছে পাকের উপর একান্ত বিশ্বাসই তাঁর মুরিদের অন্তর্ভূক্ত	৩৯
২৫।	গাউছে পাক সম্পর্কে আ'লা হযরতের উক্তি	৪১
২৬।	সম-সাময়িক মুহাক্কিক আলেমদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহ.)	৪৬
২৭।	আ'লা হযরতের স্মরণশক্তির প্রখরতা	৫০
২৮।	মহারাজা রঞ্জিত সিং এর আমলের ঘটনা	৫২
২৯।	গাউছে পাকের শান মর্যাদা ও বিজিতের বর্ণনা	৫৫
৩০।	প্রকৃত কাদেরীর পরিচয়	৫৯
৩১।	গাউছে পাক (রা:) পবিত্র রমজান মাসে দুধ পান না করা	৬০
৩২।	গাউছের ব্যাপকতা কতদূর হওয়া আবশ্যক	৬২
৩৩।	গোপনীয় অবস্থা তাঁর নিকট হতে বিকাশ হওয়া	৬২
৩৪।	বর্তমানে রূহানিয়াত ও বেলায়তের অবস্থা	৬৩
৩৫।	বর্তমানে লোক জমায়েত করাই বুজুর্গীর অন্যতম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে	৬৪

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	হযরত গাউছুল আ'যম আব্দুল কাদের জিলানীর কয়েকটি কারামত	
৩৬।	রান্না করা মুরগী জীবিত করা	৬৫
৩৭।	গাউছে পাকের মাহফিলে একটি চিলের মৃত্যুর পর জীবনদান	৬৭
৩৮।	বার বছর পর বর-কনে ও বৈরাতসহ সাগরে ডুবে যাওয়া পানসী পূনঃ উত্তোলন	৬৭
৩৯।	বর্ণনাকৃত কারামত দলীলাদির আলোকে ছহিহ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত	৬৯
৪০।	আল্লাহর নেয়ামতের উদ্দেশ্য	৭০
৪১।	মো'জেযা ও কারামতের অস্বীকার স্বয়ং আল্লাহর কুদরতের অস্বীকারের শামিল	৭২
৪২।	এক আরেফ ছেলের জন্মের পূর্বেই ছেলে হওয়ার পূর্বাভাস	৭৫
৪৩।	علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل হাদীসটির উপর প্রাসংঙ্গিক আলোচনা ও আমীর কবীর হামদানী কর্তৃক মৃত যিন্দা	৭৮
৪৪।	গাউছে পাকের কারামত পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেযার প্রতিচ্ছবি	৮২
৪৫।	বর্তমান যুগে উপাধীর প্রতিযোগিতার শেষ স্তর কোথায় একমাত্র আল্লাহ তা'লাই জ্ঞাত	৮৭
৪৬।	মিথ্যার বেড়াজালে বর্তমান নিরীহ মুসলমান	৮৯
৪৭।	বনী ইসরাঈলের এক ধণাঢ্য ব্যক্তিকে হত্যা ও গাভী জবেহের মাধ্যমে প্রকৃত হত্যাকারীর সনাক্তকরণ	৯০
৪৮।	গাভী যবেহ করার মাধ্যমে মৃত জীবিত করার ঘটনার মধ্যে তিনটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য	৯২

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪৯।	গাউছে পাকের দোয়া দ্বারা মৃত যিন্দা করা আল্লাহর কুদরতের বিকাশ	৯৩
৫০।	মধ্যম অঞ্চলে ফেরেশতার চিৎকারে মরে যাওয়া মানুষদেরকে বহু বছর পর হযরত হাযকিল (আ:)'র দোয়ায় জীবিত হওয়ার বর্ণনা	৯৪
৫১।	জিব্‌রীল (আ:)'র ঘোড়ার পায়ের মাটি দ্বারা সামেরী কর্তৃক তৈরীকৃত বাছুরের মুখে ডাক	৯৮
৫২।	গাউছে পাকের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল	১০০
৫৩।	অলীগণের কারামত সত্য	১০২
৫৪।	আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী	১০৪
৫৫।	বাগদাদে মিত্র বাহিনীর আক্রমণ ও গাউছে পাকের রূহানী শক্তি বলে তাদের পরাজয়	১০৫
৫৬।	উল্লেখযোগ্য কয়েকজন অলীর নাম	১১২
৫৭।	গাউছিয়তের কয়েকটি আলামতের বর্ণনা	১১৪
৫৮।	গাউছে পাকের জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষায় একশত আলেম ও ফকীহর ব্যর্থ চেষ্টা	১১৬
৫৯।	গাউছে পাকের কোরআন মজিদ হেফজকরণ	১১৮
৬০।	হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী মায়ের গর্ভ হতে পনর পারা কোরআনে হাফেজ ছিলেন	১২০
৬১।	হাদীস শাস্ত্রসহ অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের বর্ণনা	১২১
৬২।	হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন উস্তাদের নাম	১২২
৬৩।	মুহিউদ্দিন উপাধী খেতাব প্রাপ্তির কারণ	১২২
৬৪।	শাইখ আদীর দোয়ায় এক মুহূর্তে কোরআন শরীফ হেফজকরণ	১২৩
৬৫।	গাউছে পাকের বাল্যকালীন কিছু ঘটনা ও অবস্থা	১২৪

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৬৬।	গাভীর মুখ হতে মানুষের ভাষায় কথা বের হওয়ায় তাঁর মধ্যে আমুল পরিবর্তন সাধন	১২৫
৬৭।	শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাগদাদে যাওয়ার সময় ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত	১২৭
৬৮।	হযরত গাউছে পাক (রহঃ) মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া	১৩১
৬৯।	হযরত গাউছে পাকের ওয়াজ-নসিহত	১৩২
৭০।	গাউছে পাকের ওফাত শরীফ	১৩৫
৭১।	ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া সর্ম্পকে আপত্তির অবসান ও জবাব	১৩৬
৭২।	উপরোল্লিখিত আপত্তি সমূহের জবাব	১৩৭
৭৩।	প্রতিটি বস্তুর আকর্ষণীয় সম্পৃক্ততা বিদ্যমান	১৪৪
৭৪।	প্রাকৃতিক সম্পৃক্ততা ও শব্দগত সম্পৃক্ততা	১৪৬
৭৫।	পবিত্র কোরআনের রহস্যময় ভেদ ও প্রভাব বিস্তার	১৪৯
৭৬।	ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার প্রভাব	১৫৪
৭৭।	ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া সর্ব সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য	১৫৫
৭৮।	ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠের গুরুত্ব ও উপকারীতা	১৫৬
৭৯।	ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের পরিচিতি	১৫৭
৮০।	জমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি প্রেরণের রহস্য	১৬১
৮১।	বর্তমান সময়ে আল্‌ক্বাব তথা উপাধির ব্যাপকতা	১৬৫
৮২।	হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানীর বুজুর্গী ও কারামতের ব্যাপকতা সর্ম্পকে মণীষীদের উদ্ধৃতি	১৬৬

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং

৮৩। ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৭৩

৮৪। ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠের নিয়ম ১৭৫

৮৫। ক্বাসিদা নং-০১:
سَقَانِى الْحُبّ .....نَحْوِىْ تَعَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ... ১৭৬

৮৬। ক্বাসিদা নং-০২:
سَعَتْ وَمَشَتْ....بَيْنَ الْقَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা..... ১৭৭

৮৭। ক্বাসিদা নং-০৩:
فَقُلْتُ...اَنْتُمْ رِجَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা...... ১৭৮

৮৮। ক্বাসিদা নং-০৪:
وَهِمُّوْا...فِىْ مَلَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা....... ১৭৯

৮৯। ক্বাসিদা নং-০৫:
شَرِبْتُمْ...وَاتِّصَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮১

৯০। ক্বাসিদা নং-০৬:
مَقَامُكُمْ...مَازَالَ عَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.... ১৮১

৯১। ক্বাসিদা নং-০৭:
اَنَا فِىْ...ذُوالْجَلَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা...... ১৮৩

৯২। ক্বাসিদা নং-০৮:
اَنَا الْبَازِى....اُعْطِى مِثَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮৪

৯৩। ক্বাসিদা নং-০৯:
كَسَانِى...الْكَمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১৮৬

৯৪। ক্বাসিদা নং-১০:
وَاَطْلَعَنِىْ...سُؤَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা........ ১৮৭

৯৫। ক্বাসিদা নং-১১:
وَوَلَّانِىْ...كُلِّ حَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা...... ১৮৮

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং

৯৬। ক্বাসিদা নং-১২:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ...فِىْ زَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা .. ১৯০

৯৭। ক্বাসিদা নং-১৩:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ...بَيْنَ الرِّمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা .. ১৯১

৯৮। ক্বাসিদা নং-১৪:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ..مِنْ سِرِّ حَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ... ১৯৩

৯৯। ক্বাসিদা নং-১৫:
وَلَوْ اَلْقَيْتُ...اَلْمَوْلٰى تَعَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা .. ১৯৬

১০০। ক্বাসিদা নং-১৬:
وَمَا مِنْهَا....اِلَّا اَتَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ... ১৯৯

১০১। ক্বাসিদা নং-১৭:
وَتُخْبِرُنِىْ...عَنْ جِدَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা .. ২০০

১০২। ক্বাসিদা নং-১৮:
مُرِيْدِىْ هِمْ...فَالْاِسْمُ عَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.. ২০১

১০৩। ক্বাসিদা নং-১৯:
مُرِيْدِىْ.....نِلْتُ الْمَنَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা... ২০৫

১০৪। ক্বাসিদা নং-২০:
طُبُوْلِىْ......قَدْ بَدَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা .. ২০৬

১০৫। ক্বাসিদা নং-২১:
بِلَادُ اللهِ...قَدْ صَفَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.... ২০৭

১০৬। ক্বাসিদা নং-২২:
نَظَرْتُ ...حُكْمِ اِتِّصَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা..... ২১০

১০৭। ক্বাসিদা নং-২৩:
دَرَسْتُ الْعِلْمَ...مَوْلَى الْمَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.. ২১১

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১০৮।	ক্বাসিদা নং-২৪: رِجَال فِيْ ...اللَّيَالِيْ كَالَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা....	২১৩
১০৯।	ক্বাসিদা নং-২৫: وَكُلّ وَلِي ...بَدْرِ الْكَمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.	২১৪
১১০।	ক্বাসিদা নং-২৬: نَبِيٌّ هَاشِمِيْ...نِلْتُ الْمَوَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ...	২১৭
১১১।	ক্বাসিদা নং-২৭: مُرِيْدِيْ ...عِنْدَ الْقِتَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা...	২১৮
১১২।	ক্বাসিদা নং-২৮: اَنَا الْجِيْلِيْ...رَأْسِ الْجِبَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	২১৯
১১৩।	ক্বাসিদা নং-২৯: اَنَا الْحَسَنِيْ...عُنُقِ الرِّجَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা....	২২১
১১৪।	ক্বাসিদা নং-৩০: وَعَبْدُ الْقَادِر...الْعَيْنِ الْكَمَال এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা.	২২৩

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ خَالِقِ السَّمٰوٰتِ الْعُلْيَا وَالْاَرْضِ السُّفْلِيَا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اصْطَفٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدَهٗ نَبِيًّا وَرَسُوْلًا وَاَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْكَثِيْرِ مِنَ النِّعَمِ تَامًّا وَاَعْلَا قَدْرَهٗ وَرَفَعَ ذِكْرَهٗ بَلِيْغًا وَاَقْسَمَ بِحَيَاتِهٖ مُبَارَكًا وَلَمْ يُنَادِهٖ بِاِسْمِهٖ مُجَرَّدًا وَاِنَّمَا نَادَاهُ بِلَقَبِهٖ مُعَظَّمًا-

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ نُجُوْمُ الْهِدَايَةِ وَمِعْيَارُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَاِنَّمَا اَعَزَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَرْضَاهُ وَاَظْهَرَ دِيْنَهُ الْكَامِلَ بِهِمْ وَعَلٰى اَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ الصَّالِحِيْنَ الْكَامِلِيْنَ الْمُكَرَّمِيْنَ خُصَّ بِهِمُ الْعِلْمُ وَالشَّرَفُ وَخَرق الْعَادَةِ اَىِ الْكَرَامَةُ لَاسِيَّمَا بِمَحْبُوْبِ سُبْحَانِىْ الشَّيْخِ مُحِيِّ الدِّيْنِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِىْ الْغَوْثُ الْاَعْظَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

আমি অধম ফকির মুহাম্মদ আজিজুল হক আরজ করছি যে, নানা

কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার কয়েকজন বন্ধু ও হিতাকাংখীর অনুরোধক্রমে দু'চারটি শব্দ সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সমীপে উপস্থাপন করার আশা রাখছি। অধমের না আছে সময় আর না আছে জ্ঞানের দক্ষতা। এটি একটি উঁচুমানের বিষয়, যার উপর না আছে আমার পারদর্শীতা। কেননা আমার শুভাকাংখীগণ বলেছে; ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আ'যম কন্‌ফারেন্সে গাউছুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর কারামত তথা তাঁর বরকতময় জীবনের উপর কিছু আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া দরকার এবং অলীগণের কারামত সম্পর্কে বর্ণনা হওয়া আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, তরিক্বতের অন্যতম সংস্থা আনজুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া বাংলাদেশ'র ব্যবস্থাপনায় প্রায় একযুগ পর্যন্ত প্রতি বছর দু'দিন ব্যাপী ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আ'যম কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উক্ত কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে ২০০৬ সালে "কালামুল আউলিয়া ফি শানে ইমামিল আউলিয়া" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে "আল্‌-ইয়াক্বীন" নামক অপর একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

সময়ের সংকীর্ণতা ও নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও হিতাকাংখীদের পীড়াপীড়িতে বিভিন্ন লেখকদের লিখিত জীবনী গ্রন্থ ও বর্ণনা, যেমন- বাহ্‌জাতুল আস্‌রার শরীফ, ক্বালায়েদুল জাওয়াহের, তাফ্‌রীহুল খাতের, ক্বাসীদায়ে গাউছিয়া ও ফয়ুজাতে রাব্বানীয়া ইত্যাদি। বিশেষত: আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখুত তাফসীর হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী মাওলানা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী কাদেরী রেজভী মাদ্দা জিল্লুহুল আলী তাঁদের কিতাব হতে যাচাই বাছাই করে সংকলন করে দু'চারটি শব্দ পাঠকদের সম্মুখে হাদিয়া হিসাবে উপস্থাপন করেছি।

অত্র পুস্তিকাটি মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রব্বানী গাউছে ছমদানী শাহ্‌ ছাওয়ারে লা-মাকানী হযরত সৈয়্যদুনা মাওলানা শাইখ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহে আলাইহে-এর পবিত্র নাম ও গাউছিয়াতের স্মরণে উৎসর্গ করলাম। যার ছদকায় আমার মত অনুপযুক্ত এ

বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু লেখার তৌফিক অর্জিত হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন অত্র পুস্তিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি গোচরীভূত হলে অবহিত করণের মাধ্যমে পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হবে।

দ্বিতীয় আরজ হচ্ছে অত্র পুস্তিকাটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং আপনার দানের মাধ্যমে গরীব ও আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামতের অস্বীকারকারী লোকদের পাঠ করার জন্য বিনামূল্যে দিবেন।

হযরত সৈয়্যদুনা গাউছে আ'যম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এর বর্ণনাকৃত কারামতের বরকতে আল্লাহর ফজল ও করমে আপনাদের মুশকিল লাঘব হবে।

ছগে দরবারে গাউছিয়া কাদেরীয়া
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্‌-কাদেরী আল্‌-চিশ্‌তী
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-২০০৯ ইংরেজী
২০০৯ সালের ২৮ ও ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত
কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে এই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে।

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

অনুবাদকের কথা

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহ্মাদুহু ওয়ানুছাল্লি ওয়ানুছাল্লিমু আ'লা রাসুলিহীল কারীম।

কাদেরীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক মাহবুববে ছোবহানী গাউছুল আ'যম শাইখ সৈয়্যদ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু'র বরকতময় জীবনির উপর "শানে গাউছুল আ'যম" নামক-এ পুস্তিকাটি বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, অর্ধশত গ্রন্থ প্রণেতা শাইখে তরিক্বত পেশোয়ায়ে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী মাদ্দা জিল্লুহুল আলীর লিখিত কিতাব সমূহের অন্যতম একটি। যা গাউছুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রা:)'র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন, যা সর্বসাধারণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক মনে করি। মূলত: অত্র পুস্তিকাটি উর্দূ ভাষায় রচনা করেছেন। আমি অধম শ্রদ্ধেয় মোর্শেদ কেবলা আল্লামা কাদেরীর শুভদৃষ্টি ও দোয়াকে একমাত্র সম্বল করে মূল ভাবার্থ বাংলা ভাষায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও মানুষ মাত্রই ভুল এরই নিরিখে কোন ভুল-ত্রুটি গোচরীভূত হলে অত্র প্রকাশনা সংস্থাকে অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করার আশা রাখছি। এ পুস্তিকাটি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত পাঠ করার জন্য সম্মানিত পাঠকদের খেদমতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

এ পুস্তিকাটি অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেককে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন এর যথাযথ বদলা দান করুন। আমিন।

অনুবাদক

এম.এম. মহিউদ্দীন

শিক্ষক: ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনিয়া কামিল মাদ্রাসা

নির্বাহী সম্পাদক: মাসিক আল্-মুবীন

প্রারম্ভিক আলোচনা

এই কন্ফারেন্সটি এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে; যখন দ্বীন-ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও মূল্যায়ন হ্রাস পাচ্ছে। ইসলামের বিধি-বিধান হতে মানুষ ফিরিয়ে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের সত্ত্বার উপর বেয়াদবী ও মানহানিকর কথা-বার্তা, বক্তৃতা-বক্তব্য ও পুস্তিকা প্রকাশিত হতে চলছে, আর তারা নবী-অলিদেরকে সাধারণ মানুষ বলে ধারণা করছে, এমনকি তাদের মত বশর হিসেবেও দাবি করে চলছে। আউলিয়ায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কটুক্তিপূর্ণ অপবাদ উপস্থাপন করে চলছে। মূর্তি সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়েছে তা আউলিয়ায়ে কেরামদের ক্ষেত্রে আরোপ করছে, শুধু তা নয় সর্বোউৎকৃষ্ট ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শান-মর্যাদার উপর হামলা করে চলছে- এমন একটি মুহূর্তে ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আ'যম কন্ফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

যখন ইসলামের অবস্থা নাজুক হতে চলছিল ঠিক তখনিই আল্লাহ জাল্লা শানুহু হযরত সৈয়্যদুনা মাহবুবে সোবহানী গাউছে ছমদানী হযরত শাইখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর মত পঞ্চ ইন্দ্রিয় শরীর সম্পন্ন একজন হাস্তিকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং ইসলাম পূন:জীবন দানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা সর্বজন তথা শত্রু-মিত্র সকলই সর্বদা তাঁর তা'রিফ প্রশংসায় লিপ্ত।

আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'লা তাঁর চিরস্থায়ী কুদরত তাঁর প্রিয় বান্দার মাধ্যমে কারামতের সাদৃশ্যে প্রকাশ করছেন। জাতে ক্বদিম তথা চিরস্থায়ী একক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বা যার কোন শরীক নাই তার কুদরাত ও হেকমতের বিকাশ করার ইচ্ছায় নশ্বর সত্ত্বা মানুষকে তাঁর খলিফা নির্ধারণ করেছেন। সুব্হানাল্লাহ।

আল্লাহ এবং তাঁর অবিনশ্বর সত্ত্বা নির্দিষ্ট মানবের মাধ্যমে স্বীয় কুদরত ও হেকমত প্রকাশ করেছেন। হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে আ'যম শাইখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহুর মাধ্যমে তাঁর মনোনিত ধর্ম ইসলামের সত্যায়ন নাসারাদের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করায়েছেন। শুধু তা নয় গাউছে আ'যম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর হাত দ্বারা মৃতকে জীবন দান করে দেখানো, অথচ এই গুণটি হযরত সৈয়্যদুনা ঈসা ইব্নে মরিয়ম আলাইহিস্সালামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পয়গাম্বরদের মাধ্যমে মো'জেযার বিকাশ হওয়া আর তা নায়েবে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মাধ্যমে কারামত সাদৃশ্য প্রকাশ হতে চলছে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা যা আক্বল ও জ্ঞান-ধারণার বাইরে। এভাবেই বিজ্ঞ আলেমদের জ্ঞানের গভীরতা যা প্রশ্ন আকারে উপস্থাপিত হয়েছিল এ সমস্ত প্রশ্ন সমূহ তাদের অন্তর হতে একেবারেই ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দিয়েছে এবং তাদের অন্তরকে কাবু করে তার কবজায় নিয়ে নিলেন। পক্ষান্তরে এটি আল্লাহর কুদরতের একটি বৈশিষ্ট্য, যার প্রকাশ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রিয় বান্দাদের দ্বারা কারামত সাদৃশ্য বিকশিত হয়েছে তাঁর শানে কুদরত। এভাবে আরো অহরহ ঘটনা বিদ্যমান। যা "قلائد الجواهر" ও تفريح الخاطر ইত্যাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

চোর ও ডাকাতকে আবদাল ও অলী বানিয়ে দেওয়া আর ব্রাহ্মন ও হিন্দু সন্ন্যাসীকে অলী ও আওতাদ বানানো আল্লাহর কুদরতের বহি:প্রকাশ। আর তা বশরী পোশাক পরিহিত মানুষ নায়েবে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মাধ্যমে করায়ে থাকেন।

সারকথা হচ্ছে বশরী পোশাক পরিহিত মানুষ মাহবুবে সুবহানী আল্লাহর নৈকট্যবান, যার মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় সুনির্দিষ্ট কুদরত ও হেকমতের বিকাশ ঘটিয়েছেন, এটিই হচ্ছে আল্লাহর কুদরত ও হেকমতের তাক্বাজা তথা চাহিদার বিকাশ, কেননা আল্লাহর আদি-অন্ত

সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র মাহবুব হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বশরী পোশাক পরিধান করায়ে প্রেরণ করেছেন যা আল্লাহর কুদরত ও হেকমতের মূল ও উৎস।

হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এর রূহানী বেলায়ত ও গাউছিয়াত এমন শক্তিশালী ছিল যে, মিথ্যা বেলায়তের দাবীদারকে ধ্বংস ও হালাক করে দিয়েছিল, যার কোন নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিল না, এমনকি সে মিথ্যুক দাবীদার ধ্বংস হয়ে যেত কিংবা গাউছে পাকের গাউছিয়াতের অনুসারী হয়ে যেত।

গাউছে পাকের জন্ম

হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) ৪৭০ হিজরীতে জিলানের এয়ালিক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্যই তাঁর উপাধী জিলানী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর আম্মাজানের বয়স ৬০ বৎসর ছিল। বাস্তবিক পক্ষে এত বৃদ্ধা বয়সে একজন সতী-সাধবী বিবির ঘরে কুতুবে রব্বানীর জন্ম হওয়া নিম্নোক্ত আয়াতে করীমার যিন্দা কারামত ও সত্যায়ন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِىْ عَاقِرٌ ، قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ.

অর্থাৎ: হযরত জাকারীয়া আলাইহিস্সালাম বলল; হে আমার প্রতিপালক খোদা! আমাকে কিভাবে সন্তান দান করবেন অথচ আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রীও বাঁঝা হয়ে গেছে। হযরত জিবরীল আমীন (আ:) জবাব দিলেন যে, পরোয়ারদেগার আল্লাহর হুকুম যা তাই হবে।

আশ্চার্যান্বিত হয়ো না, খোদা তা'লা যেমনটি ইচ্ছা করতে পারেন।

গাউছে পাক রমজান শরীফে দুধ পান করার বয়সে দিনের বেলায় কখনো তাঁর মাতা সাহেবানীর নিকট হতে দুধ পান করেন নি। যা সর্বজন স্বীকৃত ঘটনা যে, একদা রমজানের চাঁদ উদিত হওয়া নিয়ে মতানৈক্য ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয়েছিল। লোকগণ হযরত গাউছে পাকের আম্মাজানের নিকট জানতে চান তিনি বলেন; অদ্য আমার ছেলে দুধ পান করেননি। তখন প্রত্যেকে একমত পোষণ করে বলে যদি চাঁদ উড্ডীন না হত তাহলে তিনি দুধ পান করতেন। কাজেই তিনি যখন দুধ পান হতে বিরত রইলেন, তবে নিশ্চয় চাঁদ উদিত হয়েছে। তখন প্রত্যেকেই রোজা রাখলেন।

এ ঘটনা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের সুস্পষ্ট কারামত ও সত্যায়ন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে পবিত্র রমজান শরীফের রোজা রাখা, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা ভয় কর এবং গুণাহ হতে বিরত থাক।

আর এটিও আল্লাহর নির্দেশ যে,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসকে পেয়ে অর্থাৎ উপস্থিত ও জীবিত থাকবে, তাঁর জন্য আবশ্যক রোজা রাখা। এটি আয়াতে করীমার প্রদায়ক ও বাহ্যিক রূপ।

فِى الْمَهْدِ يَنْطِقُ عَنْ سَعَادَةِ جَدِّهٖ

اَثَرُ التَّجَلِّهِ سَاطِعُ الْبُرْهَانِ

উচ্চারণ: ফীল্ মাহ্দে ইয়ান্তেকু আ'ন সা'দাতে জাদ্দেহী

আছারাত্-তাজাল্লাতে ছাতেয়াল বুরহানে

অর্থাৎ: দোলনা তথা শিশুকাল অবস্থায় আপন নানা জানের বুজুর্গীর বিকাশ করা, শরাফত ও মাহাত্ম্যের প্রভাব অবশ্যই প্রজ্জ্বলীত ও আলোকময়।

অত্র ব্যাখ্যার পাশাপাশি আমি একটি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করছি যে, হুজুর গাউসুস্সাকালাইন রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনালোক্যের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করব যা ফয়েজ, বরকত ও করুণার অন্যতম মাধ্যম। তা ছাড়া যে ব্যক্তি হযরত গাউছে পাকের স্বত্ত্বাগত ও গুণগত বরকত প্রাপ্তির আশা রাখে তাঁদের জন্য বেশাবেশী মুহাব্বত ও বিশ্বাসী হওয়াও একান্ত আবশ্যক।

হযরত গাউছে পাকের পিতৃকূলের বংশ তালিকা

হযরত শাইখ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের (রহ:)'র পিতা হযরত আবু ছালেহ জঙ্গী, তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ, তাঁর পিতা হযরত ইয়াহইয়া জাহেদ, তাঁর পিতা হযরত দাউদ তাঁর পিতা হযরত

মুছা তিনি আবদুল্লাহর ছেলে, তাঁর পিতা হযরত মুছা জুল, তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ মহদ আল্-মুজাল্লা, তাঁর পিতা হযরত হাসান মসনী, তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ হাসান, তার পিতা হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রিদ্বওয়ানুল্লাহে তা'লা আলাইহিম আজমাঈন।

হযরত গাউছে পাকের মাতৃকূলের বংশ তালিকা

হযরত গাউছে পাকের আম্মাজানের নাম ফাতেমা, কুনিয়াত তথা পদবীযুক্ত নাম উম্মুল খায়ের, উপাধী হচ্ছে; আমাতুল জব্বার। বংশ ছিলছিলা হযরত ফাতেমা তাঁর পিতা আবু আবদুল্লাহ ছাওমায়ী জাহেদ তাঁর পিতা আবু জামাল পিতা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাঁর পিতা সৈয়্যদ আবু মাহমুদ, তাঁর পিতার নাম সৈয়্যদ তাহের, তিনি আবু আ'তা এর ছেলে, তাঁর পিতা সৈয়্যদ আবদুল্লাহ, পিতা সৈয়দ আলী তাঁর পিতা ইমাম জাফর ছাদেক, তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ বাকের তাঁর পিতার নাম হযরত জয়নুল আবেদীন, তাঁর পিতা হযরত ইমাম হোসাইন (রা:), তাঁর পিতা শেরে খোদা হযরত আলী ইব্নে আবু তালেব রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুম।

গাউছে পাকের প্রাথমিক শিক্ষা ও খেলাফত লাভ

হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু)'র প্রাথমিক শিক্ষা নিজ ঘরেই হয়েছিল। এরপর হযরত আবু সাঈদ মাখজুমী (রাহ:) তিনি তখনকার সময়ে বাগদাদের মুজতাহেদ হিসাবে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁকে মুজতাহেদ হিসাবে মান্য করত। আবু বকর আহমদ ইবনে মুজাফ্ফর ইবনে সুচ প্রমূখ উল্লেখযোগ্য স্বনামধন্য বুজুর্গ হতে জাহেরী-বাতেনী উভয় জ্ঞানে পরিপূর্ণতা হাসিল করেন এবং হযরত হাম্মাদ দাব্বাগ (রা:) এর সংস্পর্শে ফয়েজ প্রাপ্ত হন। ৫২১ হিজরীতে খেলাফত প্রাপ্তির মজলিস অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হন, এর

মাধ্যমে তিনি হেদায়াত ও মা'রেফাতের জগতে পদার্পন করেন। হযরত আবু সাঈদ মাখজুমী (রহ:) এর ওফাতের পর, হযরত গাউছে পাক (রহ:) তাঁর জায়গায় ৫২৮ হিজরীতে শিক্ষকতা তথা তা'লিম তরবিয়াতের পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

হযরত গাউছে আ'যম (রা:) এর তরিকতের ছিল্ছিলা সমূহ

(এক.) হযরত শাইখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রহ:) তিনি আবু সাঈদ মাখজুমী হতে, তিনি হযরত শাইখুল ইসলাম আবু হাসান আলী ইবনে মাহমুদ হক্কানী হতে, তিনি হযরত আবুল ফরাহ তারতুসী হতে খেলাফত প্রাপ্ত হন, তিনি আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আবদুল আজীজ তামীমী হতে, তিনি শাইখুল কবীর আরেফ বিল্লাহ আবু বকর হালফ ইবনে শিবলী, তিনি সৈয়্যদুত্ ত্বায়েফা আবুল কাসেম জুনায়েদ বাগদাদী (রহ:) হতে, তিনি হযরত সর্রী সক্তী আল্-কুরখী হতে, তিনি হযরত দাউদ ত্বায়ী হতে, তিনি হযরত হাবীব আজমী হতে, তিনি হযরত হাসান বছরী হতে, তিনি হযরত ইমাম আলী ইবনে আবু তালেব হতে, তিনি তাঁর চাচত ভাই (আবদুল্লাহর বেটা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে, তিনি হযরত জিব্রীল (আ:) হতে। তিনি مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ জাতে ওয়াহ্দাহু হতে।

(দুই.) হযরত শাইখ আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন- একে অপর হতে বরকত হাসেল করার জন্য আমি আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু)কে খেরকা পরিধান করায়েছিলাম এবং তিনি আমাকে সেই খেদমত করার সুযোগ দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় তরিকার ছিলছিলা হযরত শাইখ মারুফ খারকী (রহ.) পর্যন্ত সম্পরিমান। এর পরে হযরত মারুফ খারকী (রহ.) হযরত সৈয়্যদুনা

ইমাম আলী মুছা রেজা রদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু হতে। তিনি হযরত সৈয়্যদ ইমাম মুছা কাজেম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু হতে, তিনি হযরত সৈয়্যদ ইমাম জাফর সাদেক্ব রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু হতে, তিনি হযরত সৈয়্যদ ইমাম মুহাম্মদ বাক্বের রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু হতে, তিনি হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম জয়নাল আবেদীন রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু হতে, তিনি হযরত সৈয়্যদুনা কুর্‌রাতুল আ'ইনে নবী ও আলী সৈয়্যদুশ শোহাদা ইমাম হোসাইন রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু হতে, তিনি আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী মুর্তাজা কার্‌রামাহুল্লাহু ওয়াজহাহু হতে, আর তিনি হযরত শফীউল মুজ্‌নবীন মাহবুবে রাব্বুল আ'লামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে।

(তিন.) হযরত গাউছে পাক (রহ:) জীবনের অধিকাংশ সময় আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে দরওয়াতুত্ দাব্বাগের খেদমতে অতিবাহিত করেন এবং তিনি তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করত: ইলমে তরিকত ও তরিকতের আদব অর্জন করেন। তবে খেরকা শরীফ তথা তরিকতের সিলসিলা কাজী আবু সাঈদ মোবারক মাখরমী পর্যন্ত পৌছে ছিল। আর তিনি শাইখ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ক্বারশী হতে, তিনি আবুল ফরাহ তারতুসী হতে, তিনি আবুল ফজল আবুল ওয়াহেদ তামীমী হতে, তিনি তাঁর শাইখ আবু বকর শিবলী হতে, তিনি শাইখ আবুল কাসেম জুনাইদ বাগদাদী হতে, তিনি তাঁর মামা ছররী সকতী হতে, তিনি শাইখ মা'রুফ কারখী হতে, তিনি দাউদ ত্বায়ী হতে, তিনি সৈয়্যদ হাবীব হাজমী হতে, তিনি হযরত হাসন বছরী হতে, তিনি হযরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হতে, আর তিনি সৈয়্যদুল কাওনাইন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে, আর তিনি হযরত জীবরীল আলাইহিস্‌সালাম হতে, আর তিনি জাল্লা ওয়া আ'লার পবিত্রতম নাম হতে।

কেউ হযরত গাউছে পাকের নিকট প্রশ্ন করল যে, আপনি আল্লাহ

তা'লার নিকট হতে কি অর্জন করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন; ইলম ও আদব। অর্থাৎ জ্ঞান ও শিষ্টাচারিতা।

খেলাফত প্রাপ্তির অন্য আরেকটি তরিকা যার সনদ আলী ইবনে রেজা পর্যন্ত পৌছেছে। তবে সেটি হাদীসের সনদের ন্যায় প্রমাণিত নাই।

কাযী আবু সাঈদ লিখেছেন যে, একে অপরের নিকট হতে তাবরুক হাসিলের উদ্দেশ্যে আমি শাইখ আবদুল কাদের (রাহ:)কে এবং তিনি আমাকে খেরকা পরিধান করায়েছেন। (ক্বালায়েদে জাওয়াহর শরীফ)

শারীরিক গঠন আকৃতি

উজ্জ্বল চেহেরা, মধ্যম গঠন, কালো চোখ, হালকা-পাতলা শরীর, হাত-পা সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বল্য, লম্বা ও ঘন চুল, উচ্চ ও মধুর কণ্ঠস্বর, চেহরা ও মূখমন্ডলে লাবণ্যতা, যা দেখে মানুষ আকৃষ্ট হতো।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও ছাওয়ারী জন্তু

ফকীহ ও মুজতাহীদের ন্যায় দরবেশী গুণাবলীতে জুব্বা-আসকান ও পাগড়ী এবং চাদর পরিধান করতেন। সর্বদা মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন, হালকা-পাতলা ও উন্নত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্য্যময় পোশাক পরিধান করতেন। সাধারণত: খচ্ছরের উপর আরোহণ করতেন।

গাউছে পাকের আদর্শ

হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) অত্যন্ত বিনয়-নম্র ও দানশীল ছিলেন। আলেম-ওলামা ও ছাত্রদের খুবই প্রিয় ছিলেন। সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও সবর এবং

রাত্রী যাপন অর্থাৎ রাত্রে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এবং মুস্তাজাবুত দা'ওয়াত তথা আল্লাহর দরবারে যাঁর দু'আ গৃহীত বলে সকলের নিকট জ্ঞাত, আর অঙ্গীকার পালনে অবিচল ও অটল ছিলেন। শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে ছিলেন খুবই কঠোর ও পরিপূর্ণতা। আল্লাহর ভয়ে অধিকাংশ সময় ক্রন্দন করতেন। অন্তর ও দিল ছিল খুবই নরম। মূখের ভাষা ছিল বাগ্মীতা ও বিশুদ্ধতা। দ্বীন ও মিল্লাতের তত্ত্বধায়ক ও রক্ষক ছিলেন। আপন হাত দ্বারা অর্জিত কামাই খাওয়া-দাওয়া করতেন। অর্থাৎ নিজ উপার্জিত অর্থ দ্বারা জীবন-যাপন করতেন।

গাউছে পাকের দৈনিক কর্মসূচী

হযরত শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে আবুল ফাতাহ হারুবী রহমাতুল্লাহে আলাইহে বর্ণনা করেন যে, হযরত সৈয়্যদুনা গাউছুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) এর খেদমতে আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ছিলাম। আমি দেখেছি তিনি সর্বদা অজু সহকারে থাকতেন। অধিকাংশ সময় এমন হত যে, ফজরের নামাজ এশার অজু দ্বারা আদায় করতেন। প্রত্যেক অজুর পর "তাহিয়্যাতুল অজু" দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এশার নামাজের পর একটি হুজরায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন যেখানে কোন মানুষ জন যেতেন না, যাত্রায় নিষেধ ছিল। ঐখানে সমস্ত রাত নফল ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-আযকার ও দোয়া-দরুদে কাটিয়ে দিতেন, ফজরের নামাজের জন্য উক্ত হুজরা হতে বাহিরে তাশরীফ আনতেন। রাত্রে কোন মানুষ তার নিকট যেত না। কখনো কখনো তখনকার খলিফা কোন কারণে কিংবা দোয়ার জন্য রাত্রে উপস্থিত হত, তবে ফজর না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষাত নছিব হত না। তিনি কখনো খলিফা কিংবা আমীরদের নিকট যেতেন না। তখনকার খলিফা

যদি শরীয়তের আহকামের খেলাপকারী হত কিংবা কোন আলেমকে কোন পদে নিযুক্ত করা হত, তখন হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) মিম্বরে আরোহণ করে তৎকালীন খলিফাকে সংশোধন ও উপদেশমূলক নছিহত প্রদান করতেন, যা তৎক্ষনাত প্রতিফলিত হত।

জুমার দিন বাগদাদের জামে মসজিদে আসার পথে বাজার ও রাস্তার মধ্যে লোকগণ আদব সহকারে সারিবদ্ধভাবে সাক্ষাত ও দোয়ার জন্য অপেক্ষা করত। যখন জামে মসজিদে কদম রাখতেন তখন তার হাতের উপর চুমা দেওয়ার জন্য চতুর্দিক হতে লোকগণ দৌড়ে আসত। তিনি কখনো মানুষের সম্মুখে থুথু এবং গলা নিংড়াতেন না, আর কখনো নাক পরিস্কার, হাই তোলা ও হাঁচি দিতেন না। তবে একদা এমনটি হয়েছিল যে, হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) অনিচ্ছাকৃত ভাবে হাঁচি দিলেন, তখন চতুপার্শ্ব হতে يرحمک الله ويرحمنابک (আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন এবং আপনার উসিলায় আমাদের উপরও রহমত হউক) এর আওয়াজ ও রব উঠল। তখনকার খলিফা মুস্তান্‌জিদ বে আমরিল্লাহ তখন উপস্থিত ছিল। সে হযরত গাউসুস্‌সাকালাইনের দরবারের লোকদের এমন অবস্থা থেকে হয়রান ও হতভম্ব হয়ে গেল এবং তার অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হল। হযরত গাউছে পাকের শান-মর্যাদা এমন ছিল যে, তিনি খুবই পাক-পবিত্র ও খোদাভীরু থাকা সত্ত্বেও তিনি অতীব বিনয় ও নম্র ছিলেন। যা হযরত শাইখ সাদী আলাইহে রহমাহ "গুলিস্তা" কিতাবে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে,

شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ را دیدند در حرم کعبہ روی بر حصا تھادہ بود وے
گفت اے خدا بخشاء اگر مستوجب عقوبتم مرا در روز قیامت نابینا برانگیز تا در روئے
نیکاں شرمسار نباشم (قطعہ)

অর্থঃ শেখ আবদুল কাদের গিলানী (রঃ)কে পবিত্র কা'বার হেরমে ধুলাকণার উপর মাথা রেখে এ প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে, হে খোদা! আমাকে ক্ষমা করুন। আর যদি আমার শাস্তি অনিবার্য হয়ে থাকে; তাহলে কিয়ামত দিবসে আমাকে অন্ধ করে উঠানো হউক, যাতে আমি পূণ্যবানদের সামনে লজ্জিত না হই।

হযরত গাউছে পাকের সন্তান-সন্ততির বর্ণনা

হযরত গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) এর ছেলে-সন্তান ও সাহেবজাদার সংখ্যা ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন। যার মধ্যে ২৭ (সাতাইশ) জন শাহজাদা আর ২২ (বাইশ) জন শাহজাদী। এর মধ্যে অধিকাংশই الولد سرّ لابيه অর্থাৎ সন্তান পিতার উত্তরসূরী হিসাবে অলী-বুজুর্গ ও উচ্চ স্তরের আলেম ছিলেন। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

(১) হযরত শাইখ খাজা আবদুর রজ্জাক (২) হযরত শাইখ খাজা আবদুল ওহাব (৩) হযরত খাজা শাইখ ঈসা (৪) হযরত খাজা শাইখ আবদুল আজীজ (৫) হযরত খাজা আবদুল জব্বার, (৬) হযরত খাজা শাইখ ইব্রাহীম (৭) হযরত খাজা শাইখ মুহাম্মদ (৮) হযরত খাজা শাইখ আবদুল্লাহ (৯) হযরত খাজা শাইখ ইয়াহইয়া (১০) হযরত খাজা শাইখ মুছা রাহেমাহুমুল্লাহ। তারা হযরত গাউছে আ'যম (রহ:) এর নিকট শিক্ষা অর্জন করেন।

জাহেরী বাতেনী জ্ঞানের ভান্ডার

হযরত গাউছে পাক জাহেরী-বাতেনী উভয় জ্ঞানের উপর পারদর্শী এবং গবেষক ও মুজতাহিদ ছিলেন। বিশেষত: হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং তাসাউফ তথা দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের উপর এমন গভীর ও তত্ত্বপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করতেন যে, দূর-দূরান্ত হতে উল্লেখযোগ্য ও খ্যাতনামা

আলেম-ওলামারা উপস্থিত হয়ে দরসের মধ্যে শামিল হত এবং যে মাসআলার উপর তাকরীর পেশ করতেন তাতে ফসাহাত ও বালাগাত তথা ভাষার বাগ্মীতা পরিস্ফুটিত হত। আরবী-ফার্সী উভয় ভাষায় তিনি কিতাব রচনা করেন। তিনি হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের ইমাম ও পেশোয়া ছিলেন।

গাউছে পাকের গ্রন্থাবলী

হযরত গাউছে পাক (রহ:) বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ কিতাব গুলো হচ্ছে- (১) গুণিয়াতুত্ তালেবীন (২) ফতহুল গাইব শরীফ (৩) জালাউল খাতের ফীল বাতেন ওয়াজ জাহের (৪) আল্-ফতহুর রব্বানী ওয়াল ফয়জুর রহমানী (৫) মাক্বাতেব (আরবী ও ফার্সী) (৬) ক্বাসিদায়ে খমরীয়া (৭) ক্বাসিদাতুল বাজুল আশহাব (৮) ক্বাসিদায়ে রূহী ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাউছে পাকের ফতোয়া প্রদান ও শিক্ষাদান

হযরত ছৈয়্যদুনা আবদুর রজ্জাক রহমতুল্লাহে আলাইহে বলেন- আমার সম্মানিত পিতা হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) ৫২৮ হিজরী হতে আরম্ভ করে ৫৬৮ হিজরী পর্যন্ত শিক্ষাদান ও ফতোয়া প্রদানের কাজ চালিয়ে যান। মাদ্রাসায় দিনের প্রথমার্ধ অর্থাৎ জোহরের আগ পর্যন্ত সময়ে তাফসীর ও হাদীস এবং জোহরের পরে দরসে কোরআন অর্থাৎ কোরআনের তরজুমা আর বাকী সময় দ্বীন-ধর্মের বিভিন্ন হুকুম- আহকাম সম্পর্কে পাঠদান করতেন। এ ছাড়া মাসআলা- মাসায়েল ও ফতোয়া লিখতেন। মাসআলার উপর তিনি খুবই মেধা সম্পন্ন ও জ্ঞান রাখতেন যে- ফতোয়া লেখার সময় কোন কিতাবপত্র দেখা ব্যতীরেকে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই জবাব লিখে দিতেন। যা ইরাকের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ করতেন। অধিকাংশ তিনি হাম্বলী ও শাফেয়ী মাজহাবের উপর ফতোয়া প্রদান করতেন।

একদা একটি ব্যতীক্রম ও আশ্চর্যজনক মাসআলা উপস্থাপিত হয়েছিল। যার জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামাগণ পর্যন্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যান। এর উত্তর কি হবে? উক্ত মাসআলাটি তৎকালীন ফকীহগণের নিকট বর্ণনা করার পরও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি।

আর উক্ত প্রশ্নটি হচ্ছে- এক ব্যক্তি শপথ করেছিল যে- আমি এক সপ্তাহে এমন কোন ইবাদত করব যা সেই সপ্তাহে এদুনিয়ার কোন মুসলমান না করবে। অর্থাৎ আমি সেই সপ্তাহে যে ইবাদত করব পৃথিবীর কোন মুসলমান উক্ত ইবাদত না করে। যদি করে তাহলে আমার বিবি (স্ত্রী) তিন তালাক।

তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামাগণ চিন্তিত ও হয়রান হয়ে পড়ছিল যে- এমন কোন্ ইবাদত হতে পারে, যেই ইবাদত সম্পর্কে বলা যাবে দুনিয়ার কোন মুসলমান এই সপ্তাহে উক্ত ইবাদত করবে না। যখন উক্ত ফতোয়াটি হযরত গাউছে পাকের খেদমতে আরজ করা হল; তখন হযরত গাউছে পাক কোন প্রকার চিন্তা- ভাবনা ব্যতীরেকে বলে দিলেন উক্ত শপথকারী ব্যক্তির উচিত পবিত্র হারাম শরীফে এ ধরনের ব্যবস্থা করানো- যে সপ্তাহে উক্ত ব্যক্তি তাওয়াফ করবে সেই সপ্তাহে যেন অন্য কোন মুসলমান কা'বা শরীফের তাওয়াফ না করে যাতে করে তার ইবাদত অর্থাৎ কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা তার জন্য সুনির্দিষ্ট থাকে। দুনিয়ার কোন মুসলমান তার ইবাদতে অংশীদার হতে না পারে। যার কারণে তার স্ত্রী তালাক হতে মুক্ত থাকবে।

আল্লাহ আকবর, ইহাই হচ্ছে গাউছে পাকের ইলম ও জ্ঞানের গভীরতা। তাঁর ইলম ও জ্ঞানের পরিচিতি।

গাউছে পাকের মাকতুবাত

গাউছে পাকের মাকতুবাতের সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি; প্রতিটি মাকতুবাত উত্তম ওয়াজ-নছীহতের খাজীনা স্বরূপ। যদি আমি এর মধ্য হতে দু'চারটি মাক্তুবাত লিপিবদ্ধ করি তাহলে কিতাব অনেক বড় হয়ে যাবে এবং পাঠকগণও বিরক্ত ও পেরেশান হয়ে যাবে। তাঁর লিখিত কিতাব সমূহ মূলত: ফার্সী ও আরবী ভাষায় রচিত। এ বিষয়ে সামান্য কিছু জানতে হলে হযরত শাইখ আকীকুদ্দীন (রহ.) এবং অন্যান্য হযরতগণের লিখিত কিতাব সমূহ দেখুন। বিশেষত: ফত্হুর রাব্বানী কৃত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহে আলাইহে পাঠ করুন।

গাউছে পাকের ইবাদত- বান্দেগী

হযরত গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু)'র নিয়ম ছিল যথা সময়ে এশার নামাজ আদায় শেষে আল্লাহর জিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর বাতাসে আরোহন (উর্ধমুখে উঠে) করে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। অতঃপর আসমান হতে অবতরন করে কোরআন শরীফ পাঠ করতেন। যখন রাত দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হত তখন দীর্ঘক্ষণ সময় পর্যন্ত সিজদায়রত থাকতেন। অতঃপর মুরাকাবা- মুশাহাদা তথা একাগ্রতা ও ধ্যানমগ্নতা শেষে সূর্য্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মোনাজাত ও দোয়া প্রার্থনায় লিপ্ত থাকতেন।

হযরত গাউছে পাক চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার নামাজের অজু দ্বারা ফজর নামাজ আদায় করেছিলেন। আর পনর বৎসর পর্যন্ত এক পা'য়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফ খতম করেছিলেন। আপন নফসের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পুরো রাত্রে নিয়মিতভাবে জাগ্রত থাকতেন। তিনি পনর

বৎসর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট বরূজ তথা গুম্বুজ বিশিষ্ট কক্ষে আল্লাহর স্মরণে দন্ডায়মান থাকেন, দীর্ঘক্ষণ দন্ডায়মানের কারণে তাঁর পা' ফুলে যেত। তাঁর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে উক্ত কক্ষকে برج عجمى বলা হয়। আর তিনি دائم الصوم তথা সর্বদা রোজা রাখতেন।

হযরত গাউছে পাকের স্বভাব-চরিত্র

বিখ্যাত আধ্যাত্ম সাধক বুযুর্গ হযরত আবু মুজাফ্ফর রহমাতুল্লাহে আলাই বলেছেন; বড় পীর (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) হতে অধিক দয়ালু, প্রতিশ্রুতি পালনকারী, উদারচিত্ত, ক্ষমাশীল, বিনয়-নম্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সদালাপী, পরোপকারিতা ও মমতা স্বভাবের অধিকারী কোন ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অর্থাৎ সুখে-দুঃখে জীবনের সর্বাবস্থায় তাঁরমধ্যে আল্লাহর উপর অটল নির্ভরশীলতা বিদ্যমান ছিল। আনন্দঘন মুহূর্তে তিনি যেমন আল্লাহর শুকরিয়া প্রকাশ করতেন, তেমনি বিষাদ-মলিন পরিবেশেও তাঁর মধ্যে পরিদৃষ্ট হত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। তিনি সর্বোতভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

অথচ তাঁর শান-শওকত ও মর্যাদা দেখে আমীর ওমরা ও বাদশাহগণ পর্যন্ত ভয় পেয়ে যেত। ছোট-বড় প্রত্যেকই জানত ও বিশ্বাস করত যে, তিনি যেমনি আমাকে মুহাব্বত ও ভালবাসেন অন্য কাউকে তেমন ভালবাসে না। গরীব অসহায়দের সাথে সর্বদা উঠা-বসা ছিল এবং মিসকীনদের সাথে খানা খেতেন। আর বয়স্কদেরকে সম্মান করতেন। এক কথায় দরিদ্র-প্রীতি ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কু-চরিত্রবানদের খারাপ কর্মকে তিনি ঘৃণা করতেন এমনকি খারাপ কর্মক্ষেত্র গোচরীভূত না হওয়ার জন্য অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে চলে যেতেন। কারো অনুপস্থিতিতে সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করতেন যেমনিভাবে উপস্থিতিতে সম্মান করা হয়ে থাকে।

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তিগণ তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক বাক্যে একথাই বলছেন যে, হযরত সৈয়্যদ শাইখ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু অত্যন্ত নম্র ও কোমল অন্তরের লোক ছিলেন। তাঁর চোখের পানি খুবই দ্রুত প্রবাহমান ছিল। আল্লাহর ভয়-ভীতির সীমা ছিল না। লোকদের উপর তাঁর হাইবাত (দাপট) তথা প্রতিপত্তি দ্রুততায় প্রকাশিত হত। তাঁর দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বিলম্ব হত না। সৃষ্টির মধ্যে তাঁর স্থান ও মর্যাদা ছিল বহু উর্ধ্বে। বেহুদা ও ফাহেশা কথা-বার্তা হতে অনেক দূরে থাকতেন। আর সত্যবাদীর অতীব নিকটে থাকতেন। আল্লাহর হুকুম-আহকামের পরিপন্থী কিছু দেখলে তাদের উপর বেশাবেশী রাগান্বিত হয়ে যেতেন এবং এর প্রতিবাদ করতেন। তবে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কারো উপর রাগ-গোস্বা করতেন না। আল্লাহর বিধি-বিধান ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিপন্থী কথা-বার্তায় তাঁর চেহরার পরিবর্তন হত না। অর্থাৎ দ্বীন-ধর্মের পরিপন্থী কিছু দেখলে তাঁর মূখমন্ডল মলিন হয়ে যেতো। কেউ তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে যথাসাধ্য খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। এমনকি সেই যদি তাঁর পড়নের কাপড়ও চায় তাও তিনি দিয়ে দিতেন। ইল্‌মে দ্বীন তাঁকে অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক করে দিয়েছে। আর আল্লাহর নৈকট্যতা তাকে আদব ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়েছে। বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী এবং সমবয়সীরা তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসাবে জানত। বিনয় ও আত্মসম্ভ্রমই ছিল তাঁর বিজয় ও কামিয়াবী। আর ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ছিল তাঁর কারুকার্য ও সৌন্দর্য্যতা, আল্লাহর যিকিরই ছিল তার অক্ষরেখা ও মূল বিষয়। আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যদৃষ্টিই ছিল তাঁর আহার। মুশাহাদা তথা পর্যবেক্ষণ ছিল তাঁর আরোগ্য ও সুস্থতা। আর শরীয়ত ছিল তাঁর জাহের তথা বাহ্যিকতা এবং হাকীকত হচ্ছে তার বাতেন তথা আভ্যন্তরীণ কর্ম।

তাঁর বিনয়-নম্রতা

হযরত গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র তিনি নিজেই খরিদ করতেন। ঘরের কাজ-কর্ম নিজেই করতেন। এমনকি ঘরে ঝাড়ু দেওয়ার কাজও তিনি নিজেই করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি নিজেই কাঁধে করে বাহির থেকে কলসিতে করে পানি নিয়ে আসতেন।

একদা একটি মহল্লায় কয়েকজন ছেলে খেলা করছিল, গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) সেদিক হতে পথ অতিক্রমকালে একজন ছেলে তাঁকে বললেন; আমার জন্য এক পয়সার মিঠা বাজার থেকে নিয়ে আসেন। তিনি বাজার হতে মিঠা নিয়ে এসে ছেলেটিকে দিলেন, এটি দেখে অন্যান্য ছেলেরাও তাদেরকে মিঠা এনে দেওয়ার জন্য বললে, তিনি সবাইকে বাজার হতে মিঠা এনে দিলেন।

হযরত শাইখ আবুল কাসেম বলেন, একদিন হযরত গাউছে পাক (রহ.) মাদ্‌রাসার হাউজে অজু করছিলেন একটি পাখি তাঁর গায়ে মল ত্যাগ করে দিল, তিনি পাখিটির দিকে রাগস্বরে দেখলেন, মুহূর্তের মধ্যে উক্ত পাখিটি মরে মাটিতে পড়ে গেল। গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) ফুরসত হওয়ার পর তাঁর জামাটি শরীর মোবারক হতে খুলে আমাকে দিয়ে বললেন; এটি বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ মূল্য সদকা করে দাও, তা যেন পাখিটির জানের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

হযরত আবুল আব্বাস (রহ.) বলেন; একদা জামে মনছুর যাওয়ার প্রাক্কালে একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করতেছিল, তখন তিনি রাগস্বরে বললেন; তুমি ধ্বংস হয়ে যাও, তৎক্ষণাত এটি মরে গেল। অত:পর তিনি আমাকে বললেন; জামে মনছুর পর্যন্ত আমাকে সাত বার দংশন করেছে এবং আমি তা ধর্য্য ধরেছি, শেষে রাগ এসে গেল।

হযরত আবুল মুজাফ্‌ফর (রহ.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) তাঁর হুজরা শরীফে বসে লেখছিলেন হঠাৎ ছাদ হতে কাগজের উপর মাটি পড়তে লাগল, তিনবার তিনি কাগজ ঝেড়ে তা পরিস্কার করলেন, চতুর্থবার তিনি উপরের দিকে নজর করে দেখতে পেলেন একটি ইঁদুর ছাদ হতে মাটি ফেলছে। চতুর্থবার তিনি বললেন; طـــاراراسک অর্থাৎ তার মাথা কেটে (দ্বিখন্ডিত হয়ে) যাক, এটি বলার পরক্ষণই ইঁদুরটির মাথা দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। এরপর হযরত গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) ক্রন্দন শুরু করে দিলেন এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন। বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত আবুল মুজাফ্‌ফর বলেন, আমি আরজ করলাম হুজুর আপনি কাঁদছেন কেন? গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) বলেন; ভয় হচ্ছে যদি এ ধরণের ঘটনা হঠাৎ কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আমার অসন্তুষ্টিতে হয়ে যায় এবং তার ক্ষেত্রে আমার মূখ হতে কোন বদ-দোয়া বের হয়ে যায়, তাহলে তার বেলায়ও এমন অবস্থা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ইঁদুরের ক্ষেত্রে হয়েছে।

হযরত শাইখ আবুল হাসান (রহ.) হতে বর্ণিত; একদিন হযরত গাউছুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) এর মাহফিল সন্নিকটে একটি চিল আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় চেচামেচি করে আওয়াজ করছিল যারদরুন তার আওয়াজ দ্বারা মাহফিলে ব্যাঘাত হচ্ছিল তখন গাউছে পাক পেরেশান ও রাগস্বরে বাতাসকে নির্দেশ করল; হে বাতাস চিলটির মাথা ছিরে ফেল, সঙ্গে সঙ্গে চিলটির মাথা ছিরে দু'টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর তাঁর দয়া আসল, তিনি মিম্বর হতে নেমে চিলটির টুকরা হাতে নিয়ে বললেন বিছমিল্লাহ (আল্লাহর নামে) জীবিত হয়ে যাও, তখনই এটি জীবিত হয়ে আকাশে উড়ে চোখ দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু)'র উচ্চ মর্যাদা

"হায়াতে মু'আজ্জম" গ্রন্থের প্রণেতা "মানাক্বেবে গাউছিয়া"র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন; হযরত শাইখ শাহাবুদ্দীন ছোহ্‌রাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহে আলাইহে এর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) এর প্রতিটি কর্ম-কান্ড, কথা-বার্তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জাতে আক্‌দাস তথা পবিত্র সত্ত্বার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ফানাফির- রাসূল এর প্রকৃত মর্যাদা ও বুজুর্গী তিনি অর্জন করেছিলেন। তিঁনি আরো বলেন; প্রত্যেক অলী একজন নবীর কদমের উপর হয়ে থাকে। আর আমি আমার নানা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কদম মোবারকের উপর।

সুতরাং যে সমস্ত কথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র সত্ত্বার জন্য নির্দিষ্ট তা তাঁর (গাউছে পাকের) মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। যেমনঃ তাঁর শরীর মোবারকে মাছি-মশা বসত না, তাঁর ঘাম সুগন্ধ যুক্ত ছিল এবং তাঁর পায়খানা-প্রশ্রাব জমীন গ্রাস করে নিত। তিনি বলে থাকেন যে, মহান আল্লাহর শপথ আমার এই শরীর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শরীর মোবারক, আব্দুল কাদের এর শরীর নয়। এর দ্বারা এই কথা সু-স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, হযরাত ছাহাবায়ে কেরাম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুম এর মর্তবা ও স্তরের পর সমস্ত অলীদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মর্তবা ও সুউচ্চ স্তর হচ্ছে গাউছের। আর তা হবেই না বা কেন, তিনি তো হযরত হাসান রাদ্বি আল্লাহু আনহুর কলিজার টুকরা, হৃদয়ের ধন।

হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহ.) তাঁর কিতাব "জুব্‌দাতুল আছরার" এর মধ্যে হযরত শাইখুল হারামাইন ইমাম আবদুল্লাহ এয়াফেয়ী রহমাতুল্লাহ আলাইহের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেছেন যে, হযরত গাউছে পাকের মানাকেব তথা জীবনীর উল্লেখযোগ্য দিক এত

বেশি অধিক যে, যদি সমস্ত গাছের পাতা কাগজ হয় আর ঢাল-পালা কলম হয়, তারপরও তাঁর পরিপূর্ণ জীবনী লেখার জন্য যথেষ্ট নয়। উক্ত গ্রন্থে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত গাউছে পাকের মর্তবা ও বুজুর্গী এমন উঁচু স্তরের ছিল যা সম্পর্কে কোন অলীও জ্ঞাত ছিল না।

অবিনশ্বর জগতে গাউছে পাকের রূহ অলীদের কাতারে স্থির না হওয়ার বর্ণনা

আহলে ইরফান তথা মারেফত পন্থীদের হতে বর্ণিত আছে যে, আজল তথা অবিনশ্বর জগতে যখন মানবজাতির রূহ সমূহ হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের পবিত্র রূহ মোবারকের সাথে রাব্বে কায়েনাত জাল্লা শানুহুর দরবারে উপস্থাপিত হয়েছে, তা তিন কাতার বিশিষ্ট ছিল। (১) প্রথম কাতারের মধ্যে নবীগণের পবিত্র রূহ রাখা হয়েছে। (২) দ্বিতীয় কাতারের মধ্যে আউলিয়া ও ছালেহীনদের পবিত্র রূহ। (৩) আর তৃতীয় কাতারের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সমস্ত সৃষ্টির রূহ। এ সময় হযরত গাউসুস্‌সাক্বালাইন মাহবুবে সুব্‌হানীর পবিত্র রূহ দ্বিতীয় কাতারে রাখা হয়েছিল কিন্তু তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও চিরন্তন সৃষ্টি হিসাবে তাঁর রূহ বার বার প্রথম কাতারে গিয়ে মিলে যাচ্ছিল, যা আম্বিয়ায়ে কেরামদের কাতার। তিনি আম্বিয়াদের কাতারে শরীক হওয়ার জন্য চাচ্ছে। আর ফেরেশতাগণ আল্লাহর হুকুমে প্রতি বারই তাঁর রূহ দ্বিতীয় কাতারে নিয়ে আসছিল। কিন্তু তিঁনি দ্বিতীয় কাতারে স্থির হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এই ঘটনাটি হুজুর ছরওয়ারে কাওনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র রূহ মোবারক যা প্রথম কাতারের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে আসীন ছিল। তাঁর খেদমতে আরজ করলেন যে, সৈয়্যদ আবদুল কাদের (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) এর পবিত্র রূহ কোন অবস্থাতেই আউলিয়াদের কাতারে স্থির হচ্ছে না, তিনি বারংবার আম্বীয়াদের কাতারে চলে আসতেছে, এ ব্যাপারে আপনার হুকুম কি? এটি শ্রবণ করতঃ আক্বা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃদ

হাসলেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই তাশরীফ নিয়ে গাউছে পাকের রূহকে দ্বিতীয় কাতারের মধ্যে ছিদ্দিকীন এবং মাহবুবীনের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড় করায়ে দিয়ে বললেন; হে আমার ফরজন্দ (সন্তান)! আজ তোমার স্থান আল্লাহর হুকুম মোতাবেক এটাই। কাল ইনশাআল্লাহুল আযীয কিয়ামতের দিন তোমার স্থান মাকামে মাহমুদে আমার পার্শ্বেই হবে। এটি শ্রবণ করার পর গাউছে পাকের রূহ স্থির হলেন।

মে'রাজ রজনীতে গাউছে পাক বুরাক আকৃতিতে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা

হযরত গাউছে পাক নিজেই এরশাদ করেছেন যে, মে'রাজ রাত্রে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার মধ্যে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত সৈয়্যদুনা জীবরীল আলাইহিস্‌সালাম لَوْ دَنَوْتُ اَنْمِلَةً لَاَحْتَرَقْتُ (যদি আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণ নিকটবর্তী হই নিশ্চয় জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাব) বলে দাঁড়িয়ে গেলেন।

اگر ایک سرموئے برترپرم ☆ فروغ تجلی بسوزد پرم

অর্থাৎ এক চুল বরাবর যদি আমি অগ্রসর হই তাহলে আল্লাহর তাজাল্লীতে আমি ভস্মীভূত হয়ে যাব।

সে সময় আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমার রূহকে হুজুর নবী আলাইহিস্‌সালামের দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কদমবুচী করার নেয়ামত অর্জনের সুভাগ্য অর্জিত হয়েছে। অত:পর আমি বুরাক আকৃতি হয়ে গেছি। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পিঠের উপর আরোহণ করে লাগাম হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন; হে আমার ফরজন্দ (সন্তান)! হাসান

ও হোসাইনের চোখের পুতুলি আজ আমার কদম তোমার গরদানের উপর। আর কাল তোমার কদম সমস্ত অলীদের গরদানের উপর হবে।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা জানতে হলে حیـــات معظم ও تفریح الخاطر ইত্যাদি কিতাব দেখুন। আর পবিত্র মে'রাজুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তে যে সমস্ত নেয়ামত ও ফয়েজ সুনির্দিষ্ট ছিল তা তিনি অর্জন করেছেন। (لطائف خواجه كمال الدين)

আর গাউছে পাকের রূহ সুনির্দিষ্ট ফয়েজ হিসাবে বর্ণনা করেন এবং খুশি হয়ে এরশাদ করেন; আয় নূরে চশ্‌মে (হে চোখের আলো!) তুমি আল্লাহর প্রিয় এবং আমার স্নেহের পাত্র, আজ আল্লাহর হুকুমে আমার কদম তোমার গরদানের উপর, আর যখন তুমি জন্মগ্রহণ করবে তখন তোমার কদম আমার উম্মতের সমস্ত আউলিয়াল্লাহর গরদানের উপর হবে। তুমি আমার মুরিদ ও খলিফা। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। (حیات معظم)

বর্ণিত আছে যে, যখন গাউছে পাক জন্মলাভ করেন তখন তার গরদানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কদম মোবারকের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। যেমনিভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র স্কন্দ মোবারকে মোহরে নবুওয়াত বিদ্যমান ছিল। যাকে লোকগণ চুমা দিতেন এবং চোখে লাগাতেন।

গাউছে পাকের উপর একান্ত বিশ্বাসী তাঁর মুরিদের অন্তর্ভূক্ত

হযরত শাইখ ওমর রহমাতুল্লাহে আলাই বলেন; একদিন আমি হযরত গাউছে পাকের খেদমতে আরজ করলাম যে, কোন ব্যক্তি নিজকে আপনার মুরিদ হিসাবে মনে করে অথচ সে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেনি এবং খেরকাও নেয়নি, বরং কেবলমাত্র আপনার মুরিদ হিসাবে বিশ্বাস রাখে, সে ব্যক্তি আপনার মুরিদের অন্তর্ভূক্ত হবে কি না?

এর উত্তরে হযরত গাউছে পাক এরশাদ করলেন; যে ব্যক্তিই নিজকে আমার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করবে এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিয়ামত দিবসে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন।

হুজুর গাউছে পাক এরশাদ করেন;

وَعِزَّتِیْ وَجَلَالِیْ رَبِّی لَا بَرِحتُ قَدَمِیْ مِنْ بَیْنِ یَدی رَبِّی حَتّٰی یَنْطِقَ بِیْ وَیُکَلِّمَ اِلَی الْجَنَّةِ-

অর্থাৎ আমার প্রভুর ইজ্জত ও জালালের শপথ, আমি কদম দেব না আমার প্রভুর সামনে হতে যতক্ষন পর্যন্ত প্রেরণ করবে না আল্লাহপাক তোমাদেরকে আমার সাথে জান্নাতের দিকে। অর্থাৎ আমার ভক্ত বৃন্দেরকে নিয়েই আমি বেহেশতে প্রবেশ করব।

হে উভয় জাহানের খালেক ও মালেক সৈয়্যদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ছদ্‌কায় এ সমস্ত গুণাহগারকেও কিয়ামত দিবসে খাদেম ও গোলামে গাউছে পাকের অনুসারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুন এবং তাদেরকে আপনার রহমত ও করুণা দান করুন। আমিন ছুম্মা আমিন।

হযরত শাইখ আবু সাঈদ কলিয়ুবী রহমাতুল্লাহে আলাই বলেন; শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু আউলিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে অদ্বিতীয়।

একদা হযরত গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) পবিত্রতা অর্জনের জন্য তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, পানি ভর্তি বদনা একজন মুরিদের হাতে ছিল। বদনা হাত থেকে পড়ে গেল এবং ভেঙ্গে গেল। হযরত গাউছে পাক বদনা তুলে নিয়ে ঠিক ঠাক করে দিলেন এবং প্রথমে বদনা যে অবস্থায় ছিল ঠিক ঐ রকমই হয়ে গেল। আর পানিও পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি অজু করলেন। (سفینۃ الاولیاء)

গাউছে পাক (রহ.) সম্পর্কে আ'লা হযরত'র উক্তি

ইমামে আ'লা হযরত মুজাদ্দেদে দ্বীনও মিল্লাত শাহ আহমদ রেজা খাঁন মুহাদ্দেছ ব্রেলভী আলাইহি রাহমাহ বলেন;

سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف

کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا

উচ্চারণঃ চারে আক্বতাবে জাহাঁ করতে হেঁ ক্বা'বে কা তাওয়াফ

ক্বা'বা করতা হ্যায় তাওয়াফ দরে ওয়ালা তেরা।

অর্থঃ জগতের কুতুবগণ যেখানে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করেন। আর কা'বা গৃহ আপনার ঘরের তাওয়াফ করেন।

আবুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল বশর মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শান-মর্যাদা ও সু-উচ্চ মর্তবা এবং আজমতে শানের কথা কি বলব বরং তাঁর উত্তরসূরী এবং প্রিয় সন্তান গাউসুস্‌সাকালাইন গাউছুল ক্বাওনাইন হুজুর পুর নূর সৈয়্যদুনা মাওলানা ইমাম আবু মুহাম্মদ শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর যতক্ষণ পর্যন্ত কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সালাম পেশ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য্য উদিত হয় না।

হে সুন্নী মুসলিম ভাইয়েরা! দেখুন শানে গাউছিয়াত, শানে ফরজন্দিয়াত এবং শানে বেলায়ত ও নায়েবিয়াত। আল্লাহু আকবর।

যা ইমামে আজল সৈয়্যদি নুরুদ্দীন আবুল হাসান আলী শাত্‌নুনী কুদ্দিসা ছিররুহু যিনি ইমাম জলিল আ'রেফ বিল্লাহ সৈয়্যদি আবদুল্লাহ

ইবনে সা'দ মক্কী ইয়াফী শাফেয়ী রহমাতুল্লাহে আলাইহে مرأة الجنان এর মধ্যে মনোত্তীর্ণ ও সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন তা তাঁর লিখিত কিতাব "বাহ্‌জাতুল আছরার" শরীফের মধ্যে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন;

اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُحَمَّد عَبْد السَّلَامِ بن اَبِىْ عَبْد اللّٰهِ مُحَمَّد بن عبد السّلام بن ابْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ السَّلَامِ البَصرى الاصل البغدادىّ الـمَوْلدوَالدَّارُ بِالْقَاهِرَة سَنَةَ اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ وَسِتَّمائَةٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ ابو الْحَسَن عَلِىّ بن سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِىّ الجَنَاز بِبَغْدَاد سَنَة ثَلٰثٍ وَثَلٰثِيْنَ وَسِتَّمِائَةٍ.

قَالَ اَخْبَرَنَا الشّيمانى الشَّيْخُ اَبُوْ الْقَاسِم عُمَر بنُ مَسْعُوْدِ البَزّار وَالشَّيْخُ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ الْكميماتى بِبَغْدَادٍ وَسَنَةَ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ خَمْسَمِائَةٍ قَالَا كَانَ شَيْخنَا الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِر رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَمْشِىْ فِى الْهَوَاء عَلٰى رُؤسِ الْاَشْهَادِ فِى مَجْلِسِهٖ وَيَقُوْلُ مَاتَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتّٰى تُسَلِّمُ عَلَىَّ وَتَجِئُ السَّنَةُ اِلَىَّ وَتُسَلِّمُ عَلَىَّ وَتُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهَا وَيَجِئُ الشَّهْرُ وَيُسَلِّمُ عَلَىَّ يُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ يَجِئُ الْاُسْبُوْعُ وَيُسَلِّمُ عَلَىَّ وَيُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ يَجِئ الْيَوْمُ وَيُسَلِّمُ عَلَىَّ وَيُخْبِرُنِىْ بِمَا يَجْرِىْ فِيْهِ، وَعِزَّةِ رَبِّىْ اِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْاَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ عَيْنِىْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ، اَنَا غَائِصٌ فِىْ بِحَارِ عِلْمِ

اللّٰهِ وَمُشَاهَدَتِهٖ اِنَّ حُجَّةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ جَمِيْعُكُمْ اَنَا نَائِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَارِثُهٗ فِى الْاَرْضِ .

(بهجة الاسرار شريف ذكر كلمات اخبربها عن نفسه الخ ص ٥٠)

صَدَقْتَ يَا سَيِّدِىْ وَاللّٰهِ فَاِنَّمَا اَنْتَ كَلَّمْتَ عَنْ يَقِيْنٍ لَاشَكَّ فِيْهِ وَلَاوَهَمَ يَعْتَرِيْهِ اِنَّمَا تَنْطِقُ فَتَنْطِقُ وَتفطى فتفرق وَتُؤْمَرُ فَتَفْعَلُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (فتوىٰ رضويه شريف جلد/ ٣٠، صفه/ ٤٩٢)

অর্থাৎ ইমাম আজল হযরত আবুল কাসেম ওমর ইবনে মাসউদ বজ্জার এবং হযরত আবু হাফ্‌ছ ওমর কমিমাতি রাহেমাহুমাল্লাহ বর্ণনা করেন; আমাদের শাইখ হুজুর সৈয়্যদুনা আবদুল কাদের রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু তাঁর মজলিশে স্বীয় আসন জমীন হতে উত্তোলিত করে বাতাসে পরিভ্রমণ করতেন এবং এরশাদ করতেন; সূর্য্য উদিত হত না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর সালাম পেশ না করত, অর্থাৎ সূর্য্য তাঁর প্রতি সালাম পেশ করেই উদিত হত। নতুন বৎসর যখন আসত আমার প্রতি সালাম পেশ করত এবং আমাকে অবহিত করত যা কিছু সেই বৎসরে সংঘটিত হবে। নতুন মাস যখন আসত আমার প্রতি সালাম পেশ করত এবং ঐ মাসে যা কিছু ঘটবে তা আমাকে অবহিত করত। নতুন সপ্তাহ যখন আসত আমার প্রতি সালাম পেশ করত এবং ঐ সপ্তাহে যা কিছু সংঘটিত হবে তা আমাকে অবহিত করত। এভাবে দিন যখন আসত, এসে আমার প্রতি সালাম পেশ করত এবং ঐদিন যা কিছু ঘটবে তা আমাকে অবহিত করত।

আমার প্রভুর ইজ্জতের কসম; সমস্ত নেক্‌কার ও বদকার

লোকদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। আমার চোখ লাওহে মাহফুজের দিকে নিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ আমার সম্মুখেই বিদ্যমান থাকে। আমি আল্লাহর জ্ঞান তত্ত্বে ও সান্নিধ্যের সাগরে সাঁতার কাটি। অর্থাৎ আমি সর্বদা আল্লাহর ধ্যান-ধারণায় বিভোর থাকি। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর দলীল স্বরূপ, আর আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নায়েব ও প্রতিনিধি এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ওয়ারিস ও উত্তরসূরী।

শাইখ এরশাদ করেন; হে আমার আক্বা! আল্লাহর শপথ আপনি ইয়াকিনের (বিশ্বাস) সাথে কথা-বার্তা বলে থাকেন, যাতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না। নিশ্চয় আপনার দরবারে কেউ আসলে, হাদিয়া তোহ্ফা সহ আসে এবং আপনার খেদমতে উপস্থাপন করে আর আপনি তা বন্টন করে থাকেন। আপনি নির্দেশ প্রাপ্ত হলে তাঁর উপর যথাযথ আমল করে থাকেন। আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট।

জ্ঞাতব্য যে, সূর্য্য উদিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুর গাউছে আ'জম মাহবুবে সোবহানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর খেদমতে সালাম পেশ না করে। অর্থাৎ তাঁকে সালাম দিয়েই সূর্য্য উদিত হয়। প্রতিটি ঘন্টার খবর ও অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়। প্রত্যেক জান্নাতি ও দোযখী লোকদের তালিকা তাঁর সামনে পেশ করা, লাওহে মাহফুজ তাঁর গোচরীভূত হওয়া ইত্যাদি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

এরই উপর ভিত্তি করে হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর "ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া" সু-প্রসিদ্ধ "ক্বাসিদায়ে খমরীয়া" এর মধ্যে আছে-

وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْدُهُوْرٌ
تَمُرُّوَتَنْقَضِىْ اِلَّا اَتَالِ
وَتُخْبِرُنِىْ بِمَايَأْتِىْ وَيَجْرِىْ
وَتُعْلِمُنِىْ فَاَقْصِرْ عَنْ جِدَالِ

উচ্চারণ: ওয়া মা-মিনহা শুহূরুন আও দুহুরুন
তামুর্রু ওয়া তান্ক্বাজী ইল্লা-আতা-লী।
ওয়া তুখ্বিরুনী বিমা-ইয়া'তী ওয়া ইয়াজ্রী
ওয়া তু'লিমুনী ফাআক্বসির আন জেদা-লী।

অর্থাৎ: মাস এবং যুগ যা অতীত হয়ে গেছে আর যা অতিবাহিত হচ্ছে, নি:সন্দেহে তা আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে থাকে এবং তারা সংঘটিত হয়ে যাওয়া ও সংঘটিত হচ্ছে আর যা সংঘটিত হবে সব ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে থাকে। হে কারামত অস্বীকারকারীরা ঝগড়া-বিবাদ ও বাক-বিতান্ড হতে ফিরে এসো।

ফতোয়ায়ে রেজভীয়া শরীফের ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে; হুজুর পুর নূর গাউছে আ'জম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু নামাজ পড়াচ্ছেন, যখন সিজদায় গেলেন তখন মুসল্লীদের মধ্যে তাঁর এক মুরীদের শরীর গলিয়ে যাওয়া শুরু হল, শেষ পর্যন্ত হাড্ডি মাংস গলিয়ে গিয়ে এর নাম নিশানা (চিহ্ন) ও অবশিষ্ট রইল না, কেবলমাত্র একটি পানির ফোটায় পরিণত হল। হুজুর গাউছে আ'জম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু নামাজের সালাম শেষে রূই সূতা দিয়ে উক্ত পানির ফোটা তুলে দফন করে দিলেন এবং এরশাদ করলেন; সুবহানাল্লাহ্ একটি মাত্র তাজাল্লী দ্বারা তার মূল ও আছলের দিকে পরিবর্তন হয়ে গেল।

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ اِلٰى اَصْلِهٖ

অর্থাৎ: প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকে ধাবিত ও রূপান্তরিত হয়।

সম-সাময়িক মুহাক্কিক আলেমদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহ.)

মোনাজেরে আহলে সুন্নাত, মুহাদ্দেছে বেরেলভী হযরত সৈয়্যদুনা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন রহমাতুল্লাহে আলাইহে সম্পর্কে সম-সাময়িক মুহাক্কিক আলেম-ওলামার মন্তব্য। যেমন-

আল্লামা আবদুচ ছত্তার হামদানী (রহ.) বলেন, মক্কা শরীফের হাফেজ কুতুব আল্লামা সৈয়্যদ ইসমাঈল খলীল মক্কী (রহ.) এরশাদ করেছেন,

واللّٰه اقول والحق اقول انّه لوراها ابو حنيفة النعمان لاقرّت عينه ويحصل مؤلفها من جملة الاصحاب-

অর্থাৎ: আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, যদি ইমাম আ'জম আবু হানিফা নোমান ইবনে ছাবেত রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু আ'লা হযরতের ফতোয়া তথা ফতোয়ায়ে রেজভীয়া শরীফ দেখতেন, তাহলে তাঁর চক্ষু শীতল হয়ে যেত। আর এই কিতাবের লেখক অর্থাৎ ইমাম আহমদ রেজা খান (রহ.)কে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতেন। (তথ্য সূত্রে: মাকালাতে ইউমে রেজা, ৩য় খন্ড ৮ম পৃষ্ঠা)

آسمانی علم کا ایک درخشاں ستارہ

অর্থাৎ: আ'লা হযরত (রহ.) আসমানী জগতের এক উজ্জল নক্ষত্র। (তথ্য সূত্রে: মাসিক আরফাত লাহোর, এপ্রিল সংখ্যা ২৭ পৃষ্ঠা- মুহাম্মদ ছিদ্দিক আকবর।)

শা'য়েরে মাশরেক আল্লামা ইকবাল রহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন;

হিন্দুস্তানের শেষ যুগে আ'লা হযরত (রহ.) এর মত সূক্ষ্ম জ্ঞান মেধা সম্পন্ন ফকীহ সৃষ্টি হয়নি, আমি তাঁর লেখিত ফতোয়া গবেষণা করে এ ফয়সালায় উপনিত হয়েছি। আর তাঁর ফতোয়াই হচ্ছে- তিনি একজন

অদ্বিতীয় ফকীহ ও দ্বীনি জ্ঞানের সমুদ্র তথা বাহরুল উলুম হওয়ার সাক্ষী। তিনি একবার যে ফয়সালা বা ফতোয়া প্রদান করেন তার উপরই অবিচল ও অটল থাকেন। তাঁর শরয়ী ফয়সালা ও ফতোয়া হতে কোন যুক্তি-দলিলের মাধ্যমে তাঁকে হটানো কিংবা মত পরিবর্তন করতে পারত না, যা আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে- এক কথায় আ'লা হযরত (রহ.) তাঁর সম-সাময়িক যুগের জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। (তথ্য সূত্রে: মাকালাতে ইউমে রেজা, ৩য় খন্ড, মাসিক আরফাত এপ্রিল সংখ্যা-১৯৭০ইং)

মৌলভী নেজাম উদ্দীন আহমদপুরী (ওহাবী) (আল্লামা শামী এবং ফতহুল ক্বাদীর গ্রন্থের প্রণেতা তার ছাত্র) তিনি বলেন; আ'লা হযরত (রহ.)কে দ্বিতীয় ইমামে আ'জম মনে হচ্ছে। (তথ্য সূত্রে: ছিরাজুল ফোকহা, কৃত আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী, লাহোর হতে প্রকাশিত)

মৌলভী সৈয়্যদ ইউসুফ শাহ বন্নুরী দেওবন্দীর সম্মানিত পিতা সৈয়্যদ জাকারীয়া শাহ ছাহেব বন্নুরী পেশোওয়ারী বলেন,

যদি আল্লাহ তা'লা হিন্দুস্তানের জমীনে আ'লা হযরত আহমদ রেজা খাঁন বেরেলভী (রহ.)কে সৃষ্টি না করতেন, তাহলে হিন্দুস্তানের মধ্যে হানাফী মাজহাব নি:শেষ হয়ে যেত। (তথ্য সূত্রে: ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) এর ফকিহ দৃষ্টিভঙ্গি, দারুল কলম দিল্লী হতে প্রকাশিত ৩২পৃ:)

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আ'লা মওদুদী বলেন,

মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন ছাহেবের ইলম ও বুজুর্গী আমার অন্তরে গভীরতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান যুগিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ইলমে দ্বীনের উপর গভীর ও তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন এবং জ্ঞানের প্রশস্ততা রাখতেন। আর তাঁর এই মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সে সমস্ত লোকদেরও ছিল যারা তাঁর প্রতি বৈরীভাব (বিরোধীতা) রাখত। (তথ্য সূত্রে: মাকালাতে ইউমে রেজা, ২য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

গোলাম আলী নায়েবে আবুল আ'লা মওদুদী ছাহেব বলেন;

বাস্তবতা হচ্ছে যে, মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন ছাহেব সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত আমরা লোকগণ খুবই ভূল ধারণার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, তাঁর (আ'লা হযরতের) লিখিত কয়েকটি কিতাব ও ফতোয়া গবেষণার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম যে, তাঁর লিখিত কিতাবে জ্ঞানের যে গভীরতা পরিস্ফুটিত হয়েছে, যা নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক ওলামাদের মধ্যে পাওয়া যায়। আর তিনি আল্লাহ ও রাসূলের আশেক তা তাঁর প্রতিটি কর্ম-কান্ডে ও লিখনির মধ্যে ফুটে উঠেছে। (তথ্য সূত্রেঃ মাগানে হেরম, লক্ষ্মৌ হতে প্রকাশিত ১৪ পৃষ্ঠা)

ওলামাদের মুকুট আওলাদে রাসূল হযরত মুহাম্মদ মিয়া মারহারভী (যিনি খানাকায়ে বরকাতীয়া মারহারভীর সাজ্জাদানশীন) বলেন;

আমি আ'লা হযরত (রহ.)কে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, কেননা আলা হযরতের মধ্যে যে গুণাবলী ও জ্ঞানের গভীরতা বিদ্যমান রয়েছে তা ইবনে আবেদীন শামীর মধ্যে নাই। (তথ্য সূত্রেঃ ইমাম আহমদ রেজা (রহ.) এর ফকীহ দৃষ্টিভঙ্গি, লেখকঃ ডক্টর মাসউদ আহমদ, পৃষ্ঠা-৬৪)

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌভী রহমাতুল্লাহে আলাইহে (যিনি মৌলভী আবু হাসান আলী নদভী'র পিতা) বলেন;

برع فى العلم وفائق اقرانه فى كثير من الفنون لاسيما الفقه والاصول

অর্থাৎঃ আ'লা হযরতের ইলম ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীরতা বিশেষতঃ ফিকাহ ও উসূলে তাঁর সম-সাময়িকে অগ্রগামী ও সম্মানিত ছিলেন। (তথ্য সূত্রেঃ নুজহাতুল হাওয়াতের ৮ম খন্ড, মুফতী আহমদ রেজা বেরেলভী শিরোনাম)

মৌলভী সৈয়্যদ সোলাইমান নদভী বলেন;

আমি অধম জনাব মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন ছাহেব বেরেলভী এর কয়েকটি কিতাব দেখেছি, পাঠ করেছি যা খুবই সুক্ষ্ম-তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞানের সমাহার ছিল যাতে আমার লেখার ক্ষমতা শক্তি হতভম্বা ও হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে আ'লা হযরতের জ্ঞানের পরিধি কি ছিল? যার সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত শ্রবণ করে আসতেছি যে, তিনি কেবলমাত্র একজন আহলে বেদ্আতের তরজুমান তথা বিশ্লেষক এবং গুটি কয়েক দলীয় ভিত্তিক মাছআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজ তাঁর লিখিত কিতাব পাঠান্তে অবগত হলাম যে, তিনি আহলে বেদাআতের দলপতি কিংবা মূখপাত্র নন, বরং তিনি ইসলামী জগতের একজন উচ্চ স্তরের আলেম ও জ্ঞানী তথা ইসলামী জগতের স্কলার।

যেভাবে মাওলানা মরহুম আ'লা হযরতের লেখনীর প্রকাশ রীতির গভীরতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তেমনটি আমার সম্মানিত উস্তাদ জনাব মাওলানা শিবলী ছাহেব, হযরত আশরাফ আলী থানভী, হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী এবং হযরত শব্বীর আহমদ ওসমানীর লিখিত কিতাবের মধ্যেও নাই। (তথ্য সূত্রেঃ মাসিক নদ্ওয়া, আগষ্ট- ১৯১৩ইং, পৃষ্ঠা-১৭ ও আল্-কাওলুল ছদীদ, পৃষ্ঠা-২৬৩)

ইসলামীয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভাওয়ালপুর পাকিস্তানের আদব বিভাগের শাইখ ড. পীর মুহাম্মদ হাসান ছাহেব বলেন;

আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন বেরেলভীর জ্ঞান মুস্তাহাদর তথা স্মৃতিময় ছিল। তাঁর কিতাব দেখার প্রয়োজন হত না, যে কোন মাছআলার উপর তিনি কলম ধরতেন চিন্তাভাবনা ছাড়াই তা লিখে দিতেন, মনে হত যেন মাছআলার কিতাব তাঁর সম্মুখে রয়েছে। আর যদি কোন জায়গায় কেউ তাঁর সাথে কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা আক্রমণাত্বক পন্থা অবলম্বন করে, তা বিরুদ্ধাচর ণকারীদের শানে রেছালতের উপর বেয়াদবীর বহিঃপ্রকাশ। (তথ্য সূত্রেঃ পয়গামে ইউমে রেজা, লাহোর হতে প্রকাশিত, ৪২ পৃষ্ঠা)

মাখদুমে মিল্লাত সৈয়্যদ মুহাদ্দেছে আ'জম হিন্দ কচুছবী বলেন;

আমরা এবং আমাদের সাথে আরব-আজমের সমস্ত ওলামা ঐক্যমত তথা স্বীকৃত যে, শাইখ মুহাক্কেক দেহলভী বাহরুল উলূম ফরেঙ্গী মহল্লীর পর আ'লা হযরত (রহ.) এর জবান ও কলমের এই অবস্থা ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নিজ হেফাজতে নিয়েছেন এবং তার জবান ও কলমে অর্থাৎ তার কথা-বার্তা ও লেখনির মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুল-ত্রুটি হওয়া অসম্ভব করে দিয়েছেন। ذالک فضل اللّٰہ یوتیہ من یشاء (ইহা আল্লাহর নেয়ামত তিনি যাকে চান তাঁকে দান করেন) এই বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে হলে ফতোয়ায়ে রেজভীয়া গভীর ভাবে অধ্যায়ন ক রুন। (তথ্য সূত্রেঃ মুজাদ্দেদে আ'জম ইমাম আহমদ রেজা, যা আ'লা হযরতের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত, শাওয়াল সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরতের স্মরণশক্তির প্রখরতা

হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আইয়ুব আলী রেজভী রহমাতুল্লাহ আলাই হতে বর্ণিত আছে যে, একবার আ'লা হযরত ফাজেলে বেরেলভী রহমাতুল্লাহে আলাই বলেন; কিছু সংখ্যক অনবহিত হযরাত আমার নামের সাথে হাফেজও লিখে থাকত অথচ আমি উক্ত মর্যাদার অধিকারী নই অর্থাৎ আমি হাফেজে কোরআন নই। কিন্তু আমার এটি আবশ্যক যে, যদি কোন হাফেজে কোরআন পবিত্র কালামে পাক হতে এক পারা পাঠ করে শোনান আর তা পূনরায় আমার নিকট হতে শ্রবণ করে, অনুরূপ একজন হাফেজ পাওয়া গেল এবং এশার অজুর পরে এবং জমাতের পূর্ববর্তী সময়ে এর জন্য অনুশীলন আরম্ভ করে দিল, এভাবে ত্রিশ দিনের মধ্যে ত্রিশ পারা কোরআন শরীফ হেফজ করে শুনিয়ে দিলেন। আর তিনি নিজেই বলেন; الحمد للہ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) আমি কালামে পাক তারতীব সহকারে মুখস্থ করেছি আর এটি এ জন্যই করলাম যে, আল্লাহর বান্দার বলা ও লেখা যেন ভুল ও মিথ্যা না হয়।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর বান্দাদের কথা কি বলার আছে। আ'লা হযরত পরিপূর্ণ ত্রিশ পারা কোরআন হেফজ করতে সময় লেগেছিল মাত্র সাত ঘন্টা। অর্থাৎ প্রতিদিন এশারের অজুর পরে আর জামাতের পূর্বের ত্রিশ দিনের সময় যোগ করলে দেখা যায় এর সময় পরিমাণ ছিল সাত ঘন্টা।

ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহে আলাইহে বাল্যকাল তথা শিশু অবস্থায় সাত দিনের মধ্যে কোরআন শরীফ হেফজ করেছিলেন।

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহে আলাই এবং হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী রহমাতুল্লাহে আলাইহে তিন মাস সময়ের মধ্যে কোরআন মজীদ হেফজ করেছিলেন।

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী রহমাতুল্লাহে আলাইহেও অনুরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কোরআন হেফজ করেছিলেন।

ফকীহে আ'জম মুফতী নুরুল্লাহ বছির পুরী রহমাতুল্লাহে আলাইহে যিনি দারুল উলূম হানীফীয়া এর প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলেন যে, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহে আলাইহে এর হাফেজা শক্তির পর আ'লা হযরত আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহে আলাই এর হাফেজা শক্তির উদাহরণ ও তুলনা পাওয়া যায় না। স্বয়ং আ'লা হযরতের লেখিত ফতোয়ায়ে রেজভীয়া শরীফই তাঁর قوت حافظہ তথা স্মরণ শক্তির দলিল ও স্বাক্ষী।
(মুকাদ্দামায়ে ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

کٹھن ہے منزل راستہ پرخار
قدم نہیں اٹھتے چلنا دشوار
سر پر غم کا بار ہمارے کبھی تو صاحب پوچھیں گے
نام ہے عبدالقادر ان کا وہ قادر کے قادران کا

অনুবাদঃ কাংখিত অবস্থানে পৌছা কঠিন, কাঁটাযুক্ত রাস্তা পায়ে চলা খুবই দু:স্কর। নিজ মাথায় পেরেশানীর বোঝা, কোন এক সময় জিজ্ঞাসিত হলে (উত্তরে বলব) তাঁর নাম আবদুল কাদের; যিনি কাদেরই (আল্লাহরই) এবং কাদের তাঁহারই।

মহারাজা রঞ্জিত সিং এর আমলের ঘটনা

লাহোর শহরে এক হিন্দু এবং একজন বদ আক্বিদার লোক বাস করত। হিন্দু প্রতিবেশীর বিবি অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী ছিল। উক্ত বদ আক্বিদা মাজহাবের লোক তার সৌন্দর্য্যের উপর আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য বেকুল হয়ে পড়ল। একদিন হিন্দু প্রতিবেশী তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে সরাল তথা আবাসভূমিতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিল, বদ আক্বিদার লোকটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, সেও ঘোড়ার উপর আরোহণ করে পিছনে পিছনে রওয়ানা দিল। শহরের অদুরে পৌছে বদ আক্বিদার লোক ঘোড়া দৌড়ায়ে হিন্দু প্রতিবেশীর নিকটবর্তী পৌছে বলতে লাগল তোমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ আমার ঘোড়ার উপর আরোহণ কর। হিন্দু প্রতিবেশী ঘোড়ার উপর উঠতে অনীহা প্রকাশ করল, বদ আক্বিদার লোকটি বলল যদি আপনি আরোহণ না হন তাহলে আপনার বিবিকে বসিয়ে দিন। হিন্দু প্রতিবেশী তার বিবির মতামত চাইলে সে বলল আমি তার ঘোড়ায় আরোহণ করব না। সম্ভবত সে মহিলাটি উক্ত বদ আক্বিদা লোকের অসৎ কর্ম সম্পর্কে অবগত ছিল। বদ আক্বিদা লোকটি বলল আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পার আমি তোমার সাথে কোন প্রকার ধোঁকা ও কপটতা করব না। হিন্দু প্রতিবেশী পরিশেষে বাধ্য হয়ে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যে কোন প্রকার কপটতা করবে না এর উপর তোমার একজন জিম্মাদার তথা স্বাক্ষী উপস্থাপন কর। বদ আক্বীদার লোকটি বলল; এখানে জঙ্গল, লোকজন কেউ নেই, কাজেই আমি জামিনদার হিসাবে কাকে দিব। হিন্দুর স্ত্রী

বলল; আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তাকেই জিম্মাদার হিসাবে দাও যাকে মুসলমান এখানে বড় পীর ছাহেব হিসাবে বলে থাকে। বদ আক্বীদার লোকটি এ কথা মেনে নিয়ে তাঁকে জিম্মাদার হিসাবে উপস্থাপন করল, একথার উপর উক্ত মহিলাটি বদ আক্বীদার ঘোড়ার উপর আরোহণ করল। কিছু দুর যাওয়ার পর বদ আক্বিদার লোক সুযোগ ও অবস্থা বুঝে তার প্রতিবেশী হিন্দু লোকটিকে হত্যা করে ফেলল এবং সে নিজেও ঘোড়ার উপর আরোহিত হয়ে মহিলাটিকে তার কোমরের সাথে বেধে দ্রুত গতিতে রওয়ানা হয়ে পড়ল। প্রতিবেশী হিন্দু স্ত্রী এদিক সেদিক দেখতে লাগল আর কান্না-কাটি করতে রইল। তা দেখে বদ আক্বীদার লোকটি মহিলাটিকে বলল, কি ব্যাপার? তুমি এদিক সেদিক দেখে কাকে তালাশ করতেছ? মহিলাটি জবাব দিল যে, আমি বড় পীর ছাহেবকে দেখতেছি, তিনি আমার সাহার্য্যের জন্য এখনো কেন আসতেছেন না। এটি শ্রবণ করতঃ বদ আক্বিদার লোকটি হাসি, তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রোপ করে বলল যে, তিনি (বড় পীর ছাহেব) তো মারা গিয়েছে আজ প্রায় একশত বছর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তোমার সাহায্যের জন্য আসবে এটি তামাশা ছাড়া আর কি? একথা বলতে না বলতে ইত্যবসরে একজন নেকাব পরিহিত ছাওয়ারী পিছনে আসতে দেখলাম, একজন ছাওয়ারী আমাদের অতীব নিকটবর্তী এসে তলোয়ার দিয়ে একই কূপে বদ আক্বিদার লোককে দু' টুকরা করে দিল এবং তাঁর অপর সঙ্গীর কোমরে তিন চপ্পর মেরে বলল ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে চল। অর্থাৎ বদ আক্বিদার লোকটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে শাহ ছাওয়ার তার সাথী এবং মহিলাকে নিয়ে সে স্থানে ফিরিয়ে আসল যেখানে হিন্দু মজলুম লোকটি কতল অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। ছাওয়ারী সাথী হত্যাকৃত মাথা ধরের সাথে জোড়া লাগিয়ে দিল আর শাহ ছাওয়ার একটি ফুক দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিহত ব্যক্তিটি জিন্দা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এর পর অপরিচিত উক্ত

ছাওয়ারী দু'জন তৎক্ষনাত গায়েব ও অদৃশ্য হয়ে গেল। এ দু'জন স্বামী-স্ত্রী যখন আপন শহরে ফিরে আসল তখন বদ-আক্বীদার আত্মীয় স্বজন তার (বদ আক্বীদার) ঘোড়া দেখে হত্যার অপরাধ তাদের উপর ছাপিয়ে দিল এবং তাদের উভয়কে গ্রেফতার করা হল।

عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

মহারাজা রঞ্জিত সিং এর আদালতে তাদেরকে উপস্থিত করা হলে, তিনি বিবাদীর নিকট জিজ্ঞাসা করল উক্ত ঘটনার অন্য কোন স্বাক্ষী আছে কি না, মহিলা বলল; ঐখানে অন্য কোন ব্যক্তি ছিল না। তবে নেকাব পরিহিতের সহচর যে ব্যক্তি ছিল তিনি গোল মোহাম্মদ শাহ মাজ্জুবের আকৃতি বিশেষ ছিল অর্থাৎ তাকে গোল মোহাম্মদের ন্যায় মনে হয়েছিল।

মহারাজা রঞ্জিত সিং গোল মোহাম্মদ শাহ মাজজুবকে তালাশ করে তার নিকট আনলেন এবং উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল তিনি কিছু জানেন কি না। মাজজুব ছাহেব তৎক্ষাণাৎ তার পিঠের কাপড় খুলে এই তিনটি থাপ্পড় ও চপেটাঘাতের চিহ্ন দেখালেন এবং উক্ত ঘটনার সত্যায়ন করে।

মহারাজা রঞ্জিত সিং উক্ত মহিলার স্বামীকে বেকসুর মুক্ত করে দেয় এবং বহুমূল্যবান বস্তু পুরস্কার হিসাবে দান করে। আল্লাহ্ আকবর, শানে গাউছিয়াত এবং দ্বীনে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সত্যায়ন, সর্বোপরি গাউছে পাকের রূহানী ক্ষমতার কি বা তুলনা হতে পারে? ছোট বড় প্রত্যেকের জন্য।

মুসলিম নাম দিয়ে অমুসলিমদের সাথে খারাপ আচরণ করা এবং যাদ্বারা মুসলমানদের বদনামী হয় এবং সরকারে গাউছে পাকের সাথে বদ আক্বীদা পোষণ করা যে, তিনি অনেক অনেক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে মর্মে এ ধরণের বেআদবী করা এবং গাউছে পাকের সাহায্য পৌছা এমন সত্য কথা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করা, সরকারে গাউছে

পাকের রূহানী ক্ষমতাকে অস্বীকার করা ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে হযরত সৈয়্যদুনা ইমামুল আউলিয়া শাহ ছাওয়ারে লা-মাকানী মাহবুবে ছমদানী গাউছে রব্বানী কুতুবে সোবহানী সৈয়্যদুনা শাইখ সৈয়্যদ মীর মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু উক্ত শহরের তখনকার সময়ে যিনি আবদাল পদে অধিষ্টিত তাকে সাথে নিয়ে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটে যাওয়া স্থানে তাশরীফ নিলেন এবং উক্ত আবদালকে তিন থাপ্পড় মারেন, যাতে করে এটির প্রমাণ মিলে এবং উক্ত বদ আক্বীদার শাস্তিও এই শহরের আবদাল দ্বারা করালেন, পরবর্তীতে সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকেরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। আল্লাহু আকবর!

গাউছে পাক (রহ.)'র শান মর্যাদা ও বিজিতের বর্ণনা

হুজুর গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এরশাদ করেন;

اَنَا الْبَازِیُ اَشْهَبُ كُلَّ شَيْخٍ

وَمَنْ ذَا فِی الرِّجَالِ اُعْطِی مِثَالِ

উচ্চারণঃ আনাল বা-যিইইয়ু আশহাবু কুল্লা শায়খিন

ওয়া মান যা-ফিররিজা-লি উ'তিমিসা-লী।

অর্থাৎঃ যেমনি ভাবে বাজে আশহাব তথা সাদা-কালো মিশ্রিত রং বিশিষ্ট পাখি সমস্ত পাখিদের উপর গালেব ও বিজিত থাকে ঠিক অনুরূপ সমস্ত মাশায়েখদের মধ্যে আমি বিজিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তোমরা বল আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন বান্দা ও লোক আছে যাকে আমার মত মর্তবা দান করা হয়েছে।

كَسَانِىْ خِلْعَةً بِطَرَازِ عَزْمٍ

وَتَوَّجَنِىْ بِتِيْجَانِى الْكَمَالِ

উচ্চারণঃ কাসা-নী খিলয়াতাম বিতারা-যি আয্‌মিন

ওয়া তাওয়াজানী বিতীজা-নিলকামা-লি।

অর্থাৎঃ মহান আল্লাহ তা'লা আমাকে সে আধ্যাত্মিক তথা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সে শাহী পোশাক পরিধান করায়েছেন যাতে ছিল সুদৃঢ় ও মজবুত কারুকার্য এবং সমস্ত পরিপূর্ণতার মুকুট আমার মাথায় পরিধান করান।

نَبِىٌّ هَاشِمِىٌ مَكِّىٌ حِجَازِىٌ

هُوَ جَدِّىْ بِهٖ نِلْتُ الْمَوَالِ

উচ্চারণঃ নবীয়্যুন হাশেমী মাক্কী হেজাজী

হুয়া জাদ্দী বেহী নিলতুল মাওয়ালী।

অর্থাৎঃ নবীয়ে মোকাররম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি মক্কা তথা আরবের হাশেমী বংশদ্ভুত, আমার নানাজান, তাঁর উসিলায় আমি বুজুর্গী ও উচ্চ মর্তবা প্রাপ্ত হয়েছি।

اے غبار خاک کویت سرمہ چشم فلک

بتو محتاج خلق ہر دو عالم ملک بیک

اے غبار کوئے طیبہ سرمہ چشم آسماں

سب تیرے محتاج ہیں اے سید کون و مکان

অর্থঃ হে মদিনা তাইয়্যেবার অলি-গলির ধুলাকণা! (তুমি) আকাশের নয়নের সুরমা; হে সৃষ্টিকুলের প্রতিনিধি সকলই তোমারই মুখাপেক্ষী।

হযরত সৈয়্যদুনা গাউছে আ'যম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এরশাদ করেন;

وَاَجْلَسَنِىْ فِىْ قَابَ قَوْسَيْنِ سَيِّدِىْ

عَلٰى مِنْبَرِ التَّخْصِيْصِ فِىْ حُسْنِ مَقْعَدِ

অর্থাৎঃ আমার আক্বা-মুনিব আমাকে ক্বা'বা কাউছাইনে বিশেষ নির্দিষ্ট মিম্বরের উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ বৈঠকখানায় আমাকে বসিয়েছেন।

হযরত গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু আরো বলেন;

اَنَا كُنْتُ فِى الْعُلْيَاءِ بِنُوْرِ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎঃ আমি উচ্চ স্থানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নূরানী সত্ত্বার সাথে ছিলাম।

فَيَامَا دِحِىْ قُلْ مَاتَشَاءُ وَلَاتَخَفْ

لَكَ الْاَمْنُ فِى الدُّنْيَا لَكَ الْاَمْنُ فِىْ غَدِ

অর্থাৎঃ হে আমার জীবনী বর্ণনাকারীগণ! তোমাদের যেমন ইচ্ছা বর্ণনা কর, কোন প্রকার ভয়-ভীতি ও পরোয়া করো না, দুনিয়ার মধ্যেও আমান ও নাজাত আর পরকালেও নিরাপদ ও নাজাত।

وَوَلَّانِىْ عَلَى الْاَقْطَابِ جَمْعًا

فَحُكْمِىْ نَافِذٌ فِىْ كُلِّ حَالٍ

عَلَى الْاَوْلِيَاءِ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ وَبُرْهَانِىْ

فَهَا مُوَابِهٖ مِنْ سِرِّىْ وَاَعْلَانِىْ

উচ্চারণঃ ওয়া ওয়াল্লা-নী আলাল আক্বতা-বি জাম্য়ান

ফাহুকমী না-ফিযুন ফী কুল্লি হা-লী।

আ'লাল আউলিয়ায়ে আল্-কায়তু ছির্‌রি ওয়া বুরহানী

ফাহামু বিহী মিন ছির্‌রি ওয়া আ'লানী।

অর্থঃ আল্লাহ জাল্লা মাজদাহু আমাকে সকল আকতাবদের উপর নেতৃত্ব দানকারী বানিয়েছেন। সুতরাং আমার হুকুম ও আজ্ঞা সর্বাবস্থায় কার্যকর ও বিরাজমান।

আমি সমস্ত আউলিয়াদের অন্তরে আমার গোপন রহস্যপূর্ণ রাজ ও দলিলাদি ঢেলে দিয়েছি, অতএব প্রত্যেকই আমার গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও অবগত এবং আমার দলিল তথা আমার জাত সম্পর্কেও জানেন।

خَرَقْتُ جَمِيْعَ الحجُبِ حِيْنَ وَصَلْتُ فِىْ

مَكَانٍ بِهٖ قَدْ كَانَ جَدِّىْ لَهٗ دَانِىْ

আমি সমস্ত প্রতিবন্ধকতার জালকে ছিড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে এমন একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌছলাম, যেখানে আমার নানাজান মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপস্থিত এমনকি আমার নানাজানের খুবই নিকটে পৌছে গেলাম।

মানবের পরিচয় হচ্ছে; সে ওয়াপাদার, আত্মোৎসর্গকারী এবং কর্মঠ হবে, রুটি এবং মূখে বলাতে নয়। কথা ও পেট দ্বারা নয়।

প্রকৃত কাদেরীর পরিচয়

পরিপূর্ণ তথা কামেল কাদেরী হচ্ছে; যার দৃষ্টিতে জ্ঞানী-মূর্খ, ভাগ্যবান ও হতভাগা প্রত্যেকই এক বরাবর। কেননা তিনি সর্বদা আল্লাহর স্মরণে নিমজ্জিত আর বাতেনী ভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নৈকট্য অর্জিত হওয়া, তাঁর শরীর অন্তর তথা ক্বলবের স্থলাভিষিক্ত। কাদেরীগণের নিকট শয়তান গুপ্তচর সেজে এসে প্রকৃত কাদেরী অন্বেষণ কারীদেরকে বিপদগামী করতে চাইবে। তবে কাদেরী প্রকৃত পক্ষে কাদেরী হওয়ার কারণে বিজয় লাভ করবে, শয়তান তাকে গোমরাহ ও বিপদগামী করতে পারবে না। আর কাদেরীয়া তরিকার মুরিদ অন্য কোন তরিকার দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তখন সে মরদুদ ও অভিশপ্ত হয়ে যাবে, কেয়ামত পর্যন্ত তার অন্তর মৃত হয়ে যাবে।

حسنات الابرار سيئات المقربين অর্থাৎ ধর্মভিরু ও পরহেজগারের নেক ও ভাল কাজ, আল্লাহর নৈকট্যবান ব্যক্তিদের জন্য খারাপ ও দোষণীয়।

কামেল কাদেরী যখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মজলিসে পৌছে তখন তালেব তথা অন্বেষণকারীরউপর খোলাফায়ে রাশেদীনের তাওয়াজ্জুহ ও শুভ দৃষ্টির প্রভাব পড়ে থাকে। হযরত ছিদ্দিকে আকবর রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর দৃষ্টি তালেব তথা অন্বেষণকারীর মধ্যে এসে সত্যবাদীতার প্রভাব তার মধ্যে জাগরিত হয় আর মিথ্যা ও নেফাক তার থেকে দূরীভূত হয়ে যায়।

হযরত ওমর ফারুক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর শুভ দৃষ্টি ও মেহেরবাণী দ্বারা তার মধ্যে ন্যায় বিচার ও আদালতের শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যাবতীয় অন্যায় ও ব্যাভিচারের আলামত তার থেকে দূরীভূত হয়ে যায়।

হযরত ওসমান গণি রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর শুভ দৃষ্টি তার উপর

পতিত হয়ে তার মধ্যে লজ্জা ও শিষ্টাচার সৃষ্টি হয় আর বেহায়া ও বেআদবী (অভদ্রতা) দূরীভূত হয়ে যায়।

আর হযরত মাওলা আলী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর শুভ দৃষ্টি তার উপর পতিত হওয়ার কারণে জ্ঞান ও হেদায়ত এবং মেধা শক্তি সৃষ্টি হয়। আর অজ্ঞ ও দুনিয়ার প্রতি মায়া-মমতা তার নিকট হতে দূরীভূত হয়ে যায়। অত:পর সরকারে কাওন ও মাকান মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্রময় মজলিস তার নসীব হয়। যা পরিপূর্ণ ও কামেল কাদেরীদের নসীব হয়ে থাকে। ভন্ড ও তথা কথিত কাদেরীদের কোন অবস্থাতেই হবে না। ইহাই হচ্ছে কাদেরী ও গাইরে কাদেরীদের মধ্যেকার পার্থক্য।

শাইখ রুমী মজকী রহমাতুল্লাহে আলাইহে "নুফুসের" মধ্যে বলেন; হুজুর ছরকারে গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এরশাদ করেছেন; যদি আমার মুরিদ নেককার না হয় তার জন্য আমিই যথেষ্ট। আমার মুরিদ আমার নিকট হতে যত দূরত্বে অবস্থান করুক না কেন, আমার হাত তার মাথার উপর থাকবে, অতএব যে কেউ আমার মুরিদ হওয়ার ইচ্ছা করলে তাকে আমি একান্ত মুরিদ বানিয়ে নেব। আমি মুনকার-নকিরের নিকট হতে এই ওয়াদা নিয়েছি যে, আমার মুরিদদের কবরে আজাব ও শাস্তি না দেয়ার। (তাফরীহুল খাতের ইত্যাদি)

গাউছে পাক রাদ্বিআল্লাহু আনহু পবিত্র রমজান মাসে দুধ পান না করা

হযরত গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর আম্মা জানের নাম উম্মুল খায়ের ফাতেমা, তিনি বলেন যে, আমার ছেলে আবদুল কাদের যখন ভূমিষ্ট হন, তখন পবিত্র রমজান মাস ছিল। দিনের বেলায় তিনি দুধ পান করেননি।

ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, গাউছে পাকের জন্মের বছর শা'বান মাসের উনত্রিশ তারিখে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ উদিত হয়েছিল, অর্থাৎ يوم الشک তথা সন্দেহযুক্ত দিনে উনত্রিশে শা'বান নতুন চাঁদ কারো

দৃষ্টিগোচর হয়নি, তখন বর্ষা মৌসুমের কারণে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বাদল থাকাতে লোকগণ নতুন চাঁদ দেখেনি, তখন সকালে লোকগণ আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনার ছাহেবজাদা দুধ পান করেছে কিনা? আমি তাদেরকে বলে পাঠালাম আমার ছেলে দুধ পান করেননি। যার মাধ্যমে তারা জানতে পারল যে, আজ পবিত্র রমজানের দিন। সমস্ত জিলান শহরে এই ঘটনাটি জানা জানি ও মশহুর হয়ে গেল যে, জিলান শহরে সম্ভ্রান্ত ও শরীফ বংশের একজন ছেলে জন্মলাভ করেছে যে রমজান মাসে দিনের বেলায় দুধ পান করছে না। সুবহানাল্লাহ দ্বীনে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উচ্চ শান-মর্যাদার উপর গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) দুনিয়াতে তাশরীফ এনে শরীয়তে মোস্তফা আলাইহিস্‌সালামের দৃঢ়তা, সত্যায়ন, হেফাজত ও পাহারাদার রক্ষক হিসাবে দুনিয়াবাসীরা যার জ্ঞান ছিল না যে, চাঁদ উদিত হয়েছে কিনা তারা সন্দিহান ছিল। তখন গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) তাদের এহেন সন্দেহ দূরীভূত করে চাঁদ উদয়ের কথা প্রমাণ ও সাবিত করে দিলেন। অথচ তিনি এই মাত্র ভূমিষ্ট হয়েছেন। আর শরীয়তের অনুকরণ ও অনুসরণ ও মুকাল্লিপ বিশ্‌শরা দুরের কথা। অর্থাৎ তাঁর উপর শরীয়তের হুকুম পালনের সে বয়স এখনো হয়নি।

বাস্তবিক পক্ষে গাউছ তিনি হয়ে থাকেন, যিনি লোকদের জন্য শরীয়তে মোস্তফবীয়া যে সত্য ও বরহক তার প্রত্যয়নকারী হবে এবং এটি মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। গলাবাজি ও জোর-জবরদস্তীর মাধ্যমে এবং বিজ্ঞাপন কিংবা পাবলিসিটির মাধ্যমে হয় না। গাউছের নিকট হতে নিয়ম বহির্ভূত এমন কতগুলো অলৌকিকত্বের বিকাশ হবে যা আজমতে শরীয়তে মোস্তফা আলাইহিস্‌সালামের দলীল হবে, এর মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহপোষণ কিংবা মন্তব্যের অবকাশ থাকতে পারে না, কেননা এই মর্যাদাবান স্তর ও পদটি স্বয়ং আল্লাহ তা'লা দান করে থাকেন।

গাউছের ব্যাপকতা কতদূর হওয়া আবশ্যক

গাউছের ব্যাপকতা ও পরিচিতি জ্বীন ও মানবজাতির মধ্যে বিস্তৃত হওয়া, আর আরব, আজমের বাসিন্দাগণের নিকটতার গাউছিয়াতের স্তর ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা থাকা আর প্রত্যেক ভাষাভাষির লোকেরা স্ব-স্ব ভাষায় গাউছে পাকের আলোচনা করা এবং প্রত্যেকের অন্তরে গাউছে পাকের ভক্তি-মুহাব্বত আল্লাহর পক্ষ হতে হওয়া। প্রত্যেক স্থানে পক্ষ-বিপক্ষের সবাই তাঁর তা'রিফ ও প্রশংসা নিজ নিজ যোগ্যতা ও স্তর হিসাবে বর্ণনা করা এবং উলূমে জাহেরী তথা বাহ্যিক জ্ঞান যেমন, কোরআন, হাদীসের জ্ঞানের পাশাপাশি ফিকাহ্-ফতোয়া ও শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে শরীয়তের অনুসারী হওয়া। আর হাদীসে নববী এবং জাহেরী-বাতেনী প্রতিটি ক্ষেত্রে পারদর্শী হওয়া, আর তাঁর মাধ্যমে সর্ব সাধারণ উপকৃত হওয়া, ইহকাল-পরকালে শান্তি ও নাজাত প্রাপ্ত হওয়া। ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে অদ্বিতীয় মর্যাদাবান হওয়া এবং খুলুছ তথা একাগ্রাচিত্ত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও প্রিয়ভাজনতা অর্জন করা, আর অহংকার ও আত্মগৌরব এবং আমিত্ব হতে দূরে থাকা, তাছাড়া লোকদেরকে গোমরাহী ও বিপদগামী এবং পথ ভ্রষ্টতা হতে নিরাপদে রাখা, হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিতনা-ফাসাদ মুক্ত হওয়া, এই সমস্ত কিছুই গাউছের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন।

গোপনীয় অবস্থা তাঁর নিকট হতে বিকাশ হওয়া

হযরত খতীব আবুল হাজর হামেদ হার্‌রানী বর্ণনা করেন যে, আমি একদা হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী আলাইহির রাহমাহর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আপন জায়নামাজ বিছায়ে তাঁর নিকটে বসে পড়লাম, তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন; তুমি আমীর ও বাদশাহের রাজ দরবারে বসবে। যখন আমি হারবান ফিরে আসলাম তখন সুলতান নুরুদ্দীন শহীদ আমাকে তার নিকটে রাখার জন্য জোর করলেন এবং আমাকে তার বন্ধু ও সহচর বানিয়ে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের ব্যবস্থাপক করে দিলেন। বর্তমান যুগের গাউছদের অবস্থা এর উল্টা ও বিপরীত।

যদি বলে তুমি জিন্দা হও, পক্ষান্তরে দেখা যায় সে মরে যায়। আর যদি বলে তুমি আমলযোগ্য আলেম হবে, পক্ষান্তরে হয়ে যায় অজ্ঞ ও জালেম। আর যদি বলে এই দেশ ও রাষ্ট্র তোমাদের অধীনে এসে যাবে পক্ষান্তরে হয়ে গেছে এর বিপরীত ও উল্টা। ইলহাম (ঐশী বাণী) ইল্‌কা ও কাশ্‌ফ তথা অলী-আল্লাহদের মনে অজানা বিষয় প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি রূহানী ব্যাপার। যা দুনিয়াবী প্রতিবন্ধকতা ও অভিশপ্ত দুনিয়াবাজদের বেড়াজালের ফাঁদে পড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে- এ জন্যই প্রত্যেকেই সন্দেহের বশিভূত হয়ে পড়ছে। আর শর্তের জন্য মাশরুত বর্ণনা করছে, মূর্খ ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে।

বর্তমানে রূহানিয়াত ও বেলায়তের অবস্থা

ভাইগণ! বর্তমান যুগে কেবলমাত্র চল-চাতুরে ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে বেলায়ত গাউছিয়াত লোকেরা বানিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ পাক এহেন নাজুক ও ফিৎনার সময়ের মধ্যে আমাদেরকে হেদায়ত ও হেফাজত করুন। বেলায়ত এটি একটি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত, আল্লাহ কাকে এই গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত দান করবেন তা একমাত্র আল্লাহরই মর্জি ও ইচ্ছা।

আজকাল ইসলামের নাম এবং ইসলামী হুকুমের দোহাই দিয়ে এবং ইসলামের উপর লোকগণ না'রা তথা উচ্চ ধ্বনি দিচ্ছে যার বদৌলতে পীর-ফকীরগণের রূহানিয়াতকে চাঙ্গা করে চলেছে। ইসলামের লেবাস পরিধান দল ও জামাত দেশকে আয়ত্ব করা, বাদশাহী ও ক্ষমতা লাভ এবং ধন-দৌলত অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার ও মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। আর রূহানীয়াত দাবীদার লোকেরা টাকা-পয়সা ও সম্পদ কামানোর জন্য বিশেষ বাহানা বানিয়েছে।

মুসলমানগণ! রূহানীয়াত এটি একটি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত, একমাত্র মহান আল্লাহই জ্ঞাত এই মনছব তথা পদ মর্যাদার অধিকারী কে? প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মুহাব্বতের জন্য তা করতেছে না, বরং বাদশাহী অর্জনের জন্য মূখে ইসলামের মুহাব্বত দাবী করছে, যা মানুষগণ জ্ঞাত নয়, রুহানীর অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত।

ভাইগণ! বর্তমান সময়টি হচ্ছে ফিৎনা-ফাসাদের যুগ, আল্লাহপাক যাকে হেফাজত করেন, সেই হেফাজত প্রাপ্ত। ভন্ড ও ধোঁকাবাজ লোকেরা তাদের ভন্ডামী ও ফেরকাবাজীর জাল বিস্তার করে সাধারণ সরল-মনা মানুষদের ধোঁকার ফাঁন্দে আটকিয়ে কতদূর নিয়ে যাচ্ছে এবং কোথায় নিক্ষেপ করছে তা আল্লাহই জ্ঞাত।

বর্তমানে লোক জমায়েত করাই বুজুর্গীর অন্যতম মাফকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে

বর্তমান যুগে বুজুর্গদের মধ্যে বড় বুজুর্গ হওয়ার ও বড় বুজুর্গ প্রমাণিত করার অন্যতম মাফকাঠি হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ লোক জমায়েত ও সর্বদা লোকের সমাগম যে করতে পারবে সেই বড় বুজুর্গ। প্রচুর পরিমাণ লোক সমাগমের প্রতিযোগীতা দিয়ে চলেছে এবং যে পীর অপর পীর হতে বড় বড় ও সুউচ্চ গেইট করতে পারবে তাকে সবচেয়ে বড় বুজুর্গ মানা যাবে, এবং যে বুজুর্গের মাজার অপর বুজুর্গের মাজার হতে খুবই সৌন্দর্যমন্ডিত ও বিভিন্ন কারু-কার্য দ্বারা সজ্জিত এবং সু-উচ্চ মিনারা ও গুম্বুজ বিশিষ্ট হবে তাকে সব চেয়ে বড় বুজুর্গ মানা যাবে। এভাবে আরো অনেক কিছু গোচরীভূত হচ্ছে। অথচ রূহানীয়াত ও বেলায়েত এটি একটি খোদায়ী দানকৃত নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ হতে এর উন্নতি ও অবনতি হয়ে থাকে। সত্যিকারের বুজুর্গ সর্ব অবস্থায় ধৈর্য্য ও সবরের মাধ্যমে কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, অধর্য্য ও অস্থীরতা তার মধ্যে থাকবে না। আর নৈরাশ ও আশাহীনও হবে না প্রকৃত কাদেরীদের শান হচ্ছে আলাদা ও অভিন্ন। লোকগণ কি বলবে বা কি ধারনা করবে এ সমস্ত কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। কেননা সেই গাউছে ছমদানী (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) এর ছিলছিলার অন্বেষণকারী। যারা প্রকৃত পক্ষে গাউছে পাকের কাদেরীয়া তরিকার অনুসারী তাদের শান-মর্যাদা ভিন্নতর। লোক দেখানো ও দুনিয়াবী শান-শওকত তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না।

হযরত গাউছুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানীর কয়েকটি কারামত

কারামত:- ০১

রান্না করা মুরগী জীবিত করা

এক বৃদ্ধা ও তার ছেলেকে হুজুর গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু খুবই স্নেহ ও মুহাব্বত করতেন। অধিকাংশ সময় তারা গাউছে পাকের খেদমতে উপস্থিত হতেন। একদিন ছেলেটির মা বৃদ্ধা মহিলা হুজুর গাউছে আ'যম (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) এর খেদমতে আরজ করলেন যে, হুজুর এই ছেলেটিকে মান্নত হিসাবে আপনার খেদমতে রেখে যাচ্ছি, আপনি তাকে জাহেরী বাতেনী উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবেন। হুজুর গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) তাকে ইবাদত-বন্দেগী ও বাতেনী শিক্ষায় নিয়োজিত করলেন। আর মাঝে মধ্যে সে বৃদ্ধা মহিলাটি তার ছেলেকে দেখার জন্য আসত। একদিন হঠাৎ সে বৃদ্ধা মহিলা এসে দেখল যে, ছেলেটি চনা চিবিয়ে খাচ্ছে এবং খুবই দূর্বল জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তা দেখে হুজুর গাউছে পাকের দরবারে গিয়ে দেখল যে, হুজুর গাউছে আ'যম (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) মুরগীর মাংস খাচ্ছেন। তখন বৃদ্ধা মহিলাটি বলল হুজুর! আপনি মুরগীর মাংস খাচ্ছেন আর আমার ছেলেকে শুকনা চনা খাওয়াচ্ছেন। হযরত গাউছে পাক তা শ্রবণ করত: মুগরীর হাঁড় গুলোর উপর হাত রেখে এরশাদ করলেন;

قُوْمِىْ بِاِذْنِ اللّٰهِ الَّذِىْ يُحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ

অর্থাৎ উঠে দাঁড়াও আল্লাহ তা'লার হুকুমে যিনি পচনযুক্ত ও ধ্বংসশীল

হাঁড়কে জীবন দান করেন। তা বলার সাথে সাথেই মুরগী যিন্দা হয়ে আওয়ায করতে লাগল। হুজুর গাউছে পাক সে বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন; তোমার বেটা যখন এ রকম হবে তখন সে যা ইচ্ছা তা খেতে পারবে।

চিন্তা করুন গাউছে আ'যম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর কারামতের উপর। মুরগীর মূল অবস্থা কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। যেমন প্রথমে মুরগীটি জবেহ করা হয়েছে, যার রক্ত জমিন গ্রাস করে নিয়েছে, এরপর সেটির চামড়া এমন ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যা কুকুর কিংবা অন্যান্য জন্তু খেয়ে ফেলেছে কিংবা নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, অত:পর এটির অতিরিক্ত হাঁড়গুলোও তেমনিভাবে কুকুরের খাবার হয়েছে, আর অপ্রয়োজনীয় মাংস ফেলে দেয়া হয়েছে, যা পশু-পাখি ইত্যাদি নিয়ে গেছে। অত:পর মাংস ও হাঁড়গুলো টুকরা টুকরা করে পানি, ঘি, লবণ, মরিচ সহ বিভিন্ন মসল্লার মধ্যে সংমিশ্রণ করে জ্বালিয়ে সুরবা ও মাংসের আকারে পরিণত করা হয়েছে। এর থেকে কিছু হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে আ'জম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু আহার ফরমালেন। অত:পর বৃদ্ধা মহিলা কেবলমাত্র একটি শব্দ বলার কারণে গাউছে পাক (রা:) কোন প্রকার বিলম্ব না করে তৎক্ষনাৎ মুরগীটিকে قُوْمِىْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (তুমি আল্লাহর হুকুমে জীবিত হও) বলার সাথে সাথে যিন্দা করে দিলেন।

গাউছে পাকের কারামতের অস্বীকার কারীরা কোথায়, এ সমস্ত বর্ণনাকৃত কারামত সমূহের মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি ও প্রশ্ন উপস্থাপন করার। শুনুন! এ সমস্ত আল্লাহর অলীদের কারামত তথা অলৌকিকত্বের অস্বীকার করা স্বয়ং আল্লাহর কুদরতের অস্বীকারের শামিল।

কারামত:-২

গাউছে পাকের মাহফিলে একটি চিলের মৃত্যুর পর জীবনদান

হুজুর সৈয়্যদুনা সরকারে গাউছে আ'যম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু কোন এক মজলিশে ওয়াজ করতেছেন, তখন একদিক হতে একটি চিল মজলিশের উপরিভাগ হয়ে আকাশে উড়াল দিয়ে চলে গেল, উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলিদের দৃষ্টি ও মনোযোগ সে দিকে চলে গেল। হুজুর গাউছে আ'যম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু বাতাসকে হুকুম দিলেন যে, তার মাথা ছিন্ন করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতাদের সম্মুখে সে চিলটি পড়ে গেল। দেখা গেল চিলটির মাথা একদিকে আর শরীর একদিকে মাটিতে পড়ে রইল। হুজুর গাউছে পাক ওয়াজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর চিলটি এক হাতে নিয়ে অপর হাতটি চিলটির মাথার উপর বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন;

بسم الله الرحمن الرحيم، قومى باذن الله

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, কুমী বে-ইজ্‌নিল্লাহে

অর্থাৎ: আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও। এটি বলার সাথে সাথে তাঁর সামনেই চিলটি জিন্দা হয়ে আকাশে উড়াল দিল আর উপস্থিত সকলই তা অবলোকন করল।

কারামত:-৩

বার বছর পর বর-কনে ও বৈরাতসহ সাগরে ডুবে যাওয়া পানসী পূন: উত্তোলন

সুলতানুল আজকার ফী মানাক্বেবে গাউছুল আবরার যা ১৩৩০ হিজরীতে প্রকাশিত। উক্ত কিতাবে হযরত শাইখ শাহাবুদ্দীন ছরওয়ার্দী রহমাতুল্লাহে আলাই রচিত "খোলাছাতুল কাদেরী" নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি

দিয়ে বলেছেন- একদা হযরত গাউছে আ'যম (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) ভ্রমণ করতে করতে এক নদীর কিনারায় এসে পৌছলেন। অদূরে দেখা গেল গ্রামের মহিলারা পানির জন্য এবং প্রয়োজনীয় ধোয়া মোছার জন্য নদীর ঘাটে সমবেত হয়েছে। তাদের কেহ কলসীতে পানি ভর্তি করে বাড়ীর দিকে চলেছে। ইহারই মধ্যে একজন দূর্বল মহিলা তার কলসীটি পানি ভর্তি করে নদীর কিনারায় রেখে চাদর মুখে দিয়ে করুণ ভাবে কান্নাকাটি ও আহাজারী করছে। তার ক্রন্দনের আওয়াজ যখন হুজুর গাউছে পাকের কর্ণগোচর হল, তখন মহিলাটির ক্রন্দনের কারণ কি তা তাঁর খাদেমের নিকট জিজ্ঞাসা করল। এক ব্যক্তি মহিলার কান্নার কারণ জানত। সে হুজুর গাউছে পাক (রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু) এর খেদমতে আরজ করল যে, হুজুর এই বৃদ্ধা মহিলার একটি মাত্র ছেলে ছিল, তার বিবাহ উপলক্ষে ঝাক-ঝমকপূর্ণ পরিবেশে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বৈরাত তথা বর যাত্রী নিয়ে কনের বাড়ীতে গেল। আক্বদ ও শুভ-বিবাহ সু-সম্পন্ন করে পানসীখানা সমস্ত বরযাত্রীরা বধু লইয়া বরের পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। পথিমধ্যে নদী অতিক্রম করার জন্য একখানা পানসীর (নৌকা) উপর বর-কনে ও বর যাত্রীসহ সকলে আরোহণ করল, এমনি সময়ে ভীষণ বেগে প্রচন্ড তুফান এসে যাত্রী ও মাঝি-মাল্লাহ সহ উল্টাইয়া ফেলিল। আল্লাহর হুকুমে মুহূর্তের মধ্যে বর যাত্রী ও মাঝিগণসহ পানসীখানা (নৌকা) নদীতে তলাইয়া গেল। বর্তমান এটি বার বৎসর অতিক্রম করে চলছে। অর্থাৎ এই ঘটনাটি বার বৎসর পূর্বের ঘটনা। কিন্তু এই বৃদ্ধা মহিলার অন্তর তার একমাত্র পুত্র ও বধুর শোকে অস্থির ও বেক্বারার। রমণীর এই মর্মান্তিক শোকের কাহিনী শ্রবণ করে বড়পীর গাউছে ছমদানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এরশাদ করলেন, বৃদ্ধাকে আমার নিকট নিয়ে আস, বৃদ্ধাকে উপস্থিত করা হল, তখন গাউছে পাক বললেন; হে বৃদ্ধা তোমার করুণ ও মর্মান্তিক শোকের কাহিনী শুনে আমার অন্তরে প্রভাব ফেলেছে।

গাউছে পাক বললেন; বৃদ্ধা! আমি তোমার নিকট অঙ্গিকার করছি তোমার ছেলে ও বধুসহ সমস্ত বর যাত্রী আল্লাহর নিকট হতে ফিরিয়ে আনব। এই অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে তিনি মাথা সিজদার মধ্যে রেখে বারগাহে এলাহীতে আরজ করলেন যে, এই বৃদ্ধার ছেলে ও পুত্র বধুসহ সমস্ত বর যাত্রীকে পুন:জীবন দান করে তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। এই ভাবে আল্লাহর দরবারে তিনবার আর্জি পেশ করার পর শেষ পর্যন্ত খালেক ও মালেক আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দার প্রার্থনা কবুল না করে পারলেন না, হঠাৎ দরিয়ার মধ্যে ভীষণ ঢেউ আসল এবং এই ঢেউয়ের সাথে জলমগ্ন অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী বর যাত্রী ও বর-কনেসহ জাহাজের সমস্ত মাঝি মাল্লা ও বর যাত্রীদের সমস্ত সামানাসহ ইত্যাদি ছহি সালামতে বের হয়ে আসল। এটি দেখে বৃদ্ধা খুশিতে আত্মহারা হয়ে গাউছে পাকের কদমে ঝুকে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তারা সবাই শহর অভিমূখে রওয়ানা দিলেন এবং শহর বাসীদের মধ্যে এই কারামতের কথা জানাজানি হয়ে গেল। এটি দেখে অসংখ্য মূর্তি পূজারী হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল।

কারামত তথা অলৌকিকত্বকে বাস্তবিক পক্ষে কারামত হিসাবে গ্রহণ করে এর উপর বিশ্বাস করতে হবে। তবে কিছু সংখ্যক কারামত অস্বীকারকারীরা তাদের ক্বলব তথা অন্তরের ব্যাধীর কারণে সর্বদা আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামতের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন ও সমালোচনা করেই চলছে।

বর্ণনাকৃত কারামত দলীলাদির আলোকে ছহিহ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত

হযরত মাওলানা বরখোদ্‌দার মুলতানী যিনি অনেক উপকারময় কিতাবের লিখক হওয়া ছাড়াও নিব্‌রাজ শরহে আক্বায়েদের মত সু-প্রসিদ্ধ কিতাবের ব্যাখ্যাকারও তিনি। তাঁর লিখিত কিতাব "গাউছে আ'যম" এর ২৭৭ পৃষ্ঠা যা ১৩৩৩ হিজরীতে প্রকাশিত। এতে বলেন;

এক যুগ পর বর যাত্রীদেরকে যিন্দা করার ঘটনা ছোট-বড় সকলের মুখে এবং যা খুবই প্রসিদ্ধ ও মশহুর ঘটনা। এটি মশহুর হওয়াই হচ্ছে সত্যের দলিল। তিনি আরো বলেন; কিছু সংখ্যক মৃত অন্তরের লোক কারামতের উপর বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনা ও আপত্তি উপস্থাপন করে যে, দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবে থাকার পর বর যাত্রীদেরকে হুবহু যিন্দা করে বের করা এটি জ্ঞান ও আকলের বাইরে। তারা হাশর-নশরের পূর্বে এটিকে মেনে নিতে পারছে না। সে সমস্ত লোকেরা এটি জানে না যে, এ সমস্ত অলৌকিক কার্যাদির অস্বীকার ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। কেননা মো'জেজা ও কারামত স্বীকার করা বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কর্মকে স্বীকার করা। দ্বীনে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্যায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর কুদরতের বহি:প্রকাশ। তাঁর আপন বান্দাদের কারামতের মাধ্যমে সর্বদা যাহির করে থাকেন।

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

(যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।)

আর আল্লাহর নেয়ামতের সীমা নির্ধারণ করা অসম্ভব। কতেক নেয়ামত আছে যা অনুভব করা যায়। আর কিছু রয়েছে যা অনুভব করা যায় না। তেমনিভাবে রয়েছে জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামত। এমনিভাবে অসংখ্য নেয়ামত বিদ্যমান যা হিসাব করা দু:সাধ্য। এ জন্যই আল্লাহ জাল্লা শানুহু পবিত্র কোরআনে এরশাদ ফরমায়েছেন;

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا الآية

(যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও শেষ করতে পারবে না)

نِعْمَةُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর নেয়ামতের উদ্দেশ্য

মুহাক্কেক আলেমগণ نِعْمَةُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর নেয়ামত বলতে হুজুর

সৈয়্যদে কাওনাইন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে উদ্দেশ্য হিসাবে নিয়েছেন। অর্থাৎ نعمة الله হচ্ছেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ইহকাল, পরকাল, হাশর, নশর ও জাহেরী, বাতেনী সমস্ত নেয়ামতের ইল্‌ম আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে দান করেছেন। সাথে সাথে বেলায়ত, মারেফত ও কুরবত তথা নৈকট্য অর্জনের জ্ঞানও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে দান করেছেন। এ জন্যই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন; وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ অর্থাৎ হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সমস্ত নেয়ামত তোমার উপর পরিসমাপ্তি হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে; অধিক উম্মত আপনার রয়েছে। এত অধিক পরিমাণ উম্মত আর কোনো নবীর নাই। দ্বিতীয় হচ্ছে নবুয়ত, নবুয়ত আপনার মাধ্যমেই সমাপ্তি ঘটেছে। আপনার পরে আর কোন নবী হবে না। আপনিই হচ্ছেন শেষ নবী, নবুয়তের পদবী আপনার উপর পরিসমাপ্তি হয়েছে। তবে বেলায়তের পদ মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে। যে সমস্ত কর্ম ও কুদরতের যখন আবশ্যক হবে, ছাহেবে বেলায়ত যিনি বেলায়তের স্তরে পরিপূর্ণতার অধিকারী তাঁর মাধ্যমেই এর বিকাশ ঘটান। যা পুর্ববর্তী নবীগণ আলাইহিমুস্‌সালামের মাধ্যমে করায়েছিলেন। তা বর্তমানে ছাহেবে বেলায়তদের মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। নবুয়ত যেমনি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর পরিসমাপ্তি হয়েছে তেমনিভাবে বেলায়ত তাঁর উম্মতের উপর সমাপ্তি ঘটবে। সর্বশেষ বেলায়তের পরিসমাপ্তি হবে সৈয়্যদুনা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের মাধ্যমে। হযরত সৈয়্যদুনা গাউছে পাক বেলায়তের মধ্যে সমস্ত আউলিয়াদের মধ্যকার এমন মর্তবা ও মর্যাদাবান যেমনিভাবে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামের মধ্যে ছাহেবে নবুয়ত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মর্তবা ও ফজিলত বিদ্যমান। অতএব কোন অলৌকিকত্ব মো'জেজা ও কারামত প্রকাশ হওয়া বরং তা নবুয়ত, বেলায়ত ও কুদরতে এলাহীর দলীল প্রমাণিত।

মো'জেযা ও কারামতের অস্বীকার স্বয়ং আল্লাহর কুদরতের অস্বীকারের শামিল

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরত আর মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মো'জেজা ও কামালাত এবং সর্বোপরি আউলিয়াদের কারামত যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সত্যায়ন, দ্বীনের সত্যায়ন ও ইসলাম যে সত্য তার প্রমাণ। এ সমস্ত কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি ও বিরূপ মন্তব্য করা মূলত: দ্বীনে মুহাম্মদী আলাইহিস্সালাম ও আল্লাহর কুদরতের অস্বীকার করা ছাড়া আর কি?

আর এ সমস্ত কুরুচীপূর্ণ কথা-বার্তা বলা মূলত: ঈমান ও রূহানীয়াতের বরবাদী ও ধ্বংসের অন্যতম দলীল ও প্রমাণ। যা বাস্তবিক পক্ষে ইহুদী ও নাছারাদের এজেন্ট বা দালালী ছাড়া আর কি?

অপর দিকে কিছু সংখ্যক মুসলমান এ ধরণের উচ্চ মর্যাদাবান পদবী ও লকব দ্বারা লোকদেরকে প্রতারণা করে বিভ্রান্তি করে চলছে মূলত: এ ধরণের উচ্চ মর্যাদাবান পদবী ও লকব দ্বারা খেতাব ও সম্বোধন করা সাধারণত বে-আদবী ছাড়া আর কি?

আবার কতেক লোক গাউছুল আ'জম অথবা কুতুবুল আকতাব কিংবা এ ধরণের অপরাপর সুনির্দিষ্ট আল্ক্বাব সমূহকে নিজ স্বত্তাগত ও ব্যক্তি নাম রেখে দিতেছে অর্থাৎ এ সমস্ত আল্ক্বাব সমূহ নিজেও নাম হিসাবেই প্রচার করছে। যা মূলত: ইসলামী মোনাফেকী ও কপটতা ব্যতীত আর কি?

আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'লা তাদেরকে বুঝ শক্তি ও হেদায়ত-নসিব করুন।

হযরত মাওলানা বরখোদ্দার মূলতানী "ফতহুল গাইব" শরীফ হতে গাউছে ছমদানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর ক্বওল তথা কালাম উদ্ধৃত করে বলেন;

ثم يرد له التكوين فيكون ما يحتاج اليه باذن الله.

পরিপূর্ণ ফানা অর্জিত হওয়ার পর যেটি আবদাল ও আকতাব এর সর্বোচ্চ স্তর। কখনো আরেফগণকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন তথা স্রষ্টার জন্য সুনির্দিষ্ট এমন কাজ করার শক্তি দিয়ে থাকেন। তারা আল্লাহর হুকুমে সম-সাময়িক প্রয়োজনীয় কিছু করতেন।

"বাহ্জাতুল আছরার" শরীফে হযরত গাউছে ছমদানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর কালাম উদ্ধৃত করে বলেন; হযরত গাউছে পাক এরশাদ করেছেন;

انا حجة الله عليكم وانا نائب رسول الله ووارثهٗ فى الارض يقال لى عبد القادر تكلم يسمع منك.

অর্থাৎ: আমি জমিনের মধ্যে ছরওয়ারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নায়েব ও উত্তরসূরী, আমাকে এরশাদ করা হয়েছে যে, হে আবদুল কাদের যা প্রার্থনা ও চাওয়ার আছে চেয়ে নাও, কবুল করা হবে।

হযরত শাইখ মুহাক্কেক আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী রহমাতুল্লাহে আলাই রচিত "ফতহুল গাইব" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে مقولـه تكوين বাক্যের নিচে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

پس از رسیدن بمرتبہ فنا ولایت وابدالیت گاھے رہ کردہ میشود سپردہ میشود بوئے پیدا کردن اشیاء وتصرف دراکوان کہ عبادت ازخرق عادات وکرامات است پس یا

فتہ میشود تمام آنچہ احتیاج کردہ میشود سوئے بدستوری خداوقدرت وے عزّ وجلّ یعنی درحقیقت فعل حق است کہ بردست ولی ظہور یافتہ۔

অর্থাৎ: বেলায়তের ডিগ্রী ও সর্বোচ্চ পদ মর্যাদায় বান্দা ফানা ও আবদালের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তাকে পৃথিবীর জগতে নিয়ম মোতাবেক তাছার্‌রূপের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। যা মূলত: আল্লাহর কুদরতের বহি:প্রকাশ। যেমন- মু'জেজা, যা আম্বিয়া আলাইহিস্‌সালামের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতের বিকাশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর তাক্‌বীন তথা মৃতকে জিবিত করা ইত্যাদি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ হতে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর কোন কোন আসমানী কিতাবে এরশাদ করেছেন; হে আমার বান্দা তোমরা আমার হয়ে যাও, আর যখন আমার হয়ে যাবে তখন তোমরা যেমনটি বলবে كن হয়ে যাও আর তা فيكون সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে।

چنانچہ معجزہ بردست نبی است کہ ایں ردوتکوین واعطاء القران درکائنات بابت مذکورہ است بقول حق سبحانہ وتعالیٰ دربعض کتابہائے وے پیغمبران فرستادائے فرزند آدم اطعنی تقول الشی کن فیکون.

উপরোল্লিখিত বর্ণনাটি এমন কোন গোপন ও উহ্য নয় যে, যেমন আজকাল সৎ ও ভাল ধারণা পোষণকারী গাউছে পাকের শান-মর্যাদা বর্ণনা করছে তা নয় বরং এ ধরণের বর্ণনা পূর্ব হতেই বহু আলেম-ওলামা ও আউলিয়ায়ে কেরামের লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে আসছে। যেমন- বর্ণিত আলোচনা মশহুর ও প্রচার-প্রসার হওয়াই এটি সত্য হওয়ার জন্য দলিত প্রমাণিত।

এক আরেফ ছেলের জন্মের পূর্বেই ছেলে হওয়ার পূর্বাভাস

এক আরেফ গোলাম মুহিউদ্দীন কুছুরী রহমাতুল্লাহে আলাই যিনি হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব দেহলভী রহমাতুল্লাহে আলাই এর সর্বশেষ খলিফা ও বড় বুজুর্গ ছিলেন এবং হযরত কুছুরী (রহ:) "তুহ্‌ফায়ে রাসুলীয়াহ" নামক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি তার ছেলের জন্মের পূর্বেই ছেলে হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং ছেলের নামও নির্ধারণ করেছিলেন যিনি ইলম ও জ্ঞান গরীমায় তৎকালীন সময়ে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ছিলেন। তিনি গ্রহণযোগ্য একটি ক্বাসিদা বলেছেন যা হযরত আল্লামা হায়দারুল্লাহ খান ছাহেব দুর্‌রানী মুজাদ্দেদী নকশেবন্দী তাঁর রচিত কিতাব "درت الدرّا فی علی ردة القادیانی" এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি এখানে দু'চারটি পংক্তি (কবিতা) ফয়েজ-বরকত হিসাবে উদ্ধৃত করলাম। যদি সুযোগ হয় ইনশা আল্লাহ অন্য কোন পুস্তিকায় সম্পূর্ণ পংক্তি (শে'য়ার) লেখার আশা রাখছি।

নিম্নে কয়েকটি পংক্তি লিপিবদ্ধ করা হল:-

مدح جناب محی الدین ☆ آں غوث اعظم بالیقیں
محبوب رب العا لمین ☆ تن راتواں جان راجلا
دادش خداقرب آں چناں ☆ کسی نیست یارائے بیان
باشد کرامتھائے او ☆ چوں معجزات مصطفٰے

خارج زحد بیرون زعد ☆ حدش نداند جزخدا
ناگہ گذشتہ سیراو ☆ برسا حل بحر نکو
ایک پیرزن شدروبرو ☆ نالہ وگریہ ھاؤھا

درکشتی ابن بحرخون ☆ آمد برات از بخت دون
کشتی چوں گردن شد نگون ☆ شد غرق طرفان فنا
لونشہ عروس وھمرھان ☆ درطرفۃ العین ناگھاں
گشتند دردریا نھاں گویا ☆ نہ بودہ گاہ بغا

آسان شود معسورتو ☆ از قدرت رب السماء
پس پیرپیراں خدا ☆ درسجدلے شد پیش خدا
با غجززاری وبکاء ☆ شد ھمتش مشکلشا
یارب مراں اموات را ☆ درجوف حوت اقوات را

کشتی پراز مردان زنان ☆ پیدا شدہ برروئے ما
شد اھل کشتی راگذر ☆ سالم بساحل بے خطر
شد سالھا اثناعشر ☆ کافتادہ درخرمن شرر
کشتد کافر منکر ☆ شد مومنا نرا اعتلاء
چوں کرامت شد مبین ☆ شد خلق راراسخ یقین
بروعد رب العالمین ☆ بر حشرو نشر وبرجزا
اے محی الدین عالی قدر ☆ روئی قبلہ جن وبشر
ھستم قصوری درلقب ☆ سازم حضوری باداب

অর্থ: জনাব মহিউদ্দিনের প্রশংসা হল, তিনি নিঃসন্দেহে গাউছুল আজম, রাব্বুল আলামীনের প্রিয়, শরীরের নিয়ন্ত্রক ও প্রাণের প্রজ্জলনকারী।

এমন নৈকট্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে দান করেছেন যার পূর্ণ বর্ণনা দেয়া কোন বন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়। মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মোজেজার ন্যায় হল তাঁর কারামত সমূহ যা অসংখ্য-অসীম যার সংখ্যা-সীমা আল্লাহ ছাড়া কেউ জ্ঞাত নয়।

একদা নেকো সাগর উপকূলে তিনি ভ্রমণে যান তখন হায় হায় শব্দে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে মর্মাহতা এক বৃদ্ধা তার সম্মুখীন হলেন, যার প্রিয় ছেলে এক রজনীতে উত্তপ্ত সাগরে জাহাজে ভ্রমণে ছিল। জাহাজটি প্রলয়ের কবলে পড়ে আরোহীসহ দেখতে দেখতে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল যেন এ সাগরে কোন নৌকায় ছিল না।

বৃদ্ধা পীরানে পীরের কাছে আরজ করলেন, খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ইহা ফিরায়ে দেয়া আপনার জন্যে অতি সহজ।

তখন পীরানে পীর অতি বিনয় ও ক্রন্দনরত অবস্থায় পরিত্রাণকারী হিসাবে আল্লাহর দরবারে সিজদারত হয়ে প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক এ মহিলার ছেলে ও আত্মীয়-স্বজন যারা মাছের খোরাকে পরিণত হয়েছে তাদেরকে আমাদের সামনে ফিরায়ে দিন। তখন দেখতে দেখতে জাহাজ আরোহীসহ উপকূলে ফিরে আসল বিপদ গ্রস্থের বার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর।

এতে কাফেরগণ অস্বীকারকারী হল আর মুমেনগণ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নিলেন।

যখন কেরামত প্রকাশিত হল সৃষ্টিকূলের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রাব্বুল আলামীনের হাসর-নশর ও প্রতিদান দিবসের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবতার উপর।

হে! মুহিউদ্দিন মহাসম্মানিত, (আপনিই) মানব-দানবের কিব্লা।

আমি আপনার যথাযত উপাধি প্রদানে অপারগ ও আদবের সাথে সাক্ষাতেও ব্যর্থ।

عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِیْ اِسْرَائِيْلَ হাদীসটির উপর প্রাসংঙ্গিক আলোচনা ও আমীর কবীর হামদানী কর্তৃক মৃত যিন্দা

হযরত সৈয়্যদ আমীর কবির আলী হামদানী রহমাতুল্লাহে আলাই নামক একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি স্বয়ং নিজেই বলেছেন; আমি আমার জীবনে চার শত অলীয়ে কামেলের সংস্পর্শে থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হওয়ার শুভাগ্য হয়েছে এবং তেত্রিশ (৩৩) জন ত্বরিকতের মাশায়েখের নিকট হতে খেলাফতের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছি। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন হযরত সাঈদ হাবশী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু, যিনি হুজুর সৈয়্যদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। হযরত আমীর কবীর আলী হামদানী (রহ:) তাঁদের সংস্পর্শে তাবেয়ীন পদ পর্যাদার বুজুর্গী হাসিল করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাবেয়ী ছিলেন। ইলম ও জ্ঞান গরীমায় সু-উচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর মধ্যে অতি মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, রোম দেশের নাছারাদের আলেমের সাথে ওলামায়ে আহলে ইসলামের মধ্যে নিম্নের হাদীসটি নিয়ে কথোপকথন হয়েছে যে, "عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِیْ اِسْرَائِيْلَ" অর্থাৎ তোমাদের নবী এরশাদ করেছেন যে, "আমার উম্মতের মধ্যে আলেমগণ হচ্ছেন বনী ইসরাঈলের আম্বিয়াদের ন্যায়।"

তাহলে হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম মৃতকে যিন্দা করতেন। যদি তোমাদের নবীর হাদীস সত্য হয়। তবে তোমরা মৃতকে জিন্দা করে দেখাও। ওলামা আহলে ইসলাম অসহায় ও হতাশা হয়ে গেল এবং এ ব্যাপারে চল্লিশ দিনের সময় চাইলেন। যখন চল্লিশ দিন সময় শেষ হতে চলছে অর্থাৎ চল্লিশ দিন অতিক্রম হওয়ার সন্নিকট হল, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম তথা ঐশী অনুপ্রেরণা দ্বারা হযরত আমীর কবির আলী হামদানী রহমাতুল্লাহে আলাই উক্ত মজলিশে এসে পৌছেন এবং বললেন

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যই বলেছেন এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি বলেন, তোমাদের মৃতকে উপস্থিত কর, তার নির্দেশে মৃত উপস্থিত করা হল। তখন আমীর কবীর হামদানী নাছারা আলেমদের উদ্দেশ্যে বলেন; তোমাদের নবী মৃতকে জিন্দা করার সময় কোন শব্দ বলতেন? তারা বলল; "قم باذن اللّٰه" অর্থাৎ "আল্লাহর নির্দেশে উঠে যাও" বলতেন। তখন আমীর কবীর হামদানী বললেন যদি আমি আল্লাহর ফরমান قم باذنی আমার নির্দেশে উঠে যাও বলি এবং এই মৃত জিন্দা হয়ে যায় তাহলে তোমরা আমাদের নবীর উপর ঈমান আনবে। সমস্ত নাছারা আলেমগণ বলেন হ্যাঁ এ কথার উপর নিশ্চিত থাক। অত:পর আমীর কবীর আলী হামদানী রহমাতুল্লাহে আলাই এরশাদ করলেন যে, আমি হুজুর সৈয়্যদুল মুরছালীন মালেকে কাওন ও মাকান মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উম্মতদের মধ্যে একজন সর্ব নিকৃষ্ট বশরী উম্মত হই। আমার মত লক্ষ কোটি বর্তমান যুগে বিদ্যমান আছে। অত:পর মৃতকে উদ্দেশ্য করে বললেন; قم باذنی অর্থাৎ আমার নির্দেশে উঠে যাও। এটি বলে মৃত ব্যক্তির হাত ধরে উঠায়ে দিলেন, মৃত জিন্দা হয়ে গেল। তা দেখে উপস্থিত সমস্ত নাছারারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

হযরত আমীর কবীর হামদানী সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনা উপস্থাপন করছি। উল্লেখ্য যে, হযরত আমীর কবীর আলী হামদানী (রহ:) এর খাদ্য নালী দিয়ে কখনো হারাম কিংবা হারাম সাদৃশ্য কোন খাদ্য প্রবেশ করেনি। অর্থাৎ তিনি জীবনে কোন হারাম খাদ্য ভক্ষন করেননি। যা সর্বজন স্বীকৃত মাশহুর ঘটনা। এটি যখন বাদশাহ আমীর তাইমুর জানতে পারেন তখন তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে অর্থাৎ এটি পরীক্ষা করার জন্য তাকে দাওয়াত দিল। বাদশাহ তার খাদেম ও বাবুর্চিদেরকে বলে দিল, যে কোন উপায়ে হউক হারাম খানা তৈয়ার কর। খাদেম চারণ ভূমি হতে এক বৃদ্ধার মেষ (ভেড়ী) ধরে আনে এবং খাদ্য তৈয়ার করে। যা

বৃদ্ধা জানত না। যথাসময়ে হযরত আমীর কবীর হামদানী আসলেন এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন তখন বাদশাহ তাইমুর হযরত হামদানীর নিকট চর্বনকৃত খাদ্য হালাল ছিল নাকি হারাম এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। এর উত্তরে তিনি বলেন; উক্ত খাদ্য তোমার জন্য হারাম আর আমার জন্য হালাল। এরপর উক্ত বৃদ্ধার নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল; আমি আমীর কবীর আলী হামদানীর জন্য একটি মেষ মান্নাত করে পালন করেছি, বাদশাহর কর্মচারীরা জোর করে আমার মেষটি চারণ ভূমি হতে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সুবহানাল্লাহ! হযরতের জন্য মান্নাতকৃত জানোয়ার তাঁর জন্য হালাল আর বাদশাহ তাইমুরের কর্মচারীরা জোরপূর্বক নিয়ে আসাতে তার জন্য হারাম হয়েছে। হযরত আমীর কবীর আলী হামদানী পয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত ভ্রমণরত অবস্থায় ছিলেন। প্রতি বছর হজ্বের মধ্যে শরীক হতেন। তাঁর অসংখ্য উল্লেখযোগ্য কারামত তৎযুগে মশহুর ছিল। তবে এখানে তা উল্লেখ করার আবশ্যকতা মনে করিনা।

كرامات الاولياء حق আউলিয়াদের কারামত বরহক ও সত্য।

কাশ্মিরের অধিকাংশ অধিবাসী কাফির ছিল। যারা তাঁর ফয়েজ ও ওয়াজ-নসীহত এবং অলৌকিক কারামত দেখে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

সম্ভবত: এই জন্যই তথাকার অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান লোক "اوراد فتحيه" পাঠ করে থাকে। তার লিখিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে শরহে ফসুসুল হাকাম, জখীরাতুল মূলুকে শাফা লেমা ফীচ্ছুদুর, মাকতুবাত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি ৬ই জ্বিল্হজ্ব ৭৮৭ হিজরীতে ইহকাল ত্যাগ করেন।

তাঁর অজিফা ও তাসবীর কিতাব "আওরাদে ফতহীয়া" নামক কিতাবটি মশহুর ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি কিতাব। হযরত শাহ অলী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাই তাঁর কিতাব-

"انتباه فى سلاسل اولياء الله" এর মধ্যে উক্ত দোয়া-দরূদ ও অজীফার সনদ ও ইজাজত সহ সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন।

বর্তমান যুগের ওলামারা অধিকাংশ গাইরে মুকাল্লাদ ও মো'তেজালার লোক। তারা যে হাদীসটি তাদের বুঝে না আসে কিংবা তাদবীক দিতে অপারাগ, তারা অধিকাংশ রেওয়ায়াতে হাদীস- যার অর্থ মাফহুম বিশুদ্ধ তা তারা মাওজু কিংবা মাতরূক বলে থাকে। এটি তাদের বড় হাতিয়ার। যদিওবা অর্থ ও মাফহুম বিশুদ্ধ হউক না কেন।

আর মুখে দাবী করে যে, তারা পবিত্র কোরআনের উপর পরিপূর্ণ আমলকারী ও অনুসারী। অথচ কোরআনে পাকের মধ্যে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে, তা তারা বাস্তবে অনুসরণ না করে বরং তারা বলে থাকে যে, এ সমস্ত বর্ণনা পূর্ববর্তী নবীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অথচ কোরআনে পাক আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ সমস্ত ঘটনার বর্ণনার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন কেন? নিশ্চয় এ সমস্ত বর্ণনায় উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য গোপনীয় ভাবে শিক্ষণীয় কিছু রয়েছে। যা আউলিয়ায়ে কেরামগণ অর্জন করেছেন। বাহ্যিক লোক এ সমস্ত কিছুর অস্বীকার করে চলেছে। যদিওবা বাস্তবে তা হতে চলেছে।

গাউছে পাকের কারামত পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেযা'র প্রতিচ্ছবি

হুজুর সরকারে গাউছে আজম (রহ:) এর শান ও বেলায়ত সম্পর্কে কি বলব, যার কেরামত ও বেলায়ত সম্পর্কে পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে মশহুর ও সর্বজন বিদিত ছিল। তাঁর তারীফ ও প্রশংসায় সকলে رطب اللسان তথা পঞ্চমূখ ছিল।

হুজুর গাউছে পাক (রহ:) এরশাদ করেছেন; فاقصر عن جدال ঝগড়া-বিবাদ হতে দূরে থাক।

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ مَيْتٍ

لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰى تَعَالٰ

উচ্চারণ: ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফাওকা মাইতিন

লাক্বা-মা বিকুদরাতিল মাওলা-তায়া-লী।

অর্থাৎ: আমি যদি আমার গুপ্তভেদ, যে শক্তি আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আমাকে দান করেছেন তা মৃতের উপর নিক্ষেপ করি, মৃত সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কুদরতে উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহু আকবর।

গাউছে পাকের শান কি ধরণের। অর্থাৎ: তাঁর উপর আল্লাহ প্রদত্ত গোপন রহস্য সম্পন্ন শক্তির কিঞ্চিত মৃতের উপর নিক্ষেপ করলেন তাতে মৃত জিন্দা হয়ে যাবে। এই ধরণের প্রকাশ্য ঘোষণা যা হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম ও হযরত সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস্‌সালামের নবুয়তের মো'জেজার প্রতিচ্ছবি। সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহর হুকুমে পাখির কর্তনকৃত অংশ একস্থানে একত্রিত করে তাদের ডাক দেওয়ার সাথে সাথে জীবিত হয়ে উড়াল দিল। সৈয়্যদুনা ঈসা

আলাইহিস্‌সালামও অনুরূপ আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জিন্দা করতেন। হুজুর সৈয়্যদুল আম্বিয়া মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরামগণদেরকে অনুরূপ কারামত দান করা হয়েছে। যেমনি ভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের নবীদেরকে মো'জেজা দান করা হয়েছিল। মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন সর্বশেষ নবী যার পরে আর কোন নবী আসবে না।

হযরত সৈয়্যদুনা ওজাইর আলাহিস্‌সালাম যখন একশত বৎসর পর عالم محويت তথা মোহিনী জগতে জাগ্রত হল তখন তাকে আল্লাহপাক এরশাদ করেন;

وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَشَرَابِكَ وَلِنَجْعَلَكَ

اٰيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ

نَكْسُوْهَا لَحْمًا.

অর্থাৎ: এবং আপনার গাধা ও খাবারের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং তোমাকে আমার নিদর্শন বানিয়েছি লোকদের জন্য এবং গাধার হাড়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত কর যেগুলি কিভাবে উদিয়মান ও চাকচিক্য হয়ে গেছে অত:পর আপনার রান্না করা ভূনা মাংসের অবস্থা দেখ।

ঘটনাটি হচ্ছে; একশত বৎসর পর গাধার হাড়গুলো যা ধবধবে সাদা ও চাকচিক্য হয়ে হাড়ের জোড়াগুলো খন্ড খন্ড হয়ে পড়েছিল, কোন কিছুর মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ তা'লা তা জিন্দা করে দিয়েছে। এরই দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন; كيف ننشزها الخ

এই ঘটনার পর হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামের ঘটনার কথা বর্ণনা করেন; যাতে করে কেউ এহেন সন্দেহ পোষণ না করে যে,

মৃতকে জিন্দা করা অন্য কারো মাধ্যমে নয় বরং আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর আপন কুদরতের বহি:প্রকাশ স্বীয় প্রিয় পায়গাম্বর আলাইহিস্‌সালামের মাধ্যমে করেছেন।

এরশাদ করা হয়েছে-

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا الاية.

অর্থাৎ: হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম আরজ করলেন; হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন। এর জবাবে আল্লাহ বলেন; হে আমার খলীল! আমার কুদরতি শক্তির উপর তোমার বিশ্বাস ও মনোতুষ্টি নাই? প্রিয় খলিল আলাহিস্‌সালাম আরজ করেন, হে আল্লাহ এর উপর আমার ঈমান আছে, তবে অন্তরের শান্তি ও মনোপুতের জন্য আরজ করছি। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন; হে আমার প্রিয় নবী এ কাজটি আমি তোমার মাধ্যমে করায়ে দেখাচ্ছি। আপনি এভাবে করুন যে, চারটি পাখি ধরে এগুলোকে টুকরা টুকরা করে পাহাড়ে রেখে দাও। ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম অনুরূপ করলেন। পাখীর গোশত খন্ড খন্ড করে সমস্ত অংশ গুলোকে মিশ্রিত করে খামী করে এর মাথা গুলোকে তার নিকট রেখে বাকী অংশগুলো পাহাড়ে ছিটিয়ে দিলেন অত:পর প্রত্যেক পাখির নাম নিয়ে

ডাক দিলেন তখন স্ব-স্ব মাথার শরীরের অংশগুলো মাথার সাথে এসে মিলিত হয়ে প্রত্যেক পাখি জিন্দা হয়ে গেল। যদি আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজেই কোন মাধ্যম ব্যতীরেকে জিন্দা করতেন তখন নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলতেন। যেমন হযরত সৈয়্যদুনা ওজাইর আলাইহিস্‌সালামের ঘটনার মধ্যে গাধা জীবিত করার কথা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন;

نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا

অর্থঃ আমি মৃতদের পঁচাগলিত হাঁড়গুলো যথাস্থানে রেখে জীবিত করি অতঃপর ঐগুলোকে মাংস দ্বারা আবৃত করে পূর্বের আকৃতি দান করি।

তবে হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামের ঘটনার ব্যাপারে একথা বলা হয়নি। বরং আল্লাহর প্রিয় নবীর শান-মর্যাদা বুলন্দ করার নিমিত্তে হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামের উদ্দেশ্যে বলেন; ثم ادعهن يأتينك অর্থাৎ: হে আমার খলীল আলাইহিস্‌সালাম! আপনি নিজেই তাদেরকে ডাক দাও। আপনার ডাকে তারা আপনার নিকট দৌড়ে এসে পড়বে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এমনটিই হয়েছে। যখন হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম একেকটি পাখির নাম নিলেন; তখন ঐ সমস্ত পাখি জিন্দা হয়ে মাথা ব্যতীত দৌড়ে ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামের নিকটবর্তী এসে নিজ নিজ মাথার সাথে মিলিত হয়ে গেল। পাখিগুলোর জীবনদাতা আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বয়ং নিজেই। তবে মাধ্যম হিসাবে সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম এর আহ্বানকে করা হয়েছে। যাতে করে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের জ্ঞাত হয় যে, কুদরত কেবল আল্লাহরই হয়, কিন্তু আল্লাহর শান বুলন্দ করার জন্য এর বিকাশ বান্দার মাধ্যমে করায়ে থাকেন।

হে অস্বীকারকারীরা! নাছারা ও ইহুদীদের দালাল! পবিত্র কোরআনের আমেল তথা অনুসারী সেজে কোরআনে পাকের দিকে আহ্বান করতেছ। ইহুদী ও নাছারাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করত: তোমরা আউলিয়ায়ে কেরাম

ব্যতীত শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে একত্বতা পোষণ ছাড়া আর কোন পথ নাই। অথবা কোরআনে পাকের এ সমস্ত ঘটনাবলীকে কিচ্ছা-কাহিনী বলে ফাইলবন্দী রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। তোমাদের নিকট হতে কোরআনের প্রকৃত মাফহুম ও উদ্দেশ্য কখন বিকশিত হবে? আর কোরআনী দাওয়াত কেমন এবং মুসলমান বানানোর নামে এই সমস্ত বস্তু পূজারীর মধ্যে কি ফায়েদা ও উপকার হতে পারে। আল্লাহপাক তাঁর দ্বীন ও কালামকে তিনি নিজেই হেফাজত করেন।

আমি বিগত ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত গাউছুল আ'জম কন্‌ফারেন্সের সময় কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে "আল্-মুকাদ্দামা" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। এতে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে উক্ত পুস্তিকাটি পাঠ করার অনুরোধ রাখছি।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে)

এখানে اسوة حسنة বলতে জাহেরী আদর্শ এবং বাতেনী আদর্শ দু'টি দিক রয়েছে। আমরা কি জাহেরী আদর্শের উপর আছি না কি বাতেনী আদর্শে। এটি পূর্ববর্তী আকাবের আউলিয়ায়ে কেরামদের জিম্মায় রেখে দিলাম।

বর্তমান যুগে উপাধীর প্রতিযোগিতার শেষ স্তর কোথায় একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই জ্ঞাত

বর্তমান সময়কালে কিছু লোক অন্য লোককে গাউছুল আজম, কুতুবে আলম, গাউছে জমান, কুতুবুল আউলিয়া, কুতুবে এরশাদ ইত্যাদি উপাধি যেমন মনে ইচ্ছা তেমন বলে দিতেছে। এ সমস্ত শব্দ ও আল্‌কাবের স্তর কোথায় এর কোন খবর তাদের আছে? আর তাদের অবস্থা কি ধরণের হতে হবে? এটি একটি বড় ধরণের ধোকা ছাড়া আর কি হতে পারে? অনুপযুক্ত ও না আহালকে এ সমস্ত সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আলক্বাব দ্বারা সম্বোধন করা যা নাছারা ও ইহুদীদের পরিকল্পিত সাজেশান ছাড়া আর কি? মূল ও প্রকৃতকে ধামাছাপা ও গোপন রাখার এটি আরেকটি তীক্ষ্ম ও গভীর ষড়যন্ত্র। প্রত্যেককে খেয়াল খুশি মোতাবেক কথা-বার্তা বলে আসছে। বর্তমান সময়টি হচ্ছে খুবই নাজুক ও ছলনাময়। এমন কোন মনছবী আলক্বাব তথা পদ মর্যাদাময় উপাধি বাদ দিচ্ছে না, যাকে যেমন ইচ্ছা উপাধীতে ভূষিত করে চলছে। যার দরূণ অধিকাংশ লোক দুনিয়া পূজারী এবং বস্তু পূজারীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। একজনের নিকট শ্রবণ করত: উপাধী অপরের ক্ষেত্রে বলে যাচ্ছে, শুধু তা নয় একজনকে দেওয়া উপাধী হতে আরো উচ্চ উপাধী ও আলক্বাবময় শব্দ তাদের আক্বা ও পীরের জন্য ব্যবহার করছে। অর্থাৎ একজন পীরের ক্ষেত্রে তার মুরীদেরা যে আলক্বাব দিয়েছে অপরের পীরের মুরীদরা তাদের পীরকে আরো উচ্চ পদ মর্যাদাময় উপাধী দ্বারা ভূষিত করে চলেছে। এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আল্লাহ পাকই জানেন শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ পদবী নবী পর্যন্ত বলে দেয় কিনা, শুধু তা নয় এর চেয়ে আরো বাড়িয়ে খোদা পর্যন্ত বলে দেওয়ার ভয় ও চিন্তা ভাবনা করবে না। এ সমস্ত কিছু প্রকৃত ইসলাম হতে দূরে সরার এবং ইসলামের অনুসারী না হওয়ার দলীল।

মনগড়া কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়ে গেছে। আল্লাহর ভয়-ভীতির লেশমাত্রও তাদের মধ্যে নাই। আল্লাহপাক প্রত্যেককে হেদায়ত নসিব করুক।

আর অপরদিকে অমুসলিমগণ এ সমস্ত আলক্বাব ও উপাধীধারী গাউছ, কুতুব ও আবদালদেরকে দেখে স্বাভাবিক ভাবে তাদের ধ্যান-ধারণায় আসবে যে গাউছ, কুতুব যাদের কারামত ও বর্ণনা সু-প্রসিদ্ধ তারাও মনে হয় বর্তমান তথাকথিত গাউছ কুতুবদের অনুরূপ ছিল। বাহ্যিক আবরণকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রূহানিয়াতের আশ্রয় নেয়া এটি কেবলমাত্র চলছাতুরে ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে রূহানিয়াত বলতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যার যেমন ইচ্ছা বড় বড় দাবী করেই চলেছে। এটি দেখার বস্তু নয়। বর্তমান সময়কালের মধ্যে মিথ্যা কথার দাবীর জন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নয়, বরং দাবী করা আর বলার মাধ্যমেই হয়ে যায়। অথচ প্রকৃত ও বাস্তব রূহানীয়াত থেকে লোকগণ দূরে সরে থাকছে। আল্লাহ পাক সর্বদা মুসলমানদেরকে হেফাজত ও রক্ষা করে থাকেন। এ জন্যই মোবাহেলার ঘোষণা করা হয়েছে;

قَوْلُهُ تَعَالٰى - نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَهَا لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ الآية

(আমরা বিনয়ীর সাথে প্রার্থনা করব যেন আমাদের মধ্য থেকে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ অবতীর্ণ হয়।)

মিথ্যা দাবীদারদের জন্য ঘোষণা হচ্ছে মোবাহেলা করার।

মিথ্যার বেড়াজালে বর্তমান নিরীহ মুসলমান

মুখে কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছে প্রকৃত পক্ষে কোরআনের মূল উদ্দেশ্য হতে আড়াল করে দেওয়া। পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরাম যাদের বুজুর্গী সু-প্রসিদ্ধ ও মশহুর এবং যাদের বুজুর্গীর কথা তখনকার যুগে সর্বজন গ্রহণযোগ্য। যার দরুণ সরল মনা মুসলমান অন্ধ বিশ্বাসের উপর তাদের কথা-বার্তাকে সন্দেহাতীত বিশ্বাস করে, তাদের শানে বেআদবী করা এবং মূখে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? আর ছাহেবে ইসলামের শান-মর্যাদা অনুধাবন থেকে অন্ধ থাকা এটি কেমন? যারা ইসলামের সত্যায়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে দলীল সাদৃশ।

مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

(যে দুনিয়াতে অন্ধ (ব্যর্থ) সে পরকালেও অন্ধ (ব্যর্থ)।

বর্তমান যুগে ইহুদী ও নাছারাগণ মুসলমানদেরকে বস্তুবাদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে কিছু সংখ্যক নামধারী মুসলমান ওহাবী, নজদী, গাইরে মুকাল্লাদ এবং মওদুদীয়াতের এজেন্ট ও পরিবেশক হিসাবে বদ আক্বীদার শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত রূহানীয়াতের মাধ্যমে যে ইসলাম শক্তিশালি ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার থেকে মানুষ দূরে যাচ্ছে। প্রকৃত রূহানীয়াত ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র রূহানীয়াত বাকী আছে।

এ ব্যাপারে আমার লেখিত "আল্-মুকাদ্দামা" নামক প্রকাশিত পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অপর দিকে মুসলমান নামধারী কিছু গোষ্ঠী সরলমনা মুসলমানদের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগে, তাদের মনগড়া ত্বরিকতের মিথ্যা কথা বার্তার দিকে আকৃষ্ট করে চলেছে। যাদের নিকট ত্বরিকতের সামান্যতম জ্ঞান

নাই। তারা রূহানীয়াতের সু-উচ্চ স্তরের কথা বর্ণনা করতেছে। তাদের নিকট জ্ঞান-কান্ড বলতে কোন কিছু আছে, কোন্ উপাধী কিংবা শব্দ কোন্ স্তরের যদিওবা তা বর্ণনা করতেছে। কিন্তু তার মূল ও প্রকৃত বাস্তবতা হতে অনেক দূরে। এ সমস্ত উপাধী একে অপরের বর্ণনা হতে কিংবা জানাজানি হতে বলে দিচ্ছে। অর্থাৎ এক পীরের মুরীদ তার পীরের উপাধী বর্ণনা করছে আর তা শ্রবণ করত: অপর পীরের মুরীদরা এর চেয়ে বাড়িয়ে আরো নৃত্য নতুন উপাধী তাদের পীরের ক্ষেত্রে বর্ণনা করে চলেছে। ধোঁকাবাজী ও গোমরাহীর ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে। একজন প্রকৃত ও নির্ভেজাল মু'মেন হওয়া বর্তমান সময়ে খুবই বড় নেয়ামত। কেনইবা বেলায়তের সু-উচ্চ স্তরকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। হায়া ও লজ্জা-শরম এবং আল্লাহকে ভয় কর।

বনী ইসরাঈলের এক ধণাঢ্য ব্যক্তিকে হত্যা ও গাভী জবেহের মাধ্যমে প্রকৃত হত্যাকারীর সনাক্তকরণ

কোরআনে পাকের প্রথম পারার মধ্যে বনী ইসরাঈলের কাহিনী খুবই সু-প্রসিদ্ধ ও মশহুর। আল্লাহপাক এ কাহিনী (কিচ্ছা) সম্পর্কে বলেন;

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَئْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ: যখন তোমরা মেরে ফেলেছ এক ব্যক্তিকে অত:পর একে অপরকে দোষারূপ ও পাকড়াচ্ছ এবং আল্লাহ তা'লা বের করে দিয়েছে যা তোমরা গোপন রেখে ছিলা।

এই ঘটনার মূলভাব হচ্ছে; বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন ধনাঢ্য

ব্যক্তি ছিল, তার কোন ছেলে সন্তান ছিল না, কেবলমাত্র দু'জন ভাতিজা ছিল। এক রাত্রে সম্পদের লোভে তার ভাতিজারা তাকে মেরে ফেলল এবং তার লাশ দু'টি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ফেলে দিল। তারা উভয়ে হযরত মুসা আলাইহিস্সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দু'নো গ্রামের লোকদেরকে হত্যাকারী বলে দাবী করল। গ্রামের লোকগণ যেহেতু এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নাই, তাই তারা কান্না জড়িত অবস্থায় হযরত মুসা আলাইহিস্সালামের নিকট এই ঘটনার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান। হযরত মুসা আলাইহিস্সালাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহর হুকুম হল যে, এই লোকগণ একটি গাভী জবেহ করার জন্য। লোকগণ বলল যে, আপনি আমাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রোপ ও তামাশা কর না, প্রকৃত ঘটনা বলুন। হযরত মুসা আলাইহিস্সালাম বললেন যে, আল্লাহ তা'লা এভাবে এরশাদ করেছেন। তারা আবার বললেন, আচ্ছা বলুন গাভীটি কি রকম হতে হবে? তার রং কি হবে, এবং কি কাজের হতে হবে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উত্তাপন করলেন। তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ পাক বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ তা'লা উক্ত গাভীটির যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন; এ সমস্ত গুণাবলী সম্বলিত একটি গাভী একজন ইয়াতীম ছেলের নিকট আছে। ঐ গাভীটি উক্ত ইয়াতীম হতে চড়া দামে ক্রয় করে জবেহ করা হল। যখন গাভীটি জবেহ করলেন তখন আল্লাহ তা'লা এরশাদ করলেন;

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا -

অর্থাৎ: অত:পর আমি বললাম, প্রহার কর এই মৃত ব্যক্তিকে এই জবেহকৃত গাভীর এক টুকরা মাংস দ্বারা। যখন গাভীর এক অংশ মৃত ব্যক্তির সাথে লাগানো হলো, তখন সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল এবং সমস্ত ঘটনা পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আবার মারা গেল। তাফসীরে মাজহারী ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

গাভী যবেহ করার মাধ্যমে মৃত জীবিত করার ঘটনার মধ্যে তিনটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য

প্রথমত: আল্লাহপাক যেহেতু সর্বশক্তিমান। তিনি كُن (হয়ে যাও) বলার মাধ্যমে সমস্ত কায়েনাত সৃষ্টি করেছেন। এখানে মৃতকে জিন্দা করার ক্ষেত্রে কি রহস্য বিদ্যমান ছিল যে, তিনি স্বয়ং নিজেই জিন্দা করতেন কিংবা হযরত মুসা আলাইহিস্সালামকে হুকুম দিতেন যে, তুমি আমার নির্দেশক্রমে মৃতকে জিন্দা করে দাও। তা না করে বরং তিনি গাভী জবেহ করার উপর সুনির্দিষ্ট করে দিলেন। আবার গাভীটিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার গুণাগুণ সম্পর্কে অনেক লম্বা শর্ত আরোপ করে দিলেন।

কাজী ছানাউল্লাহ পানি পত্তি রহমাতুল্লাহে আলাই বলেন; আল্লাহপাক প্রথমত: এই মৃতকে এ জন্যই যিন্দা না করে এক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে দিয়েছেন, এর কারণ হচ্ছে; আল্লাহপাকের পবিত্র বিধান ও নিয়ম হচ্ছে যে, বস্তু সমূহকে বাহ্যিক কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত: সর্বশক্তিমান আল্লাহপাক তাঁর কুদরতের বিকাশ গাভীকে কেন বানালেন। অথচ গাভী ব্যতীত যদি মুসা আলাইহিস্সালামকে কুদরতের বহি:প্রকাশ করতেন। এ ক্ষেত্রে এটি কুদরত বহি:প্রকাশের উচ্চ মর্তবা হত। আর যেহেতু তিনি একটি ক্বাওম বা সম্প্রদায়ের নবী, সেহেতু সম্প্রদায় তার মো'জেজা দেখাটা আবশ্যকও বটে। সর্বোপরি দ্বীন ও ধর্মেরও উপকার হত এবং মো'জেজা অবলোকনে হয়ত বা কিছু সংখ্যক লোক ঈমানও গ্রহণ করত।

তাফসীরে মাজহারীর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে; হযরত সৈয়্যদুনা ইবনে

আব্বাস রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুমা এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এর হেকমত ও রহস্য হচ্ছে এটিই- বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন নেক ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিল এবং তার একটি ছোট ছেলে ছিল, যখন বুজুর্গ তার মৃত্যু সন্নিকট অনুভব করল তখন ছেলের জন্য ভবিষ্যত একটা চিন্তা ভাবনা করল। তার ঘরের মধ্যে একটি গাভীর বাছুর ছিল এটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে আরজ করলেন; হে আল্লাহ এই বাছুর আপনার আমানতে রাখলাম, আমার ছেলের জন্য, যতদিন পর্যন্ত আমার ছেলে বড় না হবে এই গাভীর বাছুর আপনার উপর সোপর্দ করলাম। সুতরাং এমনই হল যে, উক্ত গাভী জঙ্গলেই রইল। কোন কাউকে দেখলে ভয়ে সেটি দৌড়ে পালিয়ে যেত।

তৃতীয়ত: গাভীটি মূলত: বাহ্যিক কারণ। যা একজন অলীর সাথে সম্পৃক্ত। উপরোল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনা হতে এটি সু-স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহপাক আপন কুদরতের বিকাশ তার প্রিয় বান্দা আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমেও করায়ে থাকেন। এই গাভীটির সম্পৃক্ততা যখন আমার অলীর সাথে হয়েছে। তখন এটি আমার খুবই প্রিয় হয়ে গেছে যে, এটিকে আল্লাহর কুদরতের বিকাশ অর্থাৎ মাজহারে কুদরত বানিয়ে দিলাম যে, যার মাধ্যমে মৃতকে যিন্দা করে দিলাম।

গাউছে পাকের দোয়া দ্বারা মৃত যিন্দা করা আল্লাহর কুদরতের বিকাশ

হে নির্বোধ লোকগণ! মাহবুবে ছোবহানী গাউছে ছমদানী উক্ত গাভীর হাড্ডির চেয়েও কি কম ক্ষমতাবান। আল্লাহপাক একজন মৃতকে একজন অলীর গাভীর একটি হাড্ডির মাধ্যমে যিন্দা করেছেন। আর গাউছে আ'জমের দোয়ার দ্বারা মৃত জিন্দা করে দেওয়ার মধ্যে কি ধরণের সন্দেহ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। বরং এটি গাউছে পাকের কারামতের অস্বীকার নয় মূলত:

আল্লাহর কুদরতের অস্বীকারকারীর নামান্তর। ولكن لا يشعرون (কিন্তু তারা বুঝে না)

অতএব জ্ঞাতব্য যে, এ সমস্ত কোরআনে পাকের ঘটনাবলী দ্বারা আল্লাহ জাল্লা মাজদাহু তাঁর প্রিয় বান্দাদের শান-মর্যাদা জাহের করার জন্য আপন কুদরত দ্বারা অসম্ভব ও অসাধ্য কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। বিশেষত: মৃতকে জিন্দা করার ঘটনাও বান্দার মাধ্যমে বিকাশ ঘটায়েছেন। এটি আল্লাহর কদুরাত শক্তির শানের বহি:প্রকাশ। এ সমস্ত হিংসুটে ও বৈরিতাকারীদের অস্বীকার দ্বারা আল্লাহর কুদরতের বিকাশ কি বিঘ্নিত ও অকর্মা হবে? আল্লাহ যেভাবেই এবং যার মাধ্যমে ইচ্ছা তাঁর কুদরতের বিকাশ করতে পারেন। এটিকে নিয়ে বিভিন্ন বিরূপ কথা-বার্তার কি অর্থ হতে পারে?

মধ্যম অঞ্চলে ফেরেশতার চিৎকারে মরে যাওয়া মানুষদেরকে বহু বছর পর হযরত হাযকিল (আ.)'র দোয়ায় জীবিত হওয়ার বর্ণনা

হুজুর সরকারে গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর ঘটনাবলী যা বর্ণিত হয়েছে এ মোতাবেক অর্থাৎ এর সাথে সামাঞ্জস্য পাওয়া যায় এমন ঘটনাও পবিত্র কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন;

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ – پاره دوم ۲

অর্থাৎ: হে মাহবুব আপনি কি দেখেননি (নিশ্চয় দেখেছেন) তারা, যারা আপন ঘর থেকে বের হয়েছে এবং তারা সংখ্যায় হাজার হাজার ছিল, মৃত্যুর ভয়ে বের হয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন; মরে যাও, অত:পর আল্লাহ তাদেরকে পূনরায় জিন্দা করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক লোকদের উপর দয়াকারী। তবে অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞ।

ঘটনাটি হচ্ছে; علاقه واسطى তথা মধ্যম অঞ্চলীয় দাদ্ রাওয়ান নামক একটি বস্তি ছিল, যেখানে একবার মহামারি প্লেগ এসেছে, তখন ধনাঢ্য ও সম্পদশালী লোকেরা শহর ছেড়ে জঙ্গলে পলায়ন করে। গরীব লোকেরা জঙ্গলে না গিয়ে তথায় অবস্থান করছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহর শান পলায়নকারী লোকেরা বেঁচে গেল, আর যারা পলায়ন করেনি তাদের অধিকাংশ লোক মারা গেল। যখন মহামারি প্লেগ চলে গেল তখন সম্পদশালী লোকেরা ছহি সালামতে জঙ্গল থেকে শহরে ফিরে আসল, তা দেখে গরীব লোকেরা যারা জিন্দা ছিল তারা ধনাঢ্য লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, এ সমস্ত লোক খুবই চালাক ও বিজ্ঞ ছিল, তারা পলায়ন করে তাদের আপন জীবন রক্ষা করেছে। আগামীতে আমরাও এ রকম করব। ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে সামনের বছর পূনরায় মহামারি প্লেগ আসল। তখন শহর থেকে সমস্ত লোক অন্য একটি এলাকায় চলে গেল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুমে একজন ফেরেশতা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিল যে সবাই মরে যাও, তা বলার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ সকলই মরে গেল। আট দিন পর্যন্ত তাদের লাশ ঐখানেই পড়ে রইল, এমনকি লাশগুলো ফুলে ফেটে গিয়ে খুবই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, যা আশে-পাশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা দুর্গন্ধের কারণে অতিষ্ট ও চিন্তিত হয়ে সেখানে আসল এবং তাদেরকে দাফন করার জন্য এগিয়ে আসল, তবে এত অধিক সংখ্যক লোকের দাফন করা সম্ভবপর ছিল না, এ জন্য তারা এ সমস্ত লাশ গুলোর চতুপার্শ্বে উঁচু করে চারটি দেয়াল (প্রাচীর) নির্মাণ

করে দিল যাতে করে এখানে কোন পশু-পাখি যেতে না পারে এবং তারাও দুর্গন্ধ হতে হেফাজতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই লাশ সমূহ সম্পূর্ণরূপে পঁচে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর তাদের হাড়গুলো খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেছে। ইত্যবসরে হযরত হাযকিল আলাইহিস্সালাম (যাকে জুল কুফল আলাইহিস্সালাম বলা হয়ে থাকে) ঐ পথ অতিক্রম কালে এতগুলো হাড় পড়ে থাকতে দেখে আশ্চান্বিত হয়ে দাঁড়ায়ে গেলেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করে দাও, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে অহী আসল তুমি তাদেরকে ডাক দাও সুতরাং তিনি তাদেরকে ডাক দিল যে, হে হাড় সমূহ! আল্লাহর নির্দেশে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। এটি বলার পরক্ষণে তা একত্রিত হয়ে গেল। অত:পর আওয়াজ দিল পঁচে গলে যাওয়া শরীরের অংশ সমূহ আল্লাহর হুকুমে মাংস ও চামড়ায় আবৃত হয়ে যাও, আওয়াজ দেওয়ার সাথে সাথে অনুরূপ হয়ে গেল। অত:পর আওয়াজ দিল যে, হে মৃত লোকেরা আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের হুকুমে উঠে দন্ডয়মান হয়ে যাও, এটি বলার পর সমস্ত মৃত লাশগুলো سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (হে আল্লাহ! পবিত্রতা তোমারই। হে প্রভু! প্রশংসা তোমারই। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।) এই তাসবীহ পাঠরত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে গেল। অত:পর এ সমস্ত লোকেরা আরো কয়েক বছর জিন্দা ছিল, তবে তাদের চেহেরা মৃতের চেহেরার ন্যায় ছিল, তাদের সন্তান-সন্ততিও জন্ম হয়েছিল, তাদের ছেলে-সন্তানের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে দুর্গন্ধ ছিল। (রূহুল বয়ান, তাফসীরে কবীর, রূহুল মা'আনী, বায়জাবী ইত্যাদি)

আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাগণ হাড্ডি দেখে দোয়া করেছিলেন এবং তিন বার দোয়া করার দ্বারা হাজার সংখ্যক লোককে মৃত্যুর অনেক দিন পর জিন্দা করে দিল। কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া মোফাচ্ছেরীনে কেরামগণ তা বর্ণনা করেছেন।

কোরআনে করীমের দিকে আহ্বান ও দাওয়াতকারী লোকেরা! তোমরা চিন্তা-ফিকির করে দেখ যে, কোরআনে কাদীম কি ধরণের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা করেছেন, এ ধরণের ঘটনাবলী আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করছ, কোরআন এটির উপর চ্যালেঞ্জ করছে যে, হে কোরআন মান্যকারী লোকগণ তোমরা কোরআনের বর্ণনাসমূহ বর্তমান এই শেষ যুগে সত্যায়ন করে দেখাও, মিথ্যুক হয়ো না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি উভয় জাহানের পালনকর্তা)

এই চ্যালেঞ্জটি মাহবুবে সোবহানী গাউছে ছমদানী হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এবং অন্যান্য সম্মানিত আকাবারে আউলিয়াগণ যাদের বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তারা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করত: শেষ নবীর যুগে এ সমস্ত ঘটনাবলীকে সত্যায়ন করে দেখিয়েছেন এবং কোরআনে পাক যে সত্য তার প্রমাণ উপস্থাপন করে আখেরী নবী সত্য হওয়ার উপর দলিল ক্বায়েম করেন। তোমরা তা মান্য কর কিংবা না কর এটি তোমাদের ব্যাপার।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতকে আরো শক্তিধর করে আউলিয়ায়ে কেরামদের মাধ্যমে আপন কুদরতের বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব দেখায়েছেন।

জিব্‌রীল (আ:)'র ঘোড়ার পায়ের মাটি দ্বারা সামেরী কর্তৃক তৈরীকৃত বাছুরের মুখে ডাক

সূরায়ে ত্বোহা শরীফে রয়েছে যে, যখন সামেরী দেখল যে, বর্তমানে মুসা আলাইহিস্‌সালাম উপস্থিত নাই, তখন তাঁর অনুপস্থিতি ও অবর্তমানে সামেরী স্বর্ণালংকার জ্বালিয়ে গোসালাহ তথা এক বছরের বাছুর আকৃতিতে তৈরী করল এবং এর মধ্যে হযরত সৈয়্যদুনা জিব্‌রীল আলাইহিস্‌সালামের ঘোড়ার পায়ের ধুলা-মাটি উক্ত মূর্তি আকৃতি বাছুরের মুখে ঢেলে দিল, যার বরকতে উক্ত মূর্তি শব্দ ও আওয়াজ করতে লাগল। তা দেখে বনী ইসরাঈলরা এর পূজা আরম্ভ করে দিল।

হযরত সৈয়্যদুনা মুসা আলাইহিস্‌সালাম যখন তুর পাহাড় থেকে তৌরাত কিতাব নিয়ে ফিরে আসলেন তখন হযরত হারুন আলাইহিস্‌সালামের সাথে বাক-বিতন্ডা হল। অর্থাৎ: হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম, হযরত হারূন আলাইহিস্‌সালামকে বলল, তুমি এ সমস্ত কাজ হতে বাঁধা দাওনি কেন? তখন হারুণ আলাইহিস্‌সালাম বললেন যে, এ সমস্ত গন্ডগোলের মূল হচ্ছে সামেরী। হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম সামেরীকে ডেকে বললেন;

فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِىُّ

অর্থাৎ: হে সামেরী এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? সামেরী সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শুনান যে, যখন ফেরাউন সাগরে ডুবে যাওয়ার সময় সন্নিকট হল তখন-

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ

অর্থাৎ: আমি যে মোয়ামেলা দেখেছি যা লোকগণ দেখেনি। অর্থাৎ

যেখানে হযরত জিব্‌রীল আলাইহিস্‌সালামের ঘোড়ার পা রাখছিল ঐ জায়গাটি সবুজ বর্ণ হয়ে যেত।

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا

وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِىْ

অত:পর এই মাটিকে আমি ঢেলে দিলাম উক্ত মূর্তির মধ্যে যা আমি স্বর্ণালংকার দ্বারা তৈরী করেছি এবং আমার দিল ও অন্তর এটিই অন্বেষণ করেছে।

উপরোল্লিখিত ঘটনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, গাভীর বাছুর স্বর্ণালংকার দ্বারা তৈরী হয়েছে, এর পূর্বে এটির মধ্যে রূহ ছিল না এবং গাভীর বাছুরকে কোন আল্লাহর অলীর দোয়া দ্বারা জীবন মেলেনি বরং একজন ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের মাটি দ্বারা আর ঐ মাটিও কোন অলী আল্লাহ ঢেলে দেয়নি বরঞ্চ তা দ্বীনের দুশমন ও শত্রু দ্বারা ঢালা হয়েছে।

অতএব চিন্তা-ফিকিরের বিষয় হচ্ছে যে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহপাক একটি ঘোড়ার পায়ের মাটির মধ্যে যা দ্বীনের শত্রু উঠিয়ে স্বর্ণালংকার দ্বারা তৈরীকৃত একটি মূর্তির মধ্যে ঢেলে দেওয়ায় এই প্রভাব ও ক্ষমতাধর হয়েছে যে, এই রূহ বিহীন শরীরে রূহ সৃষ্টি করে জীবন দিয়েছে। আউলিয়ায়ে কেরাম যাদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে এই সু-সংবাদ ও খুশ খবর দিয়েছে যে, হুজুর সৈয়্যদুল কাওনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন; لو اقسم على الله لابرّهٗ (مسلم شريف) (যদি তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে কোন প্রতিজ্ঞা করে তা আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই পুরণ করেন। মুসলিম শরীফ)হুলিয়ায়ে আবু নাঈম ইত্যাদি।

গাউছে পাকের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল

বিশেষত: হুজুর গাউছুচ্ছাক্বালাইন রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু যেহেতু সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামদের শাহানশাহ ও সম্রাট।

غوث اعظم درمیان اولیاء

چوں محمد درمیان انبیاء (تحفة القادریه)

উচ্চারণ: গাউছে আ'যম দরমী-য়ানে আউলিয়া

ছুঁ-মুহাম্মদ দরমী-য়ানে আম্বিয়া।

অর্থাৎ: গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) সমস্ত অলীদের মধ্যমণি যেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত আম্বীয়াদের মধ্যমনি।

গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অতীব প্রিয় মাহ্বুব, তিনি তাঁর আপন মূখ দ্বারা বলে রাব্বে কায়েনাতের নিকট হতে দিয়ে থাকেন। যেমন- বৃদ্ধার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তোমার ছেলে ও বর যাত্রীসহ সমস্ত বৈরাত বার বছর পূর্বে জাহাজ সহ নদী গর্ভে ডুবে যাওয়া প্রত্যেককে তোমাদের নিকট পূনরায় ফিরিয়ে দিব, অত:পর উক্ত অঙ্গীকার পালনে তাকে অনুতাপ করে দিল। যেহেতু আল্লাহ জাল্লা শানুহু হচ্ছেন পরম দয়াময় রহিম ও করিম, তিনি আমাদের মত দোষী অপরাধী যদি দোয়ার জন্য খালি হাত উঠায় তখন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'লা এরশাদ করেন; বান্দার খালি হাত দেখে আমার আত্মসম্ভ্রম ও লজ্জাবোধ এসে যায় যে, বান্দার খালি হাত কিভাবে ফেরত দিব। আমরা কোথায় আর গাউছে আজমের স্তর কোথায়।

چہ نسبت خاک را بعالم پاک

(পবিত্র জগতের সাথে নগন্য মাটির কি সম্পর্ক হতে পারে।)

বরং যিনি নিজেই অতীব উচ্চ শান-মর্যাদার অধিকারী। যদি কোন ব্যক্তি একমন এক ধ্যানে তাঁর নামের উসিলা নিয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে দোয়া-প্রার্থনা করে তা আল্লাহ পাক অবশ্যই কবুল করবেন। হুজুর গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) নিজ জবানে এরশাদ করেছেন;

من استغاث بی فی قربة کشفت عنه ومن نادی باسمی فی شدة فرجت عنه الخ

অর্থাৎ: যে কোন ব্যক্তি কষ্ট ও মুসিবতের সময় আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার কষ্ট দূরীভূত হয়ে যাবে এবং যে কেউ অত্যাচারীত ও নির্মমতা অবস্থায় আমার নাম নিয়ে ডাকবে তার সে নির্মমতা ও দুর্ভাগ্য দফা ও পরিহার হয়ে যাবে।

অন্যত্র হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) বলেছেন;

اِذَا سَئَلْتُمْ فَاسْئَلُوْنِیْ

অর্থাৎ: যখন তোমরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ কর তখন আমার উসিলা নিয়ে প্রার্থনা কর।

উপরোল্লিখিত বাক্যাংশ সমূহ ছহি ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা হুজুর গাউছে আজম (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) হতে ইমাম ও পূর্ববর্তী শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ বর্ণনা করেন। (বাহজাতুল আছরার ও ক্বালায়েদে জাওয়াহর ইত্যাদি)

অলীগণের কারামত সত্য

কোন পদ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অস্বীকার করার অবকাশ নাই। যেহেতু كرامة الاولياء حق অর্থাৎ: অলীগণের কারামত সত্য। মাহবুবে সোবহানী গাউছে ছমদানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর কারামত যেহেতু মূলত সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়। কাজেই এটির অস্বীকার সেই ব্যক্তিই করতে পারে যার সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের উপর সন্দেহ থাকবে।

গাউছে পাকের সমস্ত কারামত তাঁর আপন সত্ত্বাগত হিসাবে নয় বরং রাব্বে কায়েনাতের কুদরতের অধীন, যা দোয়া-প্রার্থনার মাধ্যমে জটিল, কঠিন সমস্যা সমাধান হয়ে থাকে। এত দীর্ঘ আলোচনা ও বর্ণনা এই জন্যই করতে হচ্ছে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই সন্তুষ্টি ও আনন্দ প্রকাশ করবে কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ও সন্দেহ যে, এই ধরণের সামান্য কিচ্ছা-কাহিনীর উপর এত দীর্ঘালোচনা ও দলীলাদির প্রয়োজন কি ছিল, এর চেয়ে যদি অন্য কোন মাসআলার উপর আলোচনা হত তবে বহু উপকার হত।

ভাইগণ! মুসলমানের দৃষ্টিতে সামান্য ছোট মাসআলাও অনেক বড়।

দেখুন, হযরত সৈয়্যদুনা ছিদ্দিকে আকবর রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু مانعين زكواة অর্থাৎ: জাকাত প্রদানে অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা প্রদান করে জাভা বুলন্দ করেছিলেন এবং এরশাদ করেছিলেন- যদি জাকাতের মধ্য হতে সামান্য রশি পরিমাণও দিতে অপারগতা কিংবা বাঁধা প্রদান করে তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আক্রমণ হবে, তা সেই রশি এর জন্য যুদ্ধ নয় বরং এ জন্য যে, ইসলামের শান-মর্যাদা বুলন্দের জন্য। যাকে তোমরা মা'মুলী ও সামান্য মনে করছ, পক্ষান্তরে তা আমাদের দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যময়। এভাবেই

আমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়ম ছিল। যখন মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বয়ং কারামতকে অস্বীকার করেছিল তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ কারামত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এবং কারামতের পক্ষে অকাট্য দলীলাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে ভরপুর করেছিল। আর কোরআন হাদীসের আলোকে এর জবাব লিপিবদ্ধ করেন যে, মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং উক্ত সম্প্রদায়ের নাম পর্যন্ত রইল না। এখনো পর্যন্ত মু'তাজিলার নাম দুনিয়া থেকে নি:শেষ হয়ে গেছে। তবে তাদের রূহানী শিষ্য অর্থাৎ তাদের আক্বীদা ওহাবী, নজদী নামে রূপধারণ করে তারাই বাস্তবায়ন করে চলছে, তারা অলীদের প্রতিটি কারামতকে হিসাব করতে চলছে। কারামতকে তাদের আক্বলের মাফকাঠিতে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। সাধারণ সরলমনা লোকদেরকে কোরআন-হাদীসের নাম দিয়ে গোমরাহী তথা পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছে।

এ জন্যই অধম ফকীর সু-প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য কারামতকে কোরআনের ভিত ও মানদন্ডের উপর বর্ণনা ও প্রমাণিত করছি যাতে করে সাধারণ লোকদের বিপদগামীকারীরা এটি বুঝতে পারে যে, অধম কাদেরীর থলে শরীয়তের প্রমাণাদি হতে খালি নয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অসীম দয়া-মেহেরবানী এবং মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা কারামতের মাসআলাকে দলীলাদি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছি।

শরহে আক্বায়েদের মধ্যে রয়েছে; كرامات الاولياء حق অর্থাৎ: আউয়িায়ে কেরামদের কারামত সত্য ও বরহক।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহমাতুল্লাহে আলাই রচিত "শরহে ফিক্হে আকবর" এর মধ্যে বলেছেন;

لاعبرة المخالفة المعتزله واهل البدعة فى انكار الكرامة

মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোক, কারামাত অস্বীকারকারী এবং তাদের মতানুসারী লোকদের শরীয়তের মধ্যে কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই। আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামাত অস্বীকারে এ সমস্ত লোকদের কোন ই'তিবার তথা বিবেচ্য বিষয় নয়। আর আহলে বেদ্আত যারা অলীদের কারামাত অস্বীকার করে তাদেরও কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই।

আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী

العلماء ورثة الانبياء (আলেমগণই নবীদের (আ:) প্রতিনিধি) অত্র হাদীস শরীফখানা সর্বসাধারণ তথা পক্ষ-বিপক্ষ সকলই পাঠ করে থাকে। দ্বিতীয় হাদীস শরীফে এসেছে علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل (আমার উম্মতের আলেম সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের নবীদের ন্যায়।) উক্ত হাদীসটি কিছু সংখ্যক আলেম সাধারণ লোকদের নিকট বর্ণনা করে থাকে।

এরই প্রেক্ষিতে উভয় হাদীসের মর্মার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিস্সালাম বিশেষত: বনী ইসরাঈলের নবীগণ আলাইহিস্সালামের কারামাত ও মু'জেজার পর্যালোচনা ও অধ্যায়ন কর এবং অত:পর আলেমদের নয় বরং আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামাত ও কারামতের উপর অনুমান কর, বিশেষত: হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু যিনি মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উম্মতের আউলিয়াদের সরদার ও শাহেন শাহ্ এবং অপরাপর বুজুর্গী ও মো'জেজার দিকে দেখুন। কেবলমাত্র হযরত হিযকিল আলাইহিস্সালাম যার অন্য উপাধী জুল্ কিফল, তাঁর ঘটনাকে সম্মুখে রেখে গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর কারামাতের মোকাবেলা করুন যা একই রকম ঘটনা মনে হবে। যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় ওলামাদেরকে যেমনিভাবে অলীদের সাথে ব্যাখ্যা ও তাবীর করা হয় তা সত্য হয়ে থাকে।

বাগদাদে মিত্র বাহিনীর আক্রমণ ও গাউছে পাকের রূহানী শক্তি বলে তাদের পরাজয়

দেখুন কয়েক বছর পূর্বে বাগদাদ শরীফে যাকে মদিনাতুল আউলিয়া তথা অলীদের শহর বলা হয়। এটিকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে পবিত্র শহরটিকে বিশ্বের মানচিত্র হতে মূছে ফেলার জন্য যে সমস্ত সাজেশান ও পরিকল্পনা মিত্রবাহীনি তথা ইহুদী, নাছারা ও নামধারী মুসলমান যারা মু'তাজিলা, রাফেজী, খারেজী ও নজদী সম্প্রদায়ের রূহানী সন্তান। প্রত্যেকেই এই কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করে যে, মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শান-শওকত ও মো'জেজায়ে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং দ্বীনে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামাতের অস্বীকারকারী, দুশমনানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও দুশমনে আউলিয়ায়ে কেরাম যারা নবী, অলীদের শান-মর্যাদার উপর আঘাতকারী তারা প্রত্যেকই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমেরিকা শাসকের সাথে হাত মিলায়ে পবিত্র বাগদাদ শহরকে উড়িয়ে দেয়ার নিমিত্তে যে জালিমানা ও উৎপীড়কপূর্ণ হামলা করেছিল, যাকে বড় জিহাদ বলে নাম দিয়েছিল, যা বর্তমান সময়কার ছোট-বড় প্রত্যকে অবশ্যই জ্ঞাত। এই দুশমনদের সম্ভবত: এই উদ্দেশ্য ছিল যে, এই বরকতময় শহরকে বাতাসের সাথে মিলিয়ে বাগদাদের জমীনকে সমুদ্র ও সাগরের ন্যায় রূপান্তিত করবে। সর্বোচ্চ ভারী ও ওজনী এটেম্বুম দ্বারা হামলা করেছিল যা পত্রিকা ও গণমাধ্যম তথা মিডিয়ার মাধ্যমে সকলে অবগত হয়েছে। দুনিয়াবাসী ধারণা করেছিল বাগদাদের জমীন ধূলিস্যাত ও ধ্বংস হয়ে বাতাসে মিশে গেছে কিংবা সমুদ্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, বাগদাদ শহর আর অবশিষ্ট নাই। কিন্তু মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতে ও শানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মো'জেজা সর্বোপরি আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত বিশেষত: হুজুর সরকারে গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু

তা'লা আনহুর জলন্ত ও জিন্দা কারামত যে, বাগদাদের পবিত্রতম জমীন যথাযত পূর্বের ন্যায় আল্লাহ তা'লা ছহি ছালামতে অবশিষ্ট রেখেছেন। الحمد لله (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য)।

মিত্র বাহিনীর সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্র ও তাদের শয়তানী মনোভাবকে সমূলে বিনাস ও ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ইসলাম ও নবী অলী দ্রোহীদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করে দিয়েছে আর ঐখানে অবস্থানরত বাসিন্দাদের শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন এবং বাগদাদ শরীফ পূর্বের নিয়ম মাফিক অর্থাৎ হযরত সৈয়্যদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামের জমানায় নমরূদ ও অভিশপ্তদের বেআদবী ও নাফরমানীদেরকে যেমনিভাবে একটি মশা দ্বারা জুতা ফেটাইয়াছেন ঠিক অনুরূপ এই যুগে গাদ্দার জালেমকেও একজন পত্রিকার সাংবাদিক দ্বারা জুতা ফেটায়ে সমস্ত দুনিয়াবাসীকে দেখায়েছেন। যা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আবহমানকাল ধরে বিশ্ববাসীর নিকট। যা পক্ষান্তরে গাউছে পাকের কারামাত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের বিকাশ ছাড়া আর কি? وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ (কিন্তু মুনাফেকরা অনুধাবন করতে পারে না।)

আমার ভাবতেও অবাক লাগে যে, এই সমস্ত লোকদের কি হয়েছে, তাদের বোধ-শক্তি বলতে কি কিছুই নাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের বিকাশ সৈয়্যদুনা গাউছে আ'জম রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর কারামাত স্বীকারে তাদেরকে কে বাধাগ্রস্থ করছে। আমি পূর্বেও বলেছি এবং এখনো বলে যাচ্ছি যে, আউলিয়াদের কারামাত এটি আল্লাহর কুদরতের সত্যায়নের বহি:প্রকাশ।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (আসমান-জমিনের সকল সৈনিক আল্লাহর জন্যে।) আসমান ও জমীনের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অগনিত ফেরেশতা বাহিনী রয়েছে।

انسان كامل তথা পরিপূর্ণ মানুষ, যাদেরকে আল্লাহ তা'লা কবুল

করেছেন, সে সমস্ত হযরাতের পবিত্র আত্মাসমূহ যখন দুনিয়াবী আরাম-আয়াশ তথা দুনিয়ার যাবতীয় কিছু পদ ধুলিত করেছে, তারা ملاء اعلٰی তথা ফেরেশতাদের স্তরে পৌছে যায় এবং অপরাপর মানুষদেরকে সাহায্য করে আর সে পবিত্র আত্মাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্তি হয়ে যায়। ঐ সমস্ত ملاء اعلٰی যে সমস্ত কর্মের আঞ্জাম দিয়ে থাকে অনুরূপ এ সমস্ত পবিত্র আত্মা আল্লাহর বাহিনীর মধ্যে অন্তর্ভূক্তি হয়ে যায়। এ সমস্ত কিছুর বিশাদ বর্ণনা তাফসীরে বায়জাবীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সহ অপরাপর কিতাবের মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভাইগণ! পবিত্র কোরআনে ক্বাদীমের দিকে দাওয়াত দিচ্ছ অথচ কোরআনে করীম পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ আলাইহিস্সালামের বিভিন্ন প্রকারের মো'জেজার বর্ণনা করেছে, বিশেষত: জিবিত ও মৃত্যু ইত্যাদি। আর কোরআনে পাককে তোমরাও ক্বাদীম তথা চিরস্থায়ী বলে গ্রহণ করতেছ, যদি ঐ সমস্ত ঘটনাবলী সময় ও কালভেদে হয়ে থাকে তাহলে ক্বাদীম হল কিভাবে? অথচ কোরআনে পাকে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে সেগুলি ক্বাদীম, হাদেছ হিসাবে গ্রহণ করলে তবে এটির ফানা তথা বিলীন হওয়াটা আবশ্যক হবে, সম-সাময়িক হওয়াটা প্রমাণিত হবে অথচ এমনটি নয়। ক্বাদীমের হুকুম সর্বদা বিরাজমান। তোমরা যদি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম, মুসা আলাইহিস্সালাম, ওজাইর আলাইহিস্সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম প্রমূখ নবীগণের তারা যেমনিভাবে জীবিত ও মৃত প্রমাণিত তার উপর ঈমান রাখ অথচ পবিত্র কোরআনকে ক্বাদীম হিসাবে গ্রহণ কর না তবে সে ঈমান যথাযথ নয়। যা সুপ্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য "বিড়াল যদি খাঁচা কিংবা চিক্কার উপর উঠতে না পারে, তবে বিড়াল বলে থাকে ঐখানে যা আছে তা আমার জন্য হারাম" এটিই উদ্দেশ্য হবে।

হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু অলৌকিকত্বের ময়দানের বাদশাহ ও শাহানশাহ, যদি তার দ্বারা বার বছর পূর্বে বরযাত্রী সাগরে ডুবে গিয়ে মৃত্যুবরণকারীদের পূনরায় বার বছর পর জীবিত করে ইসলামের সত্যায়ন এবং ইসলাম যে হক ও সত্য তা প্রমাণিত করে তবে

তাতে অসুবিধার কি আছে, বরং এর দ্বারা তোমাদের শান-মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে, তোমরা যারা আহলে ইসলামের দাবীদার বলছ এবং পবিত্র কোরআনের উপর আমলকারী বলছ। তোমরা কি এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তাদের নিকট হতে প্রকাশিত অলৌকিকত্ব যা তোমাদের হতে প্রকাশ হচ্ছে না, তা অস্বীকার করছ? এটি কি ধরণের ইনসাফ হতে পারে? ইহুদী, নাছারাগণ তারা সর্বদা মুসলমানের শত্রুতা করে আসছে। বর্তমানে নাম সর্বস্ব কিছু মুসলমান গোপন ভাবে তাদের অনুসরণ করে যাচ্ছে এবং ঐ সমস্ত ইহুদী, নাছারাদের ছত্র-ছায়ায় থেকে প্রকৃত ও একনিষ্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে চলছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, এটি পক্ষান্তরে ক্রমশ: ইহুদী ও নাছারাদের রক্তে রঞ্জিত ও তাদের মতবাদী হয়ে যাওয়ার পুরো সম্ভাবনা।

হে মুসলমানগণ! তোমরা কোরআনে পাকের মূল উদ্দেশ্য ও মাফহুম বুঝার ও আমল করার চেষ্টা কর। বর্তমান সময়টি হচ্ছে খুবই নাজুক ও ছলনাময়। এই সময়ে মানুষের লোভ-লালসা বেশী হবে। একেক লোক একেক ধরণের লোভ-লালসার দিকে ধাবিত হয়ে মূল উদ্দেশ্যকে বর্জন করে চলছে, লোকদের লোভ-লালসার কোন সীমা নাই, যদি এমন অবস্থা চলতে থাকে তবে বিপদ অবধারিত। লোকগণ আল্লাহ তা'লাকে পর্যন্ত ভুলে যাবে এবং গাইরুল্লাহ তথা সৃষ্টির উপর ভরসা ও নির্ভরতা হয়ে পড়ছে, যদিওবা বাহ্যিক চাল-চলন ও বেশ-ভূষে পরিপূর্ণ মুসলমান দাবীদার হবে। এটি একটি খুবই গোপন ও সূক্ষ্ম সাজেশান আরম্ভ হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে অটল ও পাকা-পোক্ত হওয়া আক্বিদা ও বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কি প্রয়োজন তা ইহুদী ও নাছারাগণ উত্তমরূপে অবহিত যে, মুসলমানদেরকে ধন-দৌলত, নারী ও হুকুমত এবং রাজত্বের প্রতি লোভ ও আসক্তি করে বেহুশ করে মূল ঈমান ও আক্বীদা যা তাদের অন্তরে গভীরভাবে স্থান করে পাকা পোক্ত হয়ে আছে এর থেকে দূরে সরায়ে দিচ্ছে এবং ক্রমশ: এরপর ফলাফলে কোরআনে পাকের সত্যায়ন হতেও হঠিয়ে দিচ্ছে। এটি খুবই গভীর ও গোপন ষড়যন্ত্র ও সাজেশান। তাদের এই ষড়যন্ত্র ও সাজেশান

বাস্তবায়নের জন্য তারা কোটি কোটি টাকা ব্যায় করে চলছে। তাদের কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য আর তা হচ্ছে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনে করীম এবং দ্বীনে মুহাম্মদী যে হক্ব ও সত্য সে বিশ্বাস থেকে দূরে সরে দেওয়া। আর তারা পবিত্র কোরআনের উপর বিভিন্ন প্রকার আপত্তিকর বক্তব্য ও প্রশ্নাবলী উপস্থাপন করে চলছে।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ সমস্ত ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র হতে মুসলমানদেরকে হেফাজত ও রক্ষা করুন এবং দ্বীনে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শান-মর্যাদা বুলন্দ করুন। আমীন।

বর্তমানে মুসলমানদের জন্য খুবই ভয়ানক বস্তু হচ্ছে দু'টি –

(১) বাদশাহী ও শান-শওকত

(২) ধন-দৌলত।

এই দু'টি ব্যাধী সর্ব সাধারণকে গ্রাস করে নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এ দু'টি ব্যাধী মুসলমানদেরকে অপমানিত ও অপদস্থ করে দিবে, এমনকি ধ্বংস পর্যন্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

আমাদের এই কন্‌ফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি বিশেষত: মুসলমানদেরকে আল্লাহ প্রাপ্তির পথে আহ্বান ও দাওয়াত দেওয়া। এর মাধ্যমে কারো শান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা কিংবা কাউকে অসম্মানি করা কিংবা কারও যশ-খ্যাতি কিংবা সুনাম ছড়িয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি এ সমস্ত কিছু হতে ব্যতিক্রম।

আল্লাহপাক তাওহীদ ও কোরআনে পাকের হেফাজত আউলিয়ায়ে কেরাম যাদের বেলায়ত সর্বজন স্বীকৃত, তাদের মাধ্যমে করায়ে থাকেন। যে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নাই এবং তাঁরা তাদেরকে তাওহীদের সাগরে বিলীন করে, নিজ অস্তিত্ব ও

আমিত্ব মিঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ হাসেল করেন। এ ধরণের অলী আল্লাহর মাধ্যমে যারা কোন প্রকার শান-শওকত, ধন-দৌলত ও রাজ সিংহাসনের পরোয়া করে না সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লা তাদেরকে হেফাজত করেন। وَلَوْ كَرِهَ الْفَاسِقُوْنَ (যদিও ভ্রষ্টগণ অপছন্দ করে।)

আল্লাহ পাক যার মাধ্যমে ইচ্ছা করেন সে আলেম হউক কিংবা জাহেল তাঁর দ্বীনকে হেফাজত করে থাকেন। এটি আল্লাহর মর্জির উপর হয়ে থাকে। এতে মানুষের কোন হাত নেই। হ্যাঁ তবে মানুষ দ্বীনের হেফাজতের জন্য কৌশিশ ও চেষ্টা করে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাই হয় যা আল্লাহর মর্জি হয়।

دادحق راقابليت شرط نيست

بلكه شرط قابليت داداوست

উচ্চারণ: দা-দে হক্‌রা ক্বাবেলীয়াত শর্ত নিসত্

বলকেহ্ শর্ত ক্বাবেলীয়াত দা-দে উসত্

অর্থাৎ: আল্লাহর প্রদত্ত দান যোগ্যতার পূর্ব শর্ত নয়, বরং আল্লাহর দেয়া নেয়ামতই যোগ্যতার জন্য শর্ত।

ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ

(ইহা আল্লাহর নেয়ামত তিনি যাকে চান তাঁকে দান করেন।)

আর আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যখন যে ধরণের কারামতের প্রয়োজন হয়, তখন আপন বান্দাদের দ্বারা যার উপর তাঁর ফজল ও দয়া মেহেরবাণী হয় বেলায়ত ও কারামত দান করে দুনিয়াবাসীকে জবাব দিয়ায়ে থাকেন এবং সেই কারামত ও বেলায়ত অধীকারী বান্দা আল্লাহর

হুকুমে করে থাকেন, না হয় মানুষের চেষ্টা ও সাধনায় তা হয় না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শ ও ছোহবত নছিব করুন।

ইমামুল মুসলেমীন সৈয়্যদুনা ইমাম আ'জম আবু হানিফা রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এরশাদ করেন;

اُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ

لَعَلَّ اللّٰهُ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا

উচ্চারণ: উহিব্বুচ সালেহীনা ওয়ালাছতু মিনহুম

লা-আল্লাল্লাহা ইয়ারঝুকনী ছালাহা।

অর্থ: আমি আল্লাহর নৈকট্যবান ও প্রিয় বান্দাদেরকে ভালবাসি, যদিওবা আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, কেননা আমি 'একান্ত আশা-পোষণ করছি- আল্লাহ আমাকে তাদের মর্যাদা দান করবেন।

বাংলার এই ভূ-খন্ডে কারামতের অধিকারী আউলিয়ায়ে কেরাম তাশরীফ এনেছিলেন। এতদ অঞ্চল তখনকার সময়ে হিন্দু, জোগী (সন্ন্যাসী), ব্রাহ্মন ও অমুসলিমদের দখলে ও রাজত্বে ছিল। পরবর্তীতে অলৌকিকত্ব ক্ষমতা সম্পন্ন কারামতের অধিকারী আউলিয়ায়ে কেরামগণ এদেশে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডায়ন করে ইসলামের দিকে মানুষদেরকে আহ্বানের মাধ্যমে ইসলামের মর্মবাণী প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন অলীর নাম দেওয়া হল

হযরত সৈয়্যদুনা শাহ জালাল উদ্দীন সিলেটি রহমাতুল্লাহে আলাই এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গীগণ, হযরত শাহ বদর আউলিয়া, হযরত মোহছেন আউলিয়া, হযরত শাহচাঁন্দ আউলিয়া, হযরত শাহ মাদার আউলিয়া, হযরত পীর খাজা আবু ইউসুফ দরবেশ প্রকাশ শাহ পীর আউলিয়া, হযরত সুন্দর শাহ, হযরত শাহ নেজাম উদ্দীন, হযরত আলাউল আউলিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহিম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আউলিয়ায়ে কেরামগণ জীবন বাজী রেখে কাফেরদের এদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র তথা ইসলামী দেশ হিসেবে গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে সময়কালের ওলামায়ে কেরাম তাঁদের রূহানী (আধ্যাত্মিক) শক্তির মাধ্যমে এই পর্যন্ত নিয়ে আসেন।

পরবর্তীতে ক্রমশ: আউলিয়ায়ে কেরামদের অস্বীকার কারীরা অলীদের শান-মর্যাদায় কটুক্তিকারীর দল ভারী হতে লাগল এবং অলীদের শানে বেআদবী ও গোস্তাখী লাগামহীন ও বেপরোয়া ভাবে করতে চলছে এবং তাঁদের বেলায়ত ও রূহানীয়াত এবং তাঁদের কারামতকে ঠাট্টা, বিদ্রোপ করে চলছে। আর তাঁদের শানের উপর কটুক্তিকর ও বেয়াদবী এবং অশ্লীল শব্দাবলী বলে বেড়াচ্ছে। অথচ তারা মুখে কোরআন ও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে।

বলুন! কোরআন-হাদীসের কথা বলে এ সমস্ত মুনাফেক মুসলমান দাবীদার সেজে মানুষদের ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত মুনাফেকরা ইহুদী ও নাসারাদের দালাল ছাড়া আর কিছু নই। এ সমস্ত কিছু প্রচার করার জন্য ইহুদী-নাসারাগণ আর্থিক সহযোগীতা করে যাচ্ছে, তাঁদের সহায়তায় তারা মুসলমানের লেবাস ধারণ করে ইহুদী-নাসারাদের কর্ম-কান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে তারা ইহুদী ও

নাসারাদের এজেন্ট ছাড়া আর কি? লক্ষ কোটি টাকা ও বিভিন্ন সরাঞ্জামাদি তাদের হেড অফিস হতে- কি জিনিষের তাবলীগ ও প্রচার করার জন্য এবং কি মিশন জারীর জন্য দেয়া হয়। শানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামাত, বেলায়ত ও রূহানীয়াত ইত্যাদিকে অস্বীকার ও এদের বিপরীতে মিশন জারী করার জন্য নয় কি?

লেখনী ও বক্তব্য- বক্তৃতা এবং বিভিন্ন কুটনৈতিক প্রচেষ্টা সর্বপরি হাতিয়ার তথা নৃত্য নতুন ও আধুনিক অস্ত্রাদির মাধ্যমে এই মিশন জারী রাখার প্রচেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত কেন?

মুসলমান এবং ইসলামের উপর যে সমস্ত আপত্তি ও মুসিবত এসে পড়েছে তা সবই মুনাফেক মুসলমানদের দ্বারা হয়ে আসছে, যারা ইহুদী ও নাসারাদের রূহানী সন্তান। তাদের মাধ্যমে এ সমস্ত পরিকল্পনা হয়ে আসছে। ইহুদী-নাসারাগণ সর্বদা হুজুর সৈয়্যদুল কাওনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দোষক্রটি তালাশে ব্যস্ত। এটি আরম্ভ এখন হতে নয়, বরং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতের সময়কাল হতে আজ পর্যন্ত মুনাফেক মুসলমান হতে এ সমস্ত ধ্বংসাত্মক ও মুসিবত গোচরীভূত হয়ে আসছে।

আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে বর্তমান এহেন ফিতনা-ফাসাদ হতে হেফাজত করুন এবং ঈমানে কামেল নসিব করুন। আর মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রেম-ভালবাসায় অন্তর আলোকিত করুক এবং আউলিয়ায়ে ছালেহীনদের ছোহবত দ্বারা ঈমানী জজবা নছিব করুন। আমিন।

গাউছিয়তের কয়েকটি আলামতের বর্ণনা

শানে গাউছিয়ত কারো মুখে বলা কিংবা কারো বানানোর দ্বারা গাউছে আ'জম হয় না, বরং এর কয়েকটি আলামত ও চিহ্ন বিদ্যমান। এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করা হল।

গাউছ কিংবা গাউছে আ'জম এর পদ মর্যাদায় তিনিই হবেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ হতে তাঁর রূহানীয়াতের উপর সমস্ত অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধাচরণকারীকে ইলহাম করা হবে এবং সাথে সাথে সেই ঘোষণাও করা হবে। প্রত্যেক তরিকার আকাবরে আউলিয়া তাঁর গাউছিয়াতের প্রচার করতে থাকবে। দেশে-বিদেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর মাধ্যমে সে সমস্ত কাজ করানো হবে যা আল্লাহর কুদরতের জাহের ও শানে কুদরতের জলওয়ার বিকাশ হবে। যেমন- মৃত জিন্দা হওয়া, ছেলে সন্তানকে মেয়ে সন্তানে পরিণত করা, আর মেয়েকে ছেলে করা এ ধরণের কারামত জাহের হবে। কিংবা ডাকাত, ফাসেক-ফাজের ও খারাপ লোককে আবদালের পদ মর্তবায় পৌছিয়ে দেওয়া। ইহুদী ও নাসারাকে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা হাসিল হওয়া। যেমন- হুজুর গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু হতে সংঘটিত হয়েছিল, পাঁচ হাজার ইহুদী ও নাসারা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, খারাপ ও ফাজের এবং ডাকাত ও চোরকে বেলায়তের মনসবে পৌছিয়ে দেওয়া। যেমন সৈয়্যদুনা গাউছে আ'জম (রা:) লক্ষাধীক ফিৎনা-ফাসাদী লোককে তাওবা করায়ে উচ্চ স্তরের মো'মেন বানিয়ে দিয়েছেন।

জনৈক কবি বলেন;

بلا کر فاسقوں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ
ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا

উচ্চারণ: বুলা কর্ ফাসেকু-কো দেতে হে আব্দাল কা রোত্বাহ
হামীশা জুশ-ফর রহ্তা হায় দরইয়া গাউছে আযম কা।

অর্থ: কোন এক সময় ফাসেকদেরকে নিকটে ডেকে আবদালের মর্তবা দান করতেন, সর্বদা গাউছে পাকের গাউছিয়াতের সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে বিরাজমান থাকত।

সর্ব সাধারণের গ্রহণযোগ্যতা ও পরিচিতি লাভ করা। যুগের উল্লেখযোগ্য আউলিয়াগণ তাঁর দরবারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং অনুমতি সাপেক্ষে ঘরে প্রবেশ করা। আর প্রয়োজন বোধে পানির উপর চলা এবং বাতাসের উপর উড়া।

হযরত খাজা আবদুল ওহাব রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু (যিনি গাউছে পাকের ছাহেবজাদা) বলেন; আমি অধমের সম্মানিত পিতা সপ্তাহে তিনটি ওয়াজ করতেন। দু'বার তাঁর মাদরাসার মসজিদে জুমার দিন সকালে আর মঙ্গলবার রাত্রে, আর একবার তাঁর মেহমানখানায় বুধবার সকালে।

গাউছের শান এমন হতে হবে যে, তাঁর মজলিস এবং ওয়াজ মাহফিলে আলেম-ওলামা ও মুফতী-মুহাদ্দিসগণের ব্যাপক জমায়েত হওয়া। গাউছ শরীফ, পদ মর্যাদাবান ব্যক্তি ও খান্দানী বংশের এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের হবে।

তাঁর তাকরীর লেখার জন্য চারশত কাতেব কলম ও দোয়াত নিয়ে সর্বদা অবস্থান করতেন।

অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর মজলিসের আসনসহ উপরে উঠে লোকদের মাথার উপর হয়ে বাতাসে, তথা উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং পরে তাঁর আসনসহ পুনরায় ফিরে আসতেন। এটিই হচ্ছে শানে গাউছিয়াত। আর আপন সময়কালের আলেম ও ফকীহগণের অন্তর তার অধিকারে ও কব্জায় ছিল। সমস্ত আলেম ও ফকীহগণের অবস্থা

সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হয়ে তাদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতেন। এটিই হচ্ছে গাউছিয়াতের শান এবং গাউছে আ'জমের জলওয়ায়ে শানে কারামত।

গাউছে পাকের জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষায় একশত আলেম ও ফকীহর ব্যর্থ চেষ্টা

হযরত মুফার্‌বাজ বিন বরকাত আশবিয়ানী রহমাতুল্লাহে আলাই বলেন; যখন হতে গাউছে পাকের গাউছিয়াতের সুখ্যাতি ও পরিচিতি বিস্তার লাভ হয়েছে সমস্ত শহরের মধ্যে, তখন বাগদাদের বড় বড় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মধ্যে একশত ফকিহ ও মুহাদ্দিস তাঁকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে একত্রিত হল। তারা প্রত্যেকই এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করে যে, তারা প্রত্যেকই একেক জন একেকটি বিষয়ের উপর নৃত্য-নতুন মাসআলার অবতারণ করবে। অর্থাৎ হযরত গাউছে পাকের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করবে। শেষ পর্যন্ত এ সমস্ত ওলামা ও ফোকহা তাঁর ওয়াজ-মাহফিলের মধ্যে তাশরীফ নিলেন, আমি (বর্ণনাকারী হযরত মুফার্‌রাজ রহ:) তখন উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। যখন উক্ত আলেম-ফকীহগণ মজলিসে এসে বসে পড়ল, তখন তিনি আপন মস্তক অবনত অবস্থায় নিরব রইলেন, সে সময় তাঁর মূখ হতে এক নূরানী আলোকরশ্মি বের হল, যা কেউ অনুধাবন করতে পেরেছে, আর কেউ পারেনি। ঐ নূরানী আলোকরশ্মি ঐ সমস্ত ওলামা ও ফোকহাগণের সিনার উপর গিয়ে পৌছে, যার সিনার মধ্যে উক্ত আলোকরশ্মি গিয়ে পৌঁছেছে সে অত্যন্ত হয়রান ও পেরেশান হয়ে গেল, এরপর তারা প্রত্যেকই চিল্লা চিল্লি ও হাউমাউ করে নিজ নিজ কাপড়-চোপড় ছিড়ে উলঙ্গ ও বিবস্ত্র হয়ে মঞ্চে উঠে গাউছে পাকের কদমের উপর তাদের মাথা (মস্তক) ঝুকিয়ে দিলেন। মজলিসে হৈ চৈ ও

শুরগোল হয়ে পড়ল। মনে হল যেন বাগদাদ থর থর করে কেঁপে উঠল। এরপর হযরত গাউছে পাক এক একজন করে তাঁর সিনার সাথে লাগালেন, তখন তাদের মধ্যে এক একজনকে সম্বোধন করে হযরত গাউছে পাক এরশাদ করলেন যে, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই। অর্থাৎ তাঁদের শিখিয়ে আসা প্রশ্ন যা গাউছে পাককে করবে বলে মনে করে এসেছে তা গাউছে পাক হুবহু প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক এর যথাযথ উত্তর দিয়ে দিলেন। যখন তিনি প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর মজলিস সমাপ্ত হয়ে গেল। তাদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, তখন তোমাদের কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তারা বলল যে, যখন আমরা ঐখানে গিয়ে বসলাম তখন আমাদের নিকট যে জ্ঞান ও ইলম ছিল তা আমাদের হতে লোপ পেয়ে গেল অর্থাৎ আমরা এমন হয়ে গেলাম যে, মনে হল আমরা কোন লেখা পড়া করিনি, এমনকি একেবারে অজ্ঞ ও মূর্খ হয়ে গেলাম, জ্ঞান-ইলম বলতে আমাদের মধ্যে তখন কিছুই ছিল না। অত:পর যখন তিনি আমাদের সাথে সিনা মিলালেন তখন আমাদের নিকট হতে চলে যাওয়া ঐ জ্ঞান ও ইলম পুনরায় এসে গেল, তিনি আমাদের প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন যা সাধারণত: আমরা জানতাম না।

জনৈক কবি যথার্থ বলেছেন;

فقیہوں کے دلوں سے دھودیا انکے سوالوں کو

بنی آدم کے دلوں پر ہے قبضہ غوث اعظم کا

(ফকিহদের অন্তর থেকে তাদের প্রশ্নগুলো মিটিয়ে দিয়েছেন, মানব জাতির আত্মা নিয়ন্ত্রণের অধিকার গাউছুল আজমের রয়েছে।)

উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস, মুফতী ও আলেম হওয়া গাউছিয়াতের অন্যতম

শান। গাছ-গাছালি ও পাথরও গাউছের হুকুম পালন করে থাকে এবং সমস্ত চড়ুই পাখী গাউছে আ'জমের হুকুম মান্য করা উহাও শানে গাউছিয়াতের অন্যতম মাহাত্ম।

গাউছিয়াতের শান ও আলামত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে, আল্লামা ইউসুফ নাব্হানী (রহ:), আল্লামা মুহিউদ্দীন আরবী (রহ:), আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া হালবী (রহ:) ও শাইখ আল্লামা নুরুদ্দীন হাসন আলী রহমাতুল্লাহে আলাইহে রাহমাহ প্রমূখ উল্লেখযোগ্য মণীষিদের লিখিত কিতাব অধ্যায়ন করতে পারেন।

এখানে সংক্ষিপ্তকারে আমি বর্ণনা করেছি।

গাউছে পাকের কোরআন মজিদ হেফজকরণ

গাউছে পাক (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) পূর্বেই বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন শরীফ হেফজ করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ও মশহুর বনর্ণা মতে তিনি মায়ের গর্ভে (পেট মোবারকে) থাকা অবস্থায় কোরআন মজীদ হেফজ করেছিলেন, যখন তার মাতা সাহেবানী কোরআন মজীদ পাঠ করেছিল।

বর্ণিত আছে- যখন হযরত সৈয়্যদুনা শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) কে শিশু অবস্থায় মকতবে ভর্তি করে প্রাথমিক ভাবে আউযু বিল্লাহ, বিছমিল্লাহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকের নিকট নিয়ে গেলেন তখন সেই বুজুর্গ ছেলে আউযু বিল্লাহ, বিছমিল্লাহ পাঠান্তে পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম থেকে পাঠ করা আরম্ভ করলেন এমনকি তিনি এক নাগারে আঠার পারা পর্যন্ত পাঠ করলেন আর শিক্ষক মহোদয় তা শ্রবন করতে রইলেন। গাউছে পাক আঠার পারা কোরআন পাঠ শেষে আর না পড়ে বন্ধ করে দিলেন। তখন শিক্ষক মহোদয় বললেন আরো পাঠ কর হযরত ছরকারে গাউছে পাক (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন- আমার আর মুখস্থ নাই। আমি আঠার পারা পর্যন্ত হেফজ করেছি।

শিক্ষক সাহেব বললেন তুমি এই আঠার পারা পর্যন্ত কার নিকট হতে হেফজ করেছিলে, তোমার শিক্ষক কে ছিল? বুজুর্গ শাহাজাদা ছেলে আবদুল কাদের বললেন- আমার মাতা সাহেবানীর পেট মোবারকে আমি যখন গর্ভাবস্থায় ছিলাম তখন আমার মা এই আঠার পারা পযর্ন্ত পাঠ করেছিলেন তখন আমি গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন এই আঠার পারা শ্রবণ পূর্বক হেফজ করেছিলাম অর্থাৎ আমার মায়ের পবিত্র পেট মোবারকে থাকা অবস্থায় আমার মা যা পাঠ করেছিল তা আমি হেফজ করি এজন্যই এই পর্যন্ত আমি পাঠ করে বন্ধ করে দিয়েছি। কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে- হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) খুবই তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন ছিল। তাঁর মেধা শক্তির কোন তুলনা ছিলনা। একবার যা শ্রবন করতেন তা মুখস্থ হয়ে যেত তা আর ভুলতেন না। যখন তাঁর মাতা সাহেবানী প্রতি রাত্রে তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে আঠার পারা কোরআন বার বার পাঠ করেছিলেন। যেহেতু তার মা আঠার পারা কোরআন হাফেজা ছিলেন, সেহেতু গাউছে পাক আঠার পারা হেফজ করে নেন। এরপর যখন তাকে মাদ্রাসায় পড়ার জন্য নিলেন তখন মাদরাসার অন্যান্য ছাত্ররা তাকে খুবই ইজ্জত সম্মান করতেন, এমনকি শিক্ষকরাও তাকে স্নেহ ও মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি সমস্ত কাজ কর্ম থেকে পরহেজ থাকতেন (সংগ্রহ- বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর জীবনী, কৃত মাওলানা মোস্তফা জামান এম. এম. এম. এ)

হযরত কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী মায়ের গর্ভ হতে পনর পারা কোরআনে হাফেজ ছিলেন

হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্লাহ আলাই এর বয়স যেদিন চার বছর চার মাস চার দিন পরিপূর্ণ হয়েছে, বিসমিল্লাহ এর সবক দানের জন্য লোকদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মূঈনুদ্দীন আজমীরি (রহ.) ও তাশরীক এনেছিলেন। যখন বখতিয়ার কাকীকে বিসমিল্লাহ সবক দানের জন্য চাইলেন ঠিক তখনি ইলহাম তথা অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল- একটু অপেক্ষা কর হযরত হামীদ উদ্দীন নাগুরী রহমাতুল্লাহে আলাই তাশরীক আনতেছেন, তিনিই তাকে সবক দান করবেন। আর অপরদিকে নাগুরে হযরত হামীদ উদ্দীন নাগুরী (রহ.) এর নিকট অদৃশ্য ভাবে নির্দেশ হল তুমি এখনিই দ্রুত বেগে দিল্লী চলে যাও ঐখানে আমার এক অতীব প্রিয় বান্দাকে বিছমিল্লাহ পাঠ করাতে হবে। কাজী হামীদ উদ্দীন তাশরীফ আনলেন এবং ছাহেবজাদা বখতিয়ার কাকীকে বললেন পাঠ কর বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম। আদেশ মাত্র আউযু বিল্লাহ এর সাথে বিছমিল্লাহ পাঠ করে পনর পারা কোরআন শরীফ মূখস্থ পড়ে শুনালেন। হামিদ উদ্দীন নাগুরী (রহ.) বললেন বেটা আরো পড় তখন তিনি বললেন আমি আমার মা সাহেবানীর গর্ভে থাকা অবস্থায় এই পনর পারা শ্রবন করেছি এবং মুখস্থ করে নিয়েছি। উল্লেখ্য যে কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী তার মায়ের গর্ভে ছিলেন তখন তাঁর মা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছিলেন। পনর পারাই তেলোয়াত করেছিল এবং তিনি এই পনর পারাই হেফজ করেছিলেন। (সংগ্রহ- মালফউজাতে আ'লা হযরত খুতবায়ে নঈমী কৃত- মাওলানা কারী মুহাম্মদ উমীন নঈমী ছাহেব)

হাদীস শাস্ত্রসহ অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের বর্ণনা

হযরত গাউছে পাক (রহ.) অনুধাবন করলেন যে- জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলমানের জন্য কেবলমাত্র ফরজ নয় বরং তা আত্মার সমস্ত ব্যাধীর শাফা ও নিরাময়। জ্ঞান হচ্ছে পরহেজগারীর একটি সঠিক রাস্তা এবং পরহেজগারীর অন্যতম একটি সুস্পষ্ট দলিল।তা বিশ্বাসের রাস্তা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ রাস্তা এবং তাকওয়া পরহেজগারীর একটি উচ্চতর স্তর। নেক ও সৎ লোকদের জন্য অন্যতম সৌন্দর্যময় ও গৌরবের বিষয়। তাই হযরত গাউছে পাক (রহ.) ইলম তথা জ্ঞান অর্জনের জন্য আপ্রান চেষ্ঠা ও মনোনিবেশীত হলেন এবং জ্ঞানের সমস্ত শাখা তথা প্রতিটি বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জনের লক্ষে দূর ও নিকটবর্তী ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজা'ম এবং ইমাম-আইম্যাদের নিকট হতে যথাযথ চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে তা অর্জন করেন।

কোরআন শরীফ হেফজ করণের পর গাউছে পাক (রহ.) ইলমে ফিকাহ তথা ফিকাহ শাস্ত্রের উপর বুৎপত্তি অর্জন করেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আবুল ওয়াফা আলী ইবনে আকীল হাম্বলী, আবুল খাত্তাব মাহফুজ আল্-কালুজানী হাম্বলী আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে কাজী, আবু ইয়ালী ইবনে আল- হাসনাইন ইবনে মুহাম্মদ আল- ফাররা হাম্বলী, কাযী আবু সাঈদ আল- মোবারক ইবনে আলী মাখরযী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আলেমগণের নিকট হতে উসুল ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাসআলা-মাসায়েল অর্জন করেন। যদিওবা কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তাদের সাথে মতানৈক্য ছিল।

ইলমে আদবের জ্ঞান তিনি আবু জাকারিয়া ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আলী আত্- তীবরীজির নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন উস্তাদের নাম

হযরত গাউছে পাক (রহ.) হাদীস শাস্ত্রের উপর অনেক শীর্ষ স্থানীয় মাশয়েখগণের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করেন। তন্মধ্যে- মুহাম্মদ ইবনে হাসান বাল্যকালীন, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে খাশীশা, আবুল ক্বাতায়েম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আলী ইবনে মায়মুন ফারসী, আবু বকর আহমদ ইবনে মোজাফ্ফর, আবু জাফর ইবনে আহমদ ইবনে হোসাইন, ক্বারী সিরাজ আবুল কাসেম আলী ইবনে আহমদ ইবনে বানানুল কুরখী, আবু তালেব আবদুল কাদের ইবনে মুহাম্মদ ইউসুফ, আবদুর রহমান ইবনে আহমদ আবু বরকাত, হাব্বাতুল্লাহ ইবনে মোবারক, আবুল ফরাহ মুহাম্মদ ইবনে মোখতার, আবু নসর মুহাম্মদ আবু গালেব আহমদ আবু আবদুল্লাহ আওলাদে আলী, আবুল হাসান মুবারক ইবনে তাইয়ুরী, আবু মনছুর আবদুর রহমান কাজ্জাজ্, আবু বরকাত তালহা আল্-আলী প্রমূখ উল্লেখযোগ্য মাশায়েখগণের নিকট হতে হাদীস শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন।

মুহিউদ্দীন উপাধী খেতাব প্রাপ্তির কারণ

হযরত গাউছে পাক (রহ:) এর নিকট তাঁর উপাধী মুহিউদ্দীন হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন; যে ৫১১ হিজরীর ঘটনা। আমি কয়েকজন পর্যটকের সাথে বাগদাদে ফিরে আমি, তখন আমি একজন অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যিনি খুবই দূর্বল ও সিফসিফে শুকনো এবং হলুদ রং বিশিষ্ট ছিল, এর সামনে হয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, তিনি আমাকে সালাম করলেন এবং নিকটে ডেকে বললেন যে, আমাকে উঠিয়ে বসাও, আমি সালামের জবাব দিয়ে তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁকে উঠায়ে বসালাম, তখন তাকে খুবই মোটা-তাজা ও রিষ্ট পুষ্ঠ এবং সৌন্দর্য্য আকৃতির চেহারা মনে হতে লাগল, এক কথায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ

ও স্ববল হয়ে গেল। তখন তাঁকে দেখে আমার কিছুটা ভয় অনুভব হল, কেননা তাঁকে এই মাত্র দেখলাম খুবই দূর্বল ও রোগাক্রান্ত কিন্তু উঠায়ে বসার পরক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ স্ববল মানুষ হয়ে গেল। অত:পর তিনি আমাকে বললেন; তুমি কি আমাকে চিন অর্থাৎ আমি কে তুমি তা জান? আমি বললাম না, আমি আপনার পরিচয় জানি না। তখন তিনি বলল আমি দ্বীনে ইসলাম (আমি ইসলাম ধর্ম) হই। আমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছি, আমার মৃত্যু খুবই সন্নিকট হয়ে পড়েছে, আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমাকে তোমার বদৌলতে নতুন জীবন দান করেছেন। অত:পর আমি তাঁকে ছেঁড়ে জামে মসজিদে আসলাম, এখানে একজন ব্যক্তি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আমাকে এয়া সৈয়্যদী মুহিউদ্দীন (يا سيدى محى الدين) বলে সম্বোধন করলেন, অত:পর যখন আমি নামাজ আরম্ভ করার প্রস্তুতি নিলাম তখন চতুর্পাশ হতে লোকগণ এসে আমাকে يا محى الدين বলে ডাকতে লাগল এবং বিজয় কামনা করতে লাগল। এর পূর্বে কখনো কেউ আমাকে এই নামে ডাকে নি।

শাইখ আদীর দোয়ায় এক মুহূর্তে কোরআন শরীফ হেফজ করণ

হযরত শাইখ আদী ইবনে মোসাফির রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু এর খাদেম শাইখ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বাতায়েখী হতে শ্রবণ করেছেন আর হযরত শাইখ আদী ইবনে মুসাফির (রা:) এর খাদেম তিনি সনদসহ বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত শাইখ আদী ইবনে মুসাফির (রা:) এর খেদমতে বৎসর খানিক ছিলাম। তাঁর অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আমি নিজেই স্বাক্ষী যা, আমার উপর ঘটেছিল। একদিন আমি আমার হাতের উপর গরম পানি ঢালছিলাম তখন হুজুর শাইখ আদী (রা:) আমাকে বললেন যে, তুমি কি করছ, আমি বললাম যে, কোরআন মজীদ তেলওয়াতের ইচ্ছা করতেছি, কেননা আমি পবিত্র কোরআনের সূরায়ে ফাতেহা ও সূরায়ে এখলাস ব্যতীত আর কোন সূরা মুখস্থ রাখতে পারছিনা। পবিত্র

কোরআন মূখস্থ করা আমার উপর খুবই কঠিন ও মুশকিল হয়ে পড়েছে। তখন তিনি তাঁর হাত আমার সিনার উপর মারলেন, তখন আমি ঐ সময় হতে পুরো কোরআন শরীফ হেফজ করে নিলাম এবং আমি তাঁর নিকট হতে বের হয়ে পুরো কোরআন শরীফ পাঠ করতে লাগলাম। পবিত্র কোরআনের কোন আয়াতের মধ্যে উলট-পালট হচেছ না। আমি এখনো পর্যন্ত কোরআন শরীফ পাঠে অন্যান্য লোকদের তুলনা খুবই সুন্দর ও ভাল পড়তেছি এবং কোরআন শরীফ শিক্ষা দানে খুবই পারদর্শী। الحمد لله حمدًا كثيرًا

শাইখুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রা:) সেই শাইখ আদী ইবনে মুসাফিরের কথা প্রায় সময় বলতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর বাদশাহীর স্বাক্ষী দিতেন এবং এটিও বলতেন যে, যদি নবুওয়াত মুজাহেদা তথা পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে পাওয়া যেত তবে নিশ্চয় সেই আদী ইবনে মুসাফির তা পেতেন। (বাহজাতুল আসরার শরীফ)

গাউছে পাকের বাল্যকালীন কিছু ঘটনা ও অবস্থা

নিম্নে বর্ণিত ঘটনা "হায়াতে মুয়াজ্জম" এর মধ্যে হযরত আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মনির ছাহেব লক্ষ্মৌভী আলাইহি রাহমাহ হতে উদ্ধৃত।

হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী বলেন; যখন আমার বয়স দশ বছর ছিল এবং আমি মকতবে পড়ার জন্য যাচ্ছিলাম, তখন দেখছিলাম ফেরেশতারা আমার আশে পাশে হালকা করতেছিল এবং যখন আমি মকতবে পৌছতাম তখন ফেরেশতা উচ্চ স্বরে বলত যে অর্থাৎ উঠ অলী আল্লাহর জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও। افسحوا لولى الله। অর্থাৎ উঠ অলী আল্লাহর জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও।

হযরত শাহ বেলায়তের এগারতম বংশ ধারায় তাঁর জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ তিনি এগারতম বংশধর।

মাতা সাহেবানীর বংশ সিল্‌সিলায় তিনি হযরত আলী রাদ্বি আল্লাহু তা'লার আনহুর আঠারতম বংশধর।

মাদারজাত তথা মাতৃগর্ভ হতে অলী হয়ে যখন দুনিয়াতে আসেন তখন তাঁর কোন পাহারাদার ও রক্ষক এবং মানুষের মধ্যে কোন শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন ছিল না। বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির মধ্যে এমন ছিল যে, তিনি প্রত্যেক কিছু মোশাহেদা দ্বারা প্রতিদিন একেকটি নিত্য নতুন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

গাভীর মূখ হতে মানুষের ভাষায় কথা বের হওয়ায় তাঁর মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধন

হযরত গাউছে আজম খুবই তীক্ষ্ম মেধা সম্পন্ন ছিল। তিনি সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন শরীফ হেফজ করেন এবং বেশ কয়েকটি পাঠ্য কিতাব তাঁর নিজ জন্ম স্থানে পড়েছেন। যখন তাঁর সম্মানিত পিতা এই পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেলেন তখন তিনি বাধ্য হয়ে ঘরের বিভিন্ন কাজ-কর্ম সমাধা করতেন। যখন তাঁর বয়স সতর বৎসর হল, তখন একদিন যা يوم عرفه তথা আরাফার দিন ছিল, তিনি তাঁর গাভী দেখাশুনা ও হেফাজতের উদ্দেশ্যে সেটির পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ উক্ত গাভীটি পিছনে ফিরে বলল; হে আবদুল কাদের ما لهذا خلقت ولا بهذا امرت অর্থাৎ তোমাকে এই কর্মের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি এবং তোমাকে এই কাজের হুকুম দেয়নি। বরং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নির্দিষ্ট এমন কিছু কর্মের জন্য তোমার সৃষ্টি এবং তোমাকে খুবই উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তোমার জন্য অবশ্যই কর্তব্য যে, প্রতিটি মুহূর্ত সেই সত্যিকার মা'বুদের পরিচয় ও জ্ঞান লাভে ব্যস্ত থাকা এবং একটি মুহূর্তও যেন নিরর্থক ও অবসরে অতিবাহিত না করা। হযরত গাউছে পাক কথা বলার শক্তিহীন এ গাভীটির মূখে মানুষের ভাষায় কথা বলতে

দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং ঐখান হতে ফিরে এসে বালাখানার ছাদের উপর উঠলেন, তখন তিনি ঐখান হতে আশ্চার্য, অলৌকিক কিছু অবলোকন করলেন, তিনি দেখলেন জমীন ছোট আকৃতিতে হয়ে গেছে যার দ্বরূন আরাফাতের পাহাড় সম্পূর্ণভাবে তাঁর সামনে দেখা যাচ্ছে এবং হাজী ছাহেবগণ ইহরাম বেঁধে দন্ডয়মান, এ সমস্ত কিছু গোচরীভূত হওয়ার পর তাঁর মধ্যে জজবা ও শওক-যওক সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তিনি বাগদাদে যাওয়া ও জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করল তখন তিনি বালাখানার ছাদ হতে নেমে তাঁর সম্মানিত মাতা সাহেবানীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন যে, আপনি আমাকে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দাও এবং অনুমতি প্রদান করুন যেন, বাগদাদে গিয়ে খোদা প্রদত্ত ঐশী জ্ঞান তথা কোরআন, তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ-ফতোয়ার জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে পারি। কেননা ইলম ব্যতীত খোদাকে চেনা যায় না। ছালেহীনদের সান্নিধ্যে গিয়ে নিজেকে মর্যাদাবান করি। তখনকার সময়ে বাগদাদে সমস্ত ইলম ও জ্ঞানের চর্চা অব্যাহত ছিল। জাহেরী-বাতেনী জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাগদাদ। লোকগণ দলে দলে এখানে আসতে লাগল জ্ঞানের পিপাসা নিবারণের জন্যে। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাগদাদের মাদরাসা সমূহের বিকল্প অন্য কোন জায়গা বিরল ছিল-তখনকার সময়ে। সমস্ত জাহেরী-বাতেনী জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ। এ জন্যই তাঁর বাগদাদে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগল। মাতা সাহেবানী হযরত গাউছে পাকের নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, তুমি আমাকে ছেড়ে বাগদাদে যাওয়ার জন্য কেন উৎফুল্ল, তখন হযরত গাউছে পাক (রা:) উপরোল্লিখিত গাভীর ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাগদাদে যাওয়ার সময় ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত

মাতা সাহেবানী তাঁকে বাগদাদে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করলেন এবং আশি (৮০) দিনার যা তাঁর পিতা ইন্তেকালের সময় রেখে যান তার মধ্য হতে চল্লিশ (৪০) দিনার তাঁর জামার বগলে সিলাই করে দেন এবং বলেন; আশি (৮০) দিনার আমার নিকট আছে যা তোমার পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ, তার মধ্য হতে তোমার ভাগে চল্লিশ দিনার আর চল্লিশ দিনার তোমার ভাই আবদুল্লার। আমি তোমাকে তোমার ভাগের চল্লিশ দিনার তোমার সফর খরচের জন্য দিচ্ছি। হযরত গাউছে পাক (রা:) বলেন; আমার মাতা সাহেবানী অত্যন্ত দূর্বল ও বৃদ্ধা অবস্থায় আমাকে শহরের বাইরে বিদায় দেওয়ার জন্য আসলেন এবং বিদায় দেওয়ার প্রাক্কালে বলতে লাগলেন যে, বেটা আমার একটি উপদেশ ও নসিহত মেনে চলবে, কোন অবস্থায় এবং কোন সময় মিথ্যা বলবে না, কেননা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন;

اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থাৎ সত্যের মধ্যে বিজয় আবশ্যম্ভীত আর মিথ্যায় ধ্বংস অবধারিত। আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার নিকট হতে বিদায় দিলাম, সম্ভবত: তোমার মূখ আমি কিয়ামতের দিন দেখা নসিব হবে। যখন তোমার উপর কোন বিপদ-আপদ এসে যায়, তখন নিম্নোক্ত দোয়াটি একশত বার পাঠ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় যত বড় মুশকিল ও মুসিবত আসুক না কেন তা দূরীভূত হয়ে যাবে। দোয়াটি হচ্ছে-

اَللّٰهُ كَافِى قَصَدْتُ الْكَافِى لِكُلِّ الْكَافِى كَفَافِى الْكَافِى وَنِعْمَ الْكَافِى وَلِلّٰهِ الْحَمْد

উচ্চারণঃ আল্লাহু কাফী ক্বাসাদ্‌তুল কাফী লে-কুল্লিল কাফী কাফাফীল কাফী ওয়া নে'মাল কাফী ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

আমার এই নসিহত সর্বদা খেয়াল রেখো। আমি মায়ের সাথে তা অঙ্গীকার করলাম যে, তার নসিহত সর্বদা মেনে চলব। এরপর মাতা সাহেবানী বলল; হে আবদুল কাদের তোমাকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিলাম তিনিই একমাত্র তোমার হেফাজতকারী।

অত:পর আমি আমার মাতা সাহেবানীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বাগদাদ মূখী একটি ছোট কাফেলার সাথে রওয়ানা হলাম। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমার পরীক্ষার সময় এসে গেল। যখন আমাদের কাফেলা হামদান অতীক্রম করছিল তখন এর সন্নিকট হতে ষাট জন ডাকাতের দল একেক করে তাদের ঘাঁটি হতে বের হয়ে আমাদের উপর হামলা করে বসল। কাফেলায় যে সমস্ত মাল সামান ও জিনিস পত্র ছিল সব কিছু লুট করে নিল। আমাদের কাফেলার একজনও ডাকাতের হামলা হতে রেহাই পায় নি। প্রত্যেককে তল্লাশি করে সব কিছু নিয়ে গেল, সামান্য পরিমাণও অবশিষ্ট রাখলনা। তখন আমি আমার মাতা সাহেবানীর শিখিয়ে দেয়া দোয়া অর্থাৎ–

اَللّٰهُ كَافِى قَصَدْتُ الْكَافِى لِكُلِّ الْكَافِى كَفَانِى الْكَافِى وَنِعْمَ الْكَافِى وَلِلّٰهِ الْحَمْد

উচ্চারণঃ আল্লাহু কাফী ক্বাসাদ্‌তুল কাফী লে-কুল্লিল কাফী কাফাফীল কাফী ওয়া নে'মাল কাফী ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

এই দোয়াটি পাঠ করতে লাগলাম। আর এই দোয়ার বরকতে তাদের উপর কিছুটাও রহমত হয়নি, হ্যাঁ তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করল: হে ছেলে তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি? আমার গরীবি ও দারিদ্রতা অবস্থা দেখে তাদের ইয়াক্বিন ও বিশ্বাস ছিল

যে, আমার নিকট কোন কিছু নাই। কিন্তু আমার সম্মানিত মাতা সাহেবানীর ওয়াদা অনুযায়ী আমি সত্য কথা বলব সে হিসাবে আমি সত্যই বলে দিলাম যে, আমার নিকট চল্লিশ দিনার আছে। সে বলল দিনার গুলি কোথায়? আমি বললাম আমার বগলের নিচে সিলাই করা আছে, কিন্তু সে ডাকাতটি আমার কথার গুরুত্ব না দিয়ে বরং কৌতুক ও হাসি-তামাসা বলে মনে করে চলে গেল, কেননা আমাদের কাফেলার প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসার পর তারা বলল আমি মিসকিন আমার নিকট কোন কিছু নাই, পক্ষান্তরে তালাশ করার পর প্রত্যেকের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা পাওয়া গেল, তাই আমি সত্য বলাতে তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত:পর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে আমার নিকট ঐ একই প্রশ্ন করল যে, হে বেটা তোমার নিকট কিছু আছে? আমি ঠিক একই উত্তর দিলাম যে, আমার নিকট চল্লিশ দিনার আছে যা আমার বগলে সিলাই করা আছে। তখন সেও হাসি-তামাশা মনে করে চলে গেল, আর কোন প্রশ্ন করল না। তবে তারা উভয়ই তাদের সরদার যিনি একটি টিলার উপর বসা আছে। উক্ত কাফেলার লুণ্ঠিত সমস্ত মাল-সামান সঙ্গীদের মধ্যে বণ্ঠন করতেছিল এবং ঘটে যাওয়া ঘটনা যা আমি আমার নিকট চল্লিশ দিনার আছে বলেছিলাম। এ কথাটি ডাকাত সরদার শ্রবণ করত: আর্শ্চায্য হয়ে গেল এবং বলল ঐ ছেলেটিকে আমার নিকট নিয়ে আস। সুতরাং ঐ ডাকাতটি এসে আমাকে তাদের সরদারের নিকট নিয়ে গেল। ডাকাত সরদার ধমক ও কর্কট আওয়াজে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমার নিকট কি আছে? তখন আমি বললাম চল্লিশ দিনার আছে। ডাকাত সরদার বলল কোথায় আছে? আমি বললাম বগলের নিচে আমার মা সিলাই করে দিয়েছে। ডাকাত সরদার বলল জামাটি ছিড়ে দেখ, যখন তারা জামাটি ছিড়ল তখন দেখতে পেল এতে চল্লিশটি দিনার রয়েছে, তা দেখে ডাকাত সরদার বলল হে ছেলে তোমাকে দেখে খুবই বোকা ও বেকুফ মনে হচ্ছে। কেননা প্রতিটি মানুষ চায় তার মাল-সম্পদ দোষমন ও শত্রুর হাত হতে গোপন করতে, আর তুমি আমরা ডাকাত দল তা

জানা সত্ত্বেও তোমার নিকট রক্ষিত দিনারের কথা গোপন রাখলে না কেন, তোমার মা তোমাকে রাস্তার খরচের জন্য তোমার কাপড়ে দিনার সিলাই করে দিয়েছে, তুমি তা প্রকাশ করে দিয়েছ এবং তোমার নিকট দিনার আছে তা বারবার আমাদের নিকট স্বীকার করতেছ, এর কারণটাই বা কি আমাদেরকে একটু বল। তখন আমি বললাম, সফরের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়ার সময় আমার মাতা সাহেবানী আমাকে ওয়াদা করায়েছিল যে, বেটা সাবধান কখনও কোন অবস্থায় মিথ্যা বলিও না। যে রকম কঠিন মুসিবত ও বিপদ আসুক না কেন কিন্তু সত্য থেকে পিছপা হয়ো না। এ কথা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, যে কোন বালা-মুসবিত ও বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার ও বাঁচার একমাত্র মাধ্যম সত্য বলা। আর মুসিবত হতে নাজাত পাওয়ার মাধ্যমই কেবল সত্য বলা। কাজেই যেহেতু মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন; الجنة تحت اقدام امهاتكم। কাজেই আমি কিভাবে মিথ্যা বলতে পারি। এ জন্যই আমি প্রত্যেককে সত্য সত্য বলে দিলাম এবং আল্লাহর ফজলে করমে আমি আমার মায়ের সাথে যে ওয়াদা করেছি তা যথাযথ ভাবে পূরণ করেছি। এটি শ্রবণ করত: উক্ত ডাকাত সরদার যার নাম আহমদ বদভী ছিল ক্রন্দন করতে লাগল এবং বলে উঠল আল্লাহ আল্লাহ হে ছেলে! তুমি এত ছোট ও শিশু অবস্থায় তোমার মায়ের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করনি। যথাযথ আদায় করেছ। আফসুস যে, আমরা বছরের পর বছর আপন মা'বুদ খালেক ও মালেকের সাথে কৃত ওয়াদা খেলাপ করে আসছি এবং আল্লাহর বান্দাদের মাল-সামান লুঠ পাট করে নিতেছি, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে কিভাবে উপস্থিত হব এবং তাঁকে কিভাবে মূখ দেখাব। আমাদের পুরো জীবনটাই এই সমস্ত খারাপ ও ধ্বংসাত্ত্বক কর্মে অতিবাহিত করেছি। তখন ডাকাত সরদার তার অন্তরের কর্ন হতে আওয়াজ শুনতে পেল, হে আহমদ বদভী! এই ছেলের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। কিভাবে সে আপন মায়ের সাথে ওয়াদার প্রতি অটল রয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা খালেক ও মালেক মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে সৃষ্টির আদি দিবসে তুমি কি ওয়াদা করেছিলে তা কিসে তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে, এখন তুমি বল, তোমার ছেয়ে বড় জালেম ও অত্যাচারী আর কে? শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ:) বলেন; শেষ পর্যন্ত সে ডাকাত সরদার আমার কদমে ঝুকে পড়ল এবং আমার হাত, পায়ে চুমা দিতে লাগল এবং ক্রন্দন করতে লাগল। সে এবং তার অনুগত সমস্ত ডাকাত দল আমার হাতে তাওবা করল এবং আমার কাফেলার সমস্ত লোকদের ডেকে সমস্ত মাল-সামান ফিরিয়ে দিল। আর শপথ করে বলল, আজ হতে আল্লাহর ফরমান মোতাবেক জীবন অতিবাহিত করব।

হযরত গাউছে পাক (রহ:) মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া

হযরত গাউছে পাকের উস্তাদ আবু সাঈদ এর আপন মাদ্‌রাসা যা বাগদাদের বাবুল আজজ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল তা হযরত গাউছে পাকের নিকট সোপর্দ করে দিলেন এবং এটি পরিপূর্ণতার জিম্মাদারীও তাঁর নিকট সোপে দিল। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় যথা নিয়মে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং সমস্ত শহরে পরিচিতি লাভ করল। যার দরূন দলে দলে তাঁর নিকট ফয়েজ ও শিক্ষা লাভ করতে লাগল। আর মাদ্‌রাসায় ছাত্র সংখ্যাও এমন হারে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত মাদ্‌রাসায় ছাত্রদের বসার জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। মাদরাসার পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তিনি দিনের প্রথমার্ধে তাফসীর, হাদীস, নাহু, ছরফ এবং উসুল ইত্যাদির শিক্ষা দিতেন আর বাদে জোহর কোরআন মজীদের তরজুমা পড়াতেন। আর যে সমস্ত ছাত্ররা মাদ্‌রাসায় বসার জায়গা পেত না তারা মাদ্‌রাসার আশে-পাশে বাজার ও রাস্তায় বসে তাঁর তাকরীর শ্রবণ করতেন। তাঁর পাঠদান ও তাকরীর হতে ছাত্ররা এমন ভাবে ফায়েদা হাসিল করতেন যেমনটি একজন সুদক্ষ মুহাক্কিক উস্তাদের পাঠদান হতে অর্জিত হয়ে থাকে। এই শিক্ষা দানের ডঙ্কা এমন ভাবে

বিস্তৃত লাভ করল যে, বাগদাদ শহরের কিছু আমীরগণ স্ব-উদ্যোগে মাদ্‌রাসার আশে-পাশের সংলগ্ন জায়গা ক্রয় করে মাদ্‌রাসার জন্য ঘর তৈরী করে দিল। যার দ্বারা মাদ্‌রাসার পরিধি আরো প্রশস্ত হল।

হযরত গাউছে পাকের ওয়াজ-নসিহত

হুজুর গাউছে পাক (রা:) নিজেই এরশাদ করেন; ৫২১ হিজরী সালের শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে স্বপ্নযোগে সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে বলেছেন; يا بنى لما لا تتكلم হে আমার বেটা তুমি জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা প্রদান করতেছ না কেন? তোমার ওয়াজ-নসিহত হতে মানুষদেরকে মাহরূম তথা বঞ্চিত করছ কেন? আমি আরজ করলাম, হে আমার আক্বা! আমি একজন আজমী লোক, আরবী ভাষায় উত্তমরূপে বক্তৃতা দেওয়ার যোগ্যতা আমার নাই, বাগদাদের বাগ্মিতা ও পন্ডিতদের সামনে আমার বক্তৃতা দিতে ভয় লাগে। এই সমস্ত বলীগ-ফসীহ সম্মানিত লোকদের সামনে আমি কিভাবে কথা-বার্তা বলব। যদি বাগদাদের লোকেরা আমার কথা-বার্তা নিয়ে সমালোচনা করে বসে।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন; আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার মুখটি খোল, যখন আমি মুখ খোললাম তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাত বার কিছু পাঠ করে আমার মুখে ফুঁক দিলেন, তখন আমার মেধা ও জেহেন পরিস্কার হয়ে গেল। অত:পর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন;

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থাৎ: প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে থাক। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এহেন করম ও মেহেরবাণীতে আমার সিনা ও শরীরে এক প্রকার তরু-তাজা আত্মা সৃষ্টি হয়ে গেল, অন্তরে অলৌকিকত্বের বিকাশ। স্বপ্নযোগে নির্দেশের পর যোহরের নামাজের পর ওয়াজ-নসিহতের উদ্দেশ্যে মিম্বরে বসলাম এবং চিন্তা করতে লাগলাম যে, আমি কি বলব কেননা আমার চতুর্পার্শ্বে লোকে লোকারণ্য ছিল। আর প্রত্যেকেই আমার ওয়াজ শুনার জন্য অপেক্ষামান ছিল। আমার অন্তরে এক ইলমের দরিয়ার ঢেউ মারছিল, তবে মূখ বন্ধ ছিল। আমার মধ্যে একটি আশ্চর্য আতঙ্ক ও আকস্মিক ভীতি সঞ্চালিত হল। এমনকি একটি শব্দ পর্যন্ত মূখে বের হচ্ছিল না। যখন চুপচাপ নীরবভাবে জায়নামাজের উপর বসে রইলাম। ঠিক তখনিই আমার সম্মানিত পূর্ব পুরুষ বেলায়তের শাহেন শাহ হযরত আমীরুল মো'মেনীন আলী মুর্তজা (রা:) আমার চোখের সামনে দীপ্তিয়মান হলেন এবং আমাকে বলতে লাগলেন যে, ওয়াজ আরম্ভ করছ না কেন এবং লোকদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষমান অবস্থায় কেন ছেড়ে দিয়েছ, আমি আরজ করলাম, হে আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষ! দিল ও অন্তরের মধ্যে ওয়াজ-নছিহতে ভরপুর, কিন্তু মূখ বন্ধ। তিনি বললেন; মূখ খোল তখন আমি হুকুম পালন করে মূখ খোললাম, তিনি ছয়বার কিছু পাঠ করে আমার মুখে দম করলেন, আমি আরজ করলাম সাত বার কেন দম করলেন না? তিনি ফরমালেন, সরকারে কায়েনাত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিয়মের সম্মানার্থে একবার কম করলাম। এটি বলে তিনি আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরক্ষনই আমার মুখ খোলে গেল এবং আমি উপস্থিত সভাসদদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধন করে ওয়াজ আরম্ভ করে দিলাম, তখন হতে আমার অনর্গল ও মর্মস্পর্শী এবং অনলবর্ষী বক্তৃতার কথা পুরো বাগদাদে প্রচার হয়ে গেল এবং আমার

অন্তরের মধ্যে এমন শওক ও স্রোতধারা তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া উঠল যে, যদি কিছুক্ষণ সময় আমি চুপ থাকতাম এবং ওয়াজ না করতাম তাহলে আমার দম বন্ধ হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত মাহফিলে জনসমাগম এমনভাবে বৃদ্ধি পেত লাগল যে, মসজিদে জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না, অত:পর ঈদগাহের ময়দানকে বক্তৃতা কেন্দ্র হিসাবে প বেচে নিতে হইল। ঐখানে ওয়াজ আরম্ভ করার পর জ্বীন ও ইনসানের ভীড় লেগে যেত। দূর-দুরান্ত ও শহর হতে লোকগণ ওয়াজ শ্রবণের জন্য মাহফিলে আসতে লাগল। বাগদাদ শহরের মধ্যে তাঁর তেজোব্যঞ্জক অকাট্য যুক্তি, মনোহর কণ্ঠস্বর, গতিময় বাচনভঙ্গি এবং অনুপম বর্ণনাশৈলী বক্তৃতার কথা ছড়িয়ে পড়ল। চারশত ব্যক্তি সর্বদা তাঁর তাকরীর লিখতে থাকত। আর তাঁর ওয়াজ ও তাকরীর দূর-দুরান্ত ও কাছের প্রত্যেকেই একই সমান শ্রবণ করত এবং ফয়েজ-বরকত হাসিল করত। তাঁর ওয়াজ দ্বারা ফয়েজ প্রাপ্তের ক্ষেত্রে দূরবর্তী ও নিকটবর্তীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অর্থাৎ গাউছে পাক যখন বক্তৃতা প্রদান করতেন, তখন নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল শ্রোতাই সমভাবে তা শ্রবণ করত। তার আধ্যাত্ম শক্তির ফলেই ইহা সম্ভব হত। মূলত: রূহানী শক্তি যান্ত্রিক শক্তি হতে অধিক কার্যকর।

হযরত শাইখ আবু সাঈদ কুলুয়ুবী (রহ:) বলেন যে, হযরত গাউছে পাকের মজলিশে বহুবার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামকে দেখেছি এবং তাঁর মাহফিলে ফেরেশতা ও জ্বীনদেরকে কাতারবন্দী অবস্থায় দেখেছি। (সফিনাতুল আউলিয়া)

বাগদাদ শহরে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম যখন প্রকাশ হয়ে গেল, তখন বড় বড় আলেম ও ফকীহগণ জটিল, কঠিন মাসআলা যা তাদের বুঝে আসত না, তা তারা গাউছে পাকের নিকট জিজ্ঞাসা করত। দেখা যায় হযরত গাউছে পাক তাদের প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ ভাবে দিয়ে দিতেন। আল্লাহ সুবনাহু তা'লা সমস্ত মুশকিল দূরিভূতকারী। এটিই হচ্ছে

গাউছে পাকের শান-মর্যাদা। সুবহানাল্লাহ! প্রত্যেকই তাদের নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেত।

কখনো তিনি বলতেন, আজকে যে ব্যক্তি যা কিছু চাইবে তা ইনশা আল্লাহ প্রত্যেকই তাদের মনের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ পাবে। উপস্থিত সকলই তাঁদের স্ব-স্ব মনের আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদার ব্যাপারে দরখাস্ত করলে তিনি বলেন;

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا، پاره/১৫

অর্থাৎ: প্রত্যেককেই আমি দান করেছি, এদেরকে ও তাদেরকে তাদের প্রভূর বখশিশ ও দাতাদের অন্তর্ভূক্তি এবং প্রভূর বখশিশ ও দান কারো পরিধি ও বেষ্টনীতে নয়।

বর্ণনাকারী বলেন; আল্লাহর শপথ যে কেউ যা চেয়েছে সেই তাহাই পেয়েছে। এটিই তো গাউছে পাকের শান হয়ে থাকে।

গাউছে পাকের ওফাত শরীফ

হুজুর সরকারে গাউছে পাক শনিবার রাত্রে ১০ই রবিউস্সানি ৫৬১ হিজরীতে বাগদাদ শহরে আল্লাহর সান্নিধ্যে ইহকাল ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর বেলায়াত, ফয়েজ বরকতের আলোকবর্তিকা আমাদের উপর সর্বদা বিরাজমান।

اَفَلَتْ شُمُوْسُ الْاَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا

اَبَدًا عَلٰى اُفُقِ الْعُلٰى لَاتَغْرُبُ

উচ্চারণ: আফালাত্ শুমুছুল্ আউয়ালিনা ওয়া শাম্ছুনা

আবাদান্ আ'লা উফুকিল্ উলা লা-তাগ্রূবু

অর্থাৎ: পূর্ববর্তীদের আলোকরশ্মি পরিপূর্ণভাবে অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের সূর্য্য ও আলোকরশ্মি পূর্ণ মর্যাদা ও সগৌরবে আসমানের উপর সর্বদা আলোকরশ্মি ছড়াচ্ছে তা অস্তমিত হবে না।

হযরত গাউছে পাকের জানাজার নামাজের জন্য বাগদাদ শহর এবং চতুপার্শ্বস্থ এলাকা হতে দলে দলে হাজার হাজার লোক শরীক হয় এবং জানাজার নামাজে ইমামতি করেন হুজুর গাউছে পাকের সাহেবজাদা হযরত খাজা আবদুল ওহাব রহমাতুল্লাহে আলাইহে। আবু সাঈদ মাখজুমী মাদ্রাসা যেখানে হুজুর গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) শিক্ষকতা করেছিলেন। ওখানে তাঁকে দাফন করা হয়। বর্তমানেও তাঁর কবর শরীফ সৃষ্টির জন্য নিরাপদ ও আশ্রয়স্থল হিসাবে বিদ্যমান।

হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) এর বয়স ৯১ (একান্নব্বই) বৎসর ছিল। আবজাদের হিসাব অনুযায়ী তাঁর শুভ জন্মের সন عشق হিসাবে ৪৭০ হিজরী, আর معشوق হিসাবে ৫৬১ হিজরীতে তাঁর ওফাত শরীফ। আর كمال হিসাবে ৯১ বৎসর তাঁর বয়স হয়েছিল।

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া সম্পর্কে আপত্তির অবসান ও জবাব

কিছু সংখ্যক লোক ধারণা ও সন্দেহ করে থাকে যে, ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া হুজুর সৈয়্যদুনা গাউছে পাক (রাহমাতুল্লাহি আলাই) এর কালাম (কথা) নয়। তাদের সন্দেহের কারণ তিনটি-

প্রথমত: এতে ভাষার আরূয তথা ছন্দ, আরবী ব্যাকরণের নাহু, ছরফ হিসেবে কোন কোন শে'য়ারে ই'তিরাযও আপত্তি করেছে।

দ্বিতীয়ত: হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) উক্ত ক্বাসিদায় অহংকার ও গৌরবের বিকাশ করেছেন।

তৃতীয়ত: কোন কোন হুকুম ও নির্দেশ যা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'লার জন্য সুনির্দিষ্ট, তা নিজের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ও নিছবত করেছেন।

উপরোল্লিখিত আপত্তি সমূহের জবাব

কোন আমর কিংবা হুকুম প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে সাধারণত: দলিলে মুতাওয়াতের তথা পারস্পরিক বর্ণনাকৃত দলিলের প্রয়োজন। ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ علی التواتر তথা পারস্পরিক বর্ণনার ভিত্তিতে হযরত শাইখ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দেসা ছির্রুহুল আযীয এর সাথে সম্পৃক্ত। সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্র সমূহে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা এটি অজিফা হিসাবে পাঠ করে থাকে। আর আরবের মধ্যে এটি পাঠান্তে ফয়েজ-বরকত অর্জন করে আসছে। প্রতিটি কালে ও যুগের মধ্যে এই ক্বাসিদা শরীফের দ্বারা ছালেহীন ও জাহেদীনগণ উপকৃত ও লাভবান হয়ে আসছে। অতএব এই পারস্পরিকতা বিদ্যমানের ভিত্তিতে এটিকে অস্বীকার করা কোন ইনসাফ হতে পারে না।

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِى الْاَعْيَانِ شَيْءٌ

اِذَا اِحْتَاجَ النَّهَارُ اِلَى دَلِيْلٍ

উচ্চারণ: ওয়া লাইচা ইয়া চেহুহ ফীল্ আ'ইয়ানে শাইয়্যুন

ইজা ইহ্তাজা ন্নাহারু ইলা দলিলিন্

অর্থ: যদি দিন প্রমাণের জন্য দলিলের প্রয়োজন হয়, তবে বাস্তবিক পক্ষে কোন হাকিক্বত ও সত্য প্রমাণই হবে না।

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া দ্বারা যে প্রভাব ও মহত্বের সৃষ্টি হয় যা এটি আমরের উপর অবশ্যই সাক্ষী যে, নি:সন্দেহে এই ক্বাসিদা হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) এর এবং এর প্রভাবে দৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকিন অর্জিত হবে যে, এটি গাউছে পাকের কালাম ও বাণী।

আরবী ব্যাকরণ ছরফ, নাহু ও কবিতার ছন্দের উপর যেই ই'তিরায ও আপত্তি রয়েছে। আমরা এই সমস্ত কিছুর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব, আরবের ফসাহাত তথা বাগ্মীতা ও বাকপুটতার মাধ্যমে। انشاء الله

যাদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপকতা তথা গভীর জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং আরবের কালাম, কালামে আরবের উপর পুরোপুরি দখল নাই তারাই ই'তিরায ও আপত্তি করে থাকে। তবে প্রত্যেকে অবগত রয়েছে কেউ এটির অস্বীকার করে না, কেননা হযরত গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) একজন ফাজেল ও মুহাক্কেক এবং বাগদাদ যা জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। এই বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব বিষয়ে, সকলের উস্তাদ ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। বাগদাদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রচলন ছিল। শেখ সাদী রহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন;

کہ سعدی راہ ورسم عشق بازی پناں داند کہ در بغداد تازی

(হে সাদী! খোদা প্রাপ্তির পথের নিয়ম নীতির অনুসরণই মুক্তি দিয়েছেন, বাগদাদী ও আরবী সকলকেই।)

অতএব তাদের কথা ও কালামের অলৌকিক নিয়মের উপর কিছু বলাটা বেয়াদবী ছাড়া আর কিছু নয়।

ভাষাবীদগণ ভাষার সম্রাট, তাদের কথা-বার্তা সম্পূর্ণ ভাবে ভাষার বিশুদ্ধতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, আর যে সমস্ত লোকেরা আরবের

ত্ববকাতের দিওয়ান দেখেছে, সে সমস্ত হযরতগণ এ ধরণের আপত্তি উপস্থাপন করতে পারে না।

এ কথাও সত্য যে, শে'রের মধ্যে কবিগণ তাদের কবিতায় তাসরূফাতের অধিকার রাখেন।

يجوز فى الشعر ما لايجوز فى غيره

আল্লামা জমখশরী যিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও মুসলিম ভাষাবিদ ছিলেন, তিনি লিখেছেন যে, শে'র তথা কবিতার মধ্যে দশটি শব্দরূপ বা বিভক্তির রূপান্তরকরণ যায়েজ ও বৈধ। যথা:

(১) قطع (২) وصل (৩) تخفيف (৪) تشديد (৫) مد (৬) قصر
(৭) اسكان (৮) تحريک (৯) غير منصرف (১০) منصرف

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের উপর আপত্তি উত্থাপনকারীদের জবাবে আল্লামা জমখশরীর কথা ও আলোচনাই যথেষ্ট।

وَكَمْ مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيْحًا

وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيْمِ

উচ্চারণ: ওয়া কাম্ মিন্ আ'যেরীন ক্বাওলান ছহিহান

ওয়াফাত্হু মিনাল ফাহ্মিচ্ছাকিমে

অর্থাৎ: যে সমস্ত ব্যক্তি ছহি ও বিশুদ্ধ কথার উপর ভুল-ত্রুটি বের করার চেষ্টায় লিপ্ত, এতে তার মধ্যে অনুপযুক্ত ও দূর্বলতা বিদ্ধমান।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে; الا عمال بالنيات। অর্থাৎ আমলের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি নেয়ামত প্রাপ্তির শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা

আদায়ের বহি:প্রকাশের ইচ্ছা হয় তবে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত। আর এটি নেয়ামত বৃদ্ধির উদ্ভাবক।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (উচ্চারণ: লা-ইন্ শাকারতুম লা-আজিদান্নাকুম)

অর্থাৎ যদি তোমরা নেয়ামতের শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে নেয়ামত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন; انا سيد ولدادم ولا فخر অর্থাৎ আমি বনী আদমের সরদার হই কিন্তু তা অহংকার ও গৌরব নয় বরং নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করছি। অলী আল্লাহগণ কিছু কিছু কর্মের ক্ষেত্রে অলৌকিকতার বিকাশ এ জন্যই করে থাকেন যে, যাতে করে লোকগণ ঈমান গ্রহণ করে। মো'জেজা ও কারামতের উদ্দেশ্যই এটি।

ছরকারে গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) আপন পদমর্যাদার বিকাশ এ জন্যই করেছেন যে, লোকগণ অবহিত হয়ে তাঁর জ্ঞান হতে ফায়েদা হাসেল করেন এবং আল্লাহর নিয়মই হচ্ছে এটি যে, আপন বান্দাদেরকে অনুমতি দেন যাতে করে লোকগণকে আপন কামালাত ও বুজুর্গীর অবহিত, দ্বীন ও আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের নিয়ম-কানুনের অনুগত করে পরিচিতি লাভ করে।

ছরকারে গাউছে আ'যম (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার মধ্যে যা কিছু এরশাদ করেছেন; যেমন- মৃত যিন্দা হওয়া, নদী শুকিয়ে যাওয়া, পাহাড় টুকরা টুকরা ও অনু অনু হওয়া, যুগ ও জমানার অবগতিকরণ, আগুন নিভে যাওয়া ইত্যাদি অলৌকিকত্ব তথা কারামত ও মো'জেজা যার বর্ণনা পবিত্র কোরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে। যার বিকাশ আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মুরসাল তথা তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে করায়েছেন। অথচ এই সমস্ত অলৌকিকত্ব সম্ভব বলে প্রমাণিত এবং তা শরীয়ত সম্মত। এ সমস্ত ঘটনাবলীর অস্বীকার করা অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কি?

كتب تصوف তথা দর্শন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালাম আল্লাহ তা'লার নিকট হতে অহীর মাধ্যমে কাশ্ফ ও মো'জেযা অর্জন করেন। তবে আউলিয়ায়ে কেরাম (আল্লাহর অলীগণ) অহীর মাধ্যম ব্যতীত "العلماء ورثة الانبياء" (আলেমগণ নবীর উত্তরসূরী) এর আলোকে পরিপূর্ণভাবে শরীয়তে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র অনুসরণ-অনুকরণের ফায়েদা ও উপকৃত হয়ে থাকেন। আপন আপন স্তরে এ ঘটনাবলীর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। আশাকরি এর দ্বারা সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত হবে। এই বিষয়ের উপর ইমাম আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেজা খান (রহ:) এর লিখিত الزمزمة القمرية পুস্তিকাটি অতীব জ্ঞান উপকৃতময়।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে; এই যে, গাউছে পাক কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পর তিনি بقدرة المولى تعالٰ এর ক্বয়েদ তথা আল্লাহর কুদরত বলে শর্তারোপ করেছেন। যা কিছু হয়ে থাকে, সবই আল্লাহর অনুমতিতেই হয়ে থাকে। অতএব অলৌকিকত্ব তথা কারামত আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত, হযরত সরকারে গাউছে পাকের দিকে নয়।

অবশ্যই অলৌকিকত্ব তথা কারামতের বর্ণনা হুজুর সরকারে গাউছে পাক (রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু) ولو القيت سرّى বাক্য দ্বারা বলেছেন। কতক ছুফীয়ায়ে কেরামগণ سرّى শব্দের পারিভাষিক অর্থ কোরআন শরীফ বলেছেন। আর কোরআনে পাককে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অনুকরণের বহি:প্রকাশ।

শেখ সাদী আলাইহে রাহমাহ বলেন;

عجب است باوجودت کہ وجود من بماند تو بگفتن اندرائی ومرا سخن بماند

অর্থাৎ: আর আয়াতে কোরআনে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অসীম ও অফুরন্ত প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ইমাম বুসিরী আলাইহের রাহমাহ "ক্বাসিদায়ে বুরদা শরীফে" বলেন;

إِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِّنْ حَرِّ نَارِلَظَى

أَطْفَأْتَ حَرَّ لَظَى مِنْ وِّرْدِهَا الشَّيَمِ

উচ্চারণ: ইন্ তাত্‌লুহা- খীফাতাম্ মিন হাররি নারি লাযা

আত্‌ফাতা হাররা লাযা-মিন বিরদিহাস্‌সিইয়ামী।

অর্থ: যদি তুমি দোযখের আগুনের অগ্নিলোর ভয়ে কালামে পাক তেলাওয়াত কর; তাহলে তুমি আয়াতের শীতল পানি দ্বারা সে আগুনের প্রজ্জলিত অগ্নিশো'লা নির্বাপিত করতে পারবে।

لو القيت বাক্যের মধ্যে لو অক্ষরটি جملہ فعلیہ এর মধ্যে এসে থাকে, আর এর উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে যে, দ্বিতীয় فـعـل ও কর্মের অবস্থান প্রথম فعل তথা কর্মের দিকে হবে। অতএব আয়াতে কোরআনের প্রভাব দ্বারা একটি স্থানের প্রমাণ।

আবার কতেক ছুফীয়ায়ে কেরামগণ "ســرّ" শব্দের পারিভাষিক অর্থ, اسم ذات বলেছে। সে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলী মহান সত্তার প্রভাবের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। যা আল্লাহ জাল্লা মাজদুহুর কর্ম, বান্দার কোন কর্ম নয়।

যদি সুষ্ঠ ধ্যান-ধারণা দ্বারা গবেষণা করা যায় এ সমস্ত বাক্যের বরকত সমূহ এভাবেই উদীয়মান হবে যেমন সূর্য উদিত হওয়ার ক্ষেত্রে আপন দলিল। অর্থাৎ গাউছে পাকের এ সমস্ত বাক্যের বরকত বা হাকীকতের ক্ষেত্রে সঠিক চিন্তা-বিশ্লেষণ করলে প্রতিয়মান হবে যে, সূর্য উদিত হওয়াই হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার দলিল।

বাস্তবিক পক্ষে এ সমস্ত প্রশ্ন অবতারণার কোন যুক্তি হতে পারে না।

যারা এ বিষয়ে অন্ধ ও অপরিপক্ক সে সমস্ত লোকেরাই এ ধরণের প্রশ্ন ও আপত্তি করতে পারে।

مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

(যে দুনিয়াতে অন্ধ (ব্যর্থ) সে পরকালেও অন্ধ (ব্যর্থ)।

এ সমস্ত কিছু আমার অন্তরের ব্যাথা ও চিন্তা-চেতনা থেকে বর্ণনা করেছি। যা আমি কাদেরীয়া দরবারে আরজ করছি।

যাহির তথা বাহ্যত: দৃশ্যের লোকদের উপর আয়াতে কোরআন ও হাদীসে নববী এবং ক্বাসিদা ও আউলিয়াগণের অজিফার কোন প্রভাব হবে না এবং তারা এটির অস্বীকারকারী, আর বলে যে, কুদরতের পরিবর্তনে এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে কি অন্তর্ভূক্তি? প্রশ্ন ও আপত্তি এ জন্যই করে যে, যেহেতু তারা প্রকৃত বস্তুকে গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করে না এবং অন্তরকে আল্লাহর ইবাদত এবং মা'রেফাতের নূর দ্বারা প্রজ্জলিত করে না। এ জন্যই তারা সর্বদা ভুলের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। আর এ সমস্ত আপত্তি উত্থাপনকারীগণ সর্বদা যুক্তির আলোকে সব কিছু সীমাবদ্ধ রাখে। যারদরুন রূহানী ফয়েজ-বরকত হতে তারা বঞ্চিত। তাদের খেয়াল-ধারণা এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যে, প্রত্যেক "আমর" তথা কর্তৃত্বের হুকুমের ক্ষেত্রে দলিলে আক্বলি আবশ্যক। তাদের মনোতুষ্টি ও স্থিরতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা ও রাস্তা হচ্ছে, কোন একজন আরেফ তথা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হতে রূহানী সবক ও জ্ঞান অর্জন করা। আর তেমনিভাবে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শাব্দিক ও বিশ্লেষণমূলকভাবে পাঠ করা। আপত্তি উত্থাপনকারীরা যেমনিভাবে জাহেরী ও বাহ্যিক জ্ঞান ও বিষয়াবলী আবজাদ থেকে আরম্ভ করে অর্জন করেছে, কিন্তু অনুরূপ এর যথাযথ ভাবার্থের প্রতি কোন দৃষ্টিই দেয়নি। তবে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি তত্ত্বমূলক দলিল উপস্থাপন করছি, যাতে করে কালামের মধ্যে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে, এতে কোন প্রকার অস্বীকার করবে না।

প্রতিটি বস্তুর আকর্ষণীয় সম্পৃক্ততা বিদ্যমান

দেখুন প্রতিটি বস্তু জীব-জন্তু হউক, উদ্ভিদ কিংবা জড় পদার্থ হউক প্রত্যেকের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় সম্পৃক্ততা রয়েছে। যার প্রভাব মানুষের অন্তরে পড়ে থাকে এবং এর কারণে মানুষের খেয়াল-ধারণার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। যার দরুন তার কর্ম ও আমলের নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন হয়ে যায়।

মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত মিনারা খুবই আকর্ষণীয় ও পছন্দনীয় এ জন্যই হয়ে থাকে যে, মর্মর পাথরের বিভিন্ন অংশের সংযুক্তকরণ ও জোড়াদান এবং রঙের সম্পৃক্ততা রয়েছে, তদুপরি নকশা ও কারু-কার্যেও রয়েছে অনুরূপ সাদৃশ্য।

সেগুন নামক গাছ খুবই আকর্ষণীয় এই জন্য যে, এর শাখা-প্রশাখা এবং উচ্চতায় রয়েছে অতুলনীয় সম্পৃক্ততা, বরং এর পাতার শিরা-উপশিরায়ও রয়েছে অসাধারণ মিল।

আরবী ঘোড়া যার শারীরিক গঠন প্রণালীতে রয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য। অনুরূপভাবে কোন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে যদি যথাযথ আকর্ষণীয় সৌন্দর্য বর্ধন সম্পৃক্ততা থাকে তবে সেই অনুরূপ সুন্দর হবে। জমীন, সূর্য, চাঁদ, অন্যান্য তারকারাজীর মধ্যে সৌন্দর্য বর্ধন সম্পৃক্ততার কারণে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। সম্পৃক্ততার মাপকাঠি এ তই ব্যাপক যে, যা ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়।

আকর্ষণীয় সম্পৃক্ততা দূরবর্তী কিংবা নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা নির্দিষ্ট নয় বরং আকর্ষণীয় হওয়াই বাঞ্চনীয়। শব্দ, আওয়াজ, নড়া-চড়ার মধ্যেও সম্পৃক্ততা হতে পারে। নাসীম (বাতাস), ছমুম (যার

মধ্যে আকর্ষণীয় সম্পৃক্ততা নাই) অর্থাৎ: অপছন্দনীয়। নাসীম ও ছমুমের আওয়াজ যা পাতায় পাতায় আঘাতের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। উভয়ের ধরণ এক রকমের, কিন্তু যেহেতু নাসীমের মধ্যে আকর্ষণীয় সম্পৃক্ততা এ জন্য যে, এটি আনন্দদায়ক আওয়াজ আর ছমুম যার মধ্যে সে ধরণের সম্পৃক্ততা নাই অর্থাৎ যা অপছন্দনীয় আওয়াজ।

মা, বাবা ও অপরাপর লোকগণ দু'বছরের বাচ্চার কথা-বার্তা যার শব্দ উচ্চারণও শুদ্ধ নয়, যদিওবা مبتداء ও خبر ঠিক থাকে না। অর্থাৎ যার কথা-বার্তায় আগা-মাথা নাই তারপরও তা গ্রহণীয়। এ জন্যই যে, এতে আকর্ষণীয় ও আত্মার সম্পৃক্ততা রয়েছে। একজন ধোঁকাবাজ যেই খুবই ফছীহ-বলীগ তথা বাকপটুতার মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করার পরও তা অপছন্দনীয়, কেননা তার কথা ও কাজের মধ্যে সম্পৃক্ততা নাই।

তেমনিভাবে মাওলানা রুমের মছনবী শরীফ অতীব গ্রহণযোগ্য। কেননা এটি রূহানীয়াত তথা আত্মার সাথে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। অপরাপর ক্বাসিদার মধ্যে তা নগন্য। গোলাপ ফুল খুবই সুগন্ধি ও সুবাসযুক্ত এবং আকর্ষণীয়, এর পাতা ও রং এবং খুশবুর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক বিদ্যমান, এমনিভাবে প্রতিটি ফুল, রং ও ঘ্রানের অবস্থাও অনুরূপ।

বুলবুলি পাখির আওয়াজ খুবই আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট। পক্ষান্তরে কাকের আওয়াজ কর্কশ ও অপছন্দনীয়, যাকে সবাই ঘৃণা করে।

জ্ঞাতব্য যে, বাহ্যত: একটি সম্পৃক্ততা আছে, যা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে কম-বেশী পাওয়া যায়। যা প্রথমত: স্বাভাবিক ধারণার উপর, আর পরে প্রকৃত সম্পৃক্ততার উপর প্রভাব বিস্তার করে, অত:পর এই সম্পৃক্ততা মানুষের বিভিন্ন মন-মানসিকতার কারণে ভিন্নতর হয়ে থাকে। এতে এর বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়। তানাসুব তথা সম্পৃক্ততার অধ্যায় খুবই বিস্তৃত। আমাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পৃক্ততা নয় বরং শব্দগত সম্পৃক্ততাও রয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পৃক্ততা ও শব্দগত সম্পৃক্ততা

দেখুন একটি শে'র বা না'ত যা ছুফীগণ পাঠ করেন তাকওয়া তথা ধর্মানুরাগ মাহফিলে। অপরদিকে একই শে'র একজন গায়ক পাঠ করে অশ্লীল ও মদ্যাপ অনুষ্ঠানে। গায়ক ও আরেফ বিল্লাহ উভয়ই আপন আপন ধ্যান-ধারণার জগতে বিভোর হয়ে যায় এবং শে'রের তালে নৃত্য ও রঙ্গনাচও করে থাকে। আর তাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পৃক্ততার ধরণ ভিন্নতর হিসাবে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়। কারো অবস্থা হয় একরকম আর অন্য জনের অবস্থা আরেক রকম। অর্থাৎ যদিও না'ত কিংবা শে'র হচ্ছে একটি। আবার উভয়ের সম্পৃক্ততাও রয়েছে তাতে। তবে উক্ত না'তটির রহস্য ও ভেদ অনুধাবনে রয়েছে ভিন্নতর ভাবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে লোকগণ এ ধরণের কালাম তথা শে'রের প্রভাব প্রতিনিয়তই দেখে আসছে। কাজেই কোন্ উসুলের ভিত্তিতে অস্বীকার করবে যে, কালামের মধ্যে প্রভাব ও তাসির নাই। প্রশংসার দ্বারা মানুষ খুশি ও আনন্দিত হওয়া এবং নিন্দা ও বদনাম দ্বারা অসন্তুষ্ট ও নারাজ হওয়া কালামের প্রভাব নয় আর কি? গালি-গালাজ দ্বারা গোস্বা ও রাগান্বিত হওয়া এবং তা'রিফ-প্রশংসায় সন্তুষ্ট ও খুশি হওয়া সবই কালামের প্রভাব দ্বারা হয়ে থাকে।

গায়ক ও ক্বাওয়ালীর কাওয়ালী ও ললিত কণ্ঠস্বরের উপর বিত্তবান ও সম্পদশালীদের ধন-সম্পদ এবং আমীর-ওমরাদের মাল উৎসর্গ ও সদকা করা এবং কেরাতের মাহফিলে একটি আয়াতে কোরআনের উপর আহলে দিল তথা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকগণ তাদের জোব্বা-কাপড় বি কিয়ে দেওয়া ও ছুড়ে মারা এটিও কালামের প্রভাব দ্বারা হয়ে থাকে। এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কেবলমাত্র একটি শে'র দ্বারা হাজার হাজার লোককে দুনিয়া বিমূখ তথা দুনিয়ার আরাম-আয়াশের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরও যদি কেউ এ কথা বলে যে,

কালামের প্রতি আসর বা প্রভাব পড়ে নাই, তা বলাটা একটি সর্বজন ইয়াক্বিন ও সুনিশ্চিত কথাকে অস্বীকার করার নামান্তর। একজন আবেদ কালামুল্লাহ শরীফ কিংবা একজন পাদ্রী ইঞ্জিল দ্বারা অজিফা পাঠ করে থাকে। কিছু দিল ও অন্তরকে দুনিয়া থেকে কোন বস্তু ফিরিয়ে দিয়েছে। এই কালামকে কোন জিনিষে প্রভাবান্বিত বানিয়ে দিয়েছে তা কেবলমাত্র সম্পৃক্ততার কারণেই হয়েছে।

অতএব পবিত্র কোরআন, হাদীস, ক্বাসিদা ও না'ত ইত্যাদি যেমনিভাবে বাহ্যিকভাবে প্রভা বান্বিত করে। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক তথা বাতেনী ভাবেও প্রভাবিত করে থাকে। যার দ্বারা আল্লাহর হুকুমে বাহ্যিক বিষয়াদির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটিত হয়।

পবিত্র কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রভাব বিস্তার হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। পবিত্র কোরআনে রয়েছে;

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ: যদি আমি এই কোরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে দেখতে যে, পাহাড় আল্লাহর ভয়ে দাবীয়ে যেত এবং খন্ড-বিখন্ড ও চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যেত। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে; ان من البيان لسحر নিশ্চয় কতক (কতিপয়) কালাম ও বাক্যের প্রভাব যাদু-মন্ত্রের মত হয়ে থাকে। কোন এক হাকেম তথা বিচারকের সম্মুখে কোন একটি মোকাদ্দমায় একজন উকিল খুবই বাকপটুতা ও বলীগ- ফছিহ বাক্য দ্বারা এমন ভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করে যে, যাতে করে তার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃত সম্পৃক্ততা সৃষ্টির জন্য কৌশল করে থাকে। কালামকে আরবী ভাষায় এ জন্যই কালাম বলে যে, এটি অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ

وَلَا يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ

উচ্চারণ: জারাহাতুচ্ ছেনানে লাহা ইল্তীয়ামুন

ওয়ালা ইয়াল্তামু মা জারাহাল্ লেছানু

অর্থাৎ: "বর্শা দ্বারা প্রদত্ত আঘাতের জোড়া লাগানো যায়, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা প্রদত্ত আঘাতের জোড়া লাগানো যায় না।"

এক ব্যক্তি তার বলীগ-ফছীহ তথা বাক-পটুতাপূর্ণ বাক্য ও শব্দ দ্বারা শত্রু কিংবা মোখালেফকে বন্ধু ও অনুগত করে নেয়। আউলিয়াল্লাহ তথা আল্লাহর অলীদের কালামের মধ্যেও তেমনিভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

কোরবানীর উট যেমনিভাবে মৃত হয়ে যায়, তেমনি মানুষ শে'রের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আয়াতে কোরআন, হাদীসে নববী, ক্বাসিদা ও অজিফার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার রয়েছে। বিরুদ্ধচারনকারী ও অস্বীকারকারী ব্যতীত। তবে প্রভাবের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও আদব-শিষ্টাচার আবশ্যক।

প্রত্যেকই অবগত আছ যে, গম, যব কিংবা চাউল ইত্যাদির বীজ দানা জমীনে বপন করার পর গম, ধান ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। তবে এর উৎপাদনের ক্ষেত্রেও রয়েছে কিছু নিয়ম-কানুন। যেমন, বীজ তথা দানা ভাল ও উন্নত হওয়া, মৌসুম তথা ঋতু ও সময়-কাল ঠিক হওয়া এবং জমীর আদ্রতাও চাষকৃত হওয়া ও ভিজা হওয়া। এ সমস্ত নিয়ম-নীতির মধ্যে যদি কোন প্রকার কমতি হয় তাহলে ফলনের মধ্যেও সে ক্ষতি সাধিত হবে। অর্থাৎ ফলন কম হবে। অনুরূপ প্রভাব বিস্তারের অবস্থাও তাই। যদি শর্ত ও নিয়ম-নীতি এবং শিষ্টাচার ও অজিফা যথাযথ বিদ্যমান থাকে তবে প্রভাব অবধারিত। উসুল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোক দের এ সমস্ত কিছু অনুধাবন করানো কঠিন।

কালামে এলাহী তথা মহান আল্লাহর কালামের মহাত্ম ও প্রভাবের প্রমাণ এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটি ঐ জাত ও সত্ত্বার কালাম যিনি সমস্ত কায়েনাত তথা সৃষ্টির স্রষ্টা এবং যিনি প্রতিটি বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান আর ফয়েজ, বরকত ও আধ্যাত্মিকতার মালিক।

পবিত্র কোরআনের রহস্যময় ভেদ ও প্রভাব বিস্তার

বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের "باب فضل فاتحة الكتاب" এর মধ্যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু হতে বর্ণিত একদা ভ্রমণকালে আমাদের কাফেলা একটি জায়গায় অবতরণ করলাম। অবতরণের পর একজন মেয়ে সন্তান এসে বলল; আমাদের সরদারকে সর্প দর্শন (কেটেছে) করেছে, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যে, এই সাপে কাটার উপর মন্ত্র তথা ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন। এই কথা বলার পর আমাদের মধ্য হতে ইবনে সাঈদ মেয়েটির সঙ্গে গেল এবং গোত্রের সরদারের সাপে কাটা স্থানে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করে দম (ফুঁক) দিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে ভাল ও সুস্থ করে দিলেন। গোত্রের সরদার এর বদলা হিসাবে তিনটি ছাগল প্রদান করল। যাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও যায়েজ ও বৈধ বলেছেন এবং এ সমস্ত ছাগল হতে তাঁর একটি অংশ নির্ধারণ করলেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, কালামে ইলাহীর মধ্যে খুবই আজিমুশ্শান প্রভাব ও মহাত্ব বিদ্যমান। যেই কোরআনে পাক কুফর ও নেফাকের মারাত্মক ব্যাধীকে দূরীভূত করে দিয়েছে। সেই কোরআনের বরকতে কি জাহেরী তথা বাহ্যিক ব্যাধীকে ভাল ও সুস্থ করতে পারে না?

হাদীসে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কালাম বা পবিত্র বাণী যিনি তৌহিদ তথা একাত্ববাদের আলোক রশ্মির বিকাশ স্থল এবং গোপন তত্ত্ব ও রহস্যময় ভেদের উৎঘাটক। এমন মুবারক ও পবিত্র আত্মা যার মুখ নিসৃত মিষ্ট ভাষীর ধারা প্রবাহে লক্ষ লক্ষ (অগণিত)

মানুষ গোমরাহ ও পথভ্রষ্টতার জঙ্গল হতে বেরিয়ে হেদায়ত ও নাজাতের পথে এসেছে। সেই পবিত্র সত্ত্বা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র বাণীর এই প্রভাব ও মহাত্ম। অতএব মেনে নিতেই হবে যে, এটি পাঠ করা ও একে উসিলা ও মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করাতে মানুষের জাহেরী বাতেনী সমস্ত রোগ-ব্যা ধী দুরীভূত হবে এবং দ্বীন-ধর্ম ও পার্থিব সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। যে সমস্ত বুজুর্গানে কেরাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং রাসূলে মুয়াজ্জম মহান দয়াময় (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শানে- ক্বাসিদা কিংবা না'ত লেখেছেন এবং তা পাঠ করার সময় তাদের অন্তরে বিনয়-নম্র ও একাগ্রতার ঢেউ তরঙ্গ প্রবাহিত থাকে, যাদের উপর মহান আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ ও বর্ষিত হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেছেন; اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। হে দুনিয়াবাসীরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'লা বলেন যে, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের দোয়া এবং ডাকাকে কবুল করব । এই প্রার্থনা ও মোনাজাত যে কোন ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্য ও মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বিনয় ও একাগ্রচিত্তে পাঠ করলে আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'লার রহমত যা এই কালামের মধ্যে গোপন রয়েছে এর সাথে একটি সম্পৃক্ততা হয়ে যাবে। অতএব সেই সম্পৃক্ততা এই কালামের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে। যখন এটিকে অজিফা হিসাবে পাঠ করা হয়। বর্তমান সময়ে এর উদাহরণ হচ্ছে; গ্রামোফোনের রেকর্ড অর্থাৎ ধাতু নির্মিত ছোট প্লেটে কোন কিছুর আওয়াজ ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ (ধারণ) ও সংরক্ষণ করা হয়, অত:পর যখন কখনো এই রেকর্ডযুক্ত প্লেটের উপর সুইচ কিংবা কম্পাস ঘুড়ানো হয়, তখন সেই বস্তুর কথা বলার ভঙ্গী ও শব্দের যথাযথ বিকাশ হয়, যা মূল আওয়াজ ও শব্দ ছিল। অনুরূপভাবে কোন একান্ত ও ঘনিষ্ট বন্ধুর কালামকে পূন:রাবৃ ত্তি করা হলে এর

মাধ্যমেও সেই প্রভাব ও মহাত্মের বিকাশ হয়ে থাকে। যেভাবে প্রথমে প্রভাব ছিল, বরং সেই প্রভাব ও মহাত্ম এই কালামের অংশ হয়ে যায়।

প্রত্যেক প্রিয় ব্যক্তি তার কোন একজন ঘনিষ্ট আপনজনের চলন-ভঙ্গি, কথাবার্তা, বাসস্থান ইত্যাদি কিছু যা তার সংশ্রব ও সুহবাতে ব্যব হৃত হয়েছে তা স্মরণ করে প্রিয় ব্যক্তির অন্তরে সেই প্রভাব সৃষ্টি করে, যা তার জীবদ্দশায় ছিল।

আরবের বহু কবি তাদের কবিতা তথা শে'রের অধিকাংশে এহেন ঘটনাবলীর বিকাশ করেছে। একজন কবি অত্যন্ত দু:খ-বেদনা ও হৃদয়ে ভারাক্রান্ত যখন আপন মাশুক তথা প্রেমিকার বাসস্থানকে দেখে হৃদয়ের কামনা-বাসনা ও পরিতাপের বিকাশ ঘটায় এবং টিলার বালুময়ে অতিক্রম করার সময় স্বীয় সঙ্গীদেরকে বলে যে, একটু দাঁড়াও আমার মাহবুবা ও প্রেমিকা এবং তার বাসস্থান দেখা যাচ্ছে। এই বলে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলে;

قفا نبک من ذکریٰ حبیب وّمنزل

بسقط اللویٰ بین الدخول فحومل

একটু দাঁড়িয়ে যাও যে, 'দখোল ও হাওমল' এর মধ্যবর্তী স্থান 'লাওয়া' যেখানে বালুকাময় টিলার শেষ প্রান্ত, তথায় মাশুক ও প্রেমিকা তার বাড়ী-ঘরের কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করে কিংবা বালুময় টিলা ও পাথরের পাহাড়ের নিম্ন স্থানে দাঁড়িয়ে যায় যে, এখানে প্রেমিকার ঘর এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবলোকন পূর্বক ক্রন্দন করে এবং অন্তরের চাহিদা ও ফরিয়াদকে এবং আপন দোষ-ত্রুটিকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে ও প্রার্থনা করে। (এর দ্বারা ইশারা ও ইঙ্গিত হচ্ছে কা'বা তথা বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে)।

অনুরূপ যে সমস্ত আশেক তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রেমিকগণ হুজুর সৈয়্যদুল কাওনাইন আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামের শানে আল্লাহর পক্ষ হতে صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا আয়াতে করীমার আলোকে বিভিন্ন ভাবে বলীগ-ফছীহ তথা বাগ্মীতাপূর্ণ অর্থবোধক বাক্য দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহর রহমত অবশ্যই অবধারীত। যেমন দলায়েলুল খায়রাত শরীফ, দরূদে মুস্তাগাছাহ, দরূদে কিবরীয়াতে আহ্‌মর ও দরূদে তাজ ইত্যাদি। অনুরূপ বিভিন্ন শব্দ দ্বারা গঠিত দরূদ শরীফ। যেমন-

(١) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

(উচ্চারণঃ আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া রাসূলাল্লাহ)

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার প্রতিই সালাত ও সালাম।

(٢) اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

(উচ্চারণঃ আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান নবী)

অর্থঃ হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অপনার প্রতিই সালাম।

(٣) يَا رَسُوْلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ، يَا حَبِيْبَ سَلَام عَلَيْكَ

(উচ্চারণঃ এয়া রাসূল সালাম আলাইকা, এয়া হাবীব সালাম আলাইকা)

অর্থঃ হে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রতিই সালাম, হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রতিই সালাম।

(٤) صَلٰوةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ، سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

(উচ্চারণঃ ছালাতুন এয়া রাসূলাল্লাহ আলাইকুম, সালামুন এয়া হাবীবাল্লাহ আলাইকুম)

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রতিই সালাত, হে আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার প্রতিই সালাম।

ইত্যাদি দরূদ শরীফ সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান। আর অসংখ্য মানুষ যারা সুনির্দিষ্ট শর্ত স্বাপেক্ষে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবে অজিফা পাঠ করে, তারা এর বরকত ও ফয়েজ দ্বারা অবশ্যই হেফাজ তে থাকবে এবং উপকৃত ও বরকত প্রাপ্ত হবে।

دلیل بدیهی দ্বারাও প্রমাণিত। بدیهی দলিল হচ্ছে এই, যার আমরের প্রভাব ধারাবাহিক ও অধিক হারে পাওয়া যাবে। এর প্রভাব বিস্তারই হচ্ছে اثبات তথা যায়েজ হওয়ার দলিল ও ইঙ্গিতবহ। যেমনিভাবে কতেক ঔষধ কতেক রোগের জন্য পরীক্ষিত ও কার্যকরী হয়ে থাকে। তেমনিভাবে কালামের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ ও রোগ-ব্যাধী ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপকার হয়ে থাকে।

হ্যাঁ তবে কোন কোন অবস্থায় এর কার্যকারীতা ও প্রভাব প্রকাশ পায় না, এতে এই ধারণা ও কিয়াস করা যাবে না যে, এর কার্যকারীতা ও প্রভাব বিলুপ্ত হয়েছে। বরং এই ধারণা করতে হবে যে, কোন শর্ত যেমন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল কিংবা যেমনটি ব্যবহার করার ছিল তা যথাযথ আদায় হয়নি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন ঔষধ কতক রোগের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও কার্যকারী। কিন্তু কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত ঔষধ সেবনে কার্যকারীতা কিংবা কোন প্রভাব হয়নি। এর কারণ এটি নয় যে, উক্ত ঔষধে কার্যকারীতা নেই। অতএব ডাক্তারের চিকিৎসা মোতাবেক কথা হচ্ছে যে, ঔষধ সেবনে পার্থক্য হয়ে গেছে। কিংবা রোগী উক্ত ঔষধ

যেভাবে সেবন করার ছিল তা যথাযথ ভাবে সেবন ও ব্যবহার করেনি। অথবা তার স্বভাবজাত শরীরে উক্ত ঔষধের যোগ্যতা ও সামর্থ রাখে না। অর্থাৎ উক্ত ঔষধ তার শারীরিক অবস্থায় কার্যকরী নয়। এরপরও কারো আপন অভ্যাস ও প্রকৃত স্বভাব মোতাবেক অস্বীকার করা মানে বিরোধীতার জন্য বিরোধীতার পর্যায়ভূক্ত। বিরোধীতাকারীদের নিকট সমীক্ষা হচ্ছে; ক্বলবের শান্তির জন্য প্রকৃত সত্য উপলব্ধি অনুধাবন করা বাঞ্চনীয়। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে; وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ "তোমরা কি তোমাদের আত্মার প্রতি উপলব্ধি (অনুধাবন) করতে পারছ না।" কোন আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দার সংস্পর্শে একাগ্রচিত্তে উপস্থিতির মাধ্যমে উপরোক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্দেহ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা বাঞ্চনীয়।

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার প্রভাব

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া হযরত গাউসুস্সাকালাইন কুতুবুল আক্বতাব শাইখ মুহিউদ্দীন আবু মোহাম্মদ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লা হু তা'লা আনহু'র মালফুজাত তথা উচ্চারিত বাণী সমূহের অন্তর্ভূক্ত । যা দুনিয়ার মধ্যে সর্বাধিক মশহুর ও পরিচিত। এটা এমন একটি কালামে মু'জেজে নেজাম তথা অলৌকিক মুক্তামালা ও রচয়িত, যার বরকতে দ্বীন ও দুনিয়াবী সমস্ত মুশকিলাতের মীমাংসা ও সমাধান নিহিত আছে। এর প্রতিটি ক্বাসিদা কামিয়াবী পূর্ণ ও বিজয়ী, যে বিজয়ী ও কামিয়াবী চিরস্থায়ী ও শ্বাশত যা দূরীভূত হওয়ার নয়। আর এটি কখনো সম্ভব নয় যে, কোন ব্যক্তি খাঁটি ও নির্ভেজাল অন্তর নিয়ে উক্ত ক্বাসিদা পাঠ করার ফলে তার উদ্দেশ্য ও মক্বাসেদ অর্জিত না হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া খুলুছ নিয়তে পাঠ করবে তার উদ্দেশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে।

حاشاه ان يحرم الراجى مكارمه

او يرجع الجارُ منه غير محترم

অর্থাৎ খুলুছ নিয়তে অত্র ক্বাসিদা পাঠকারী তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ হতে বঞ্চিত থাকবে এবং তাঁর (গাউছে পাকের) ফয়েজ বরকত প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীরেকে তাঁর দরজা হতে খালি হাতে ফিরে আসবে তা একেবারেই অসম্ভব। অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আরব আ'জমের কামনা-বাসনা ও হাজাতমন্দ লোকগণ এটি পাঠান্তে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হচ্ছে। ক্বাসিদা পাঠ কালে কাপড় ও শরীর পাক-পবিত্র হওয়া এবং অন্তর ও দিল খুলুছ তথা নির্ভেজাল হওয়া আবশ্যক। আর ক্বাসিদা পাঠ কালে তার একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। কেননা মাকছুদ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর স্বত্ত্বাকে হাসিল করা।

ওয়াজিফা পাঠের উপকারিতা ও বরকত তখনই বিকশিত হবে যখন আদব, শিষ্টাচার, তারতিব ও শর্তের দিকে লেহা জ রেখে নিয়ম-কানুন যথাযথ পালনের সাথে পাঠ করা হবে । কেননা আদব, শিষ্টাচার ও শর্ত ব্যতীত পাঠ করলে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হবে না।

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া সর্ব সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া যেমনিভাবে পূর্ববর্তী যুগ হতে আউলিয়ায়ে কেরামগণ পাঠ করে আসছেন এবং পাঠ দান করে আসছেন তেমনিভাবে উক্ত নূরানী কালামের গভীর তত্ত্ব ও গুপ্ত রহস্য এবং জটিলতা বুঝতে ও বুঝানোর লক্ষ্যে মুহাক্কিক আলেমগণ এবং আউলিয়ায়ে ই যাম উক্ত ক্বাসিদার তরজুমা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার কারণে এটির মর্মার্থ বুঝা কিছুটা সহজতর হয়েছে এবং এটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখনীর কাজ বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এখানে কাসিদায়ে গাউছিয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠের গুরুত্ব ও উপকারীতা

কল্যাণ ও পূত-পবিত্রময় ক্বাসিদাটি হযরত গাউচুচ্ছাক্বালাইন শাহ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দেসাসির্‌রুহু'র যা তিনি জযবাত তথা আবেগের সাথে জ্বালাময়ী ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মহামূল্যবান রত্ন হিসাবে এরশাদ করেছেন। এটি পাঠান্তে অনেক কল্যাণ নিহিত।

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠের গুরুত্ব ও উপকারীতা অপরিসীম। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে-

(১) যে ব্যক্তি অত্র ক্বাসিদা শরীফ প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে ১১ বার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয় ও মকবুল হবে।

(২) যে ব্যক্তি এটি নিয়মিত অজীফা হিসাবে পাঠ করবে, তার হাফেজা শক্তি তথা স্মৃতিশক্তি এমন হবে যে, কোন কিছু পাঠ করলে কিংবা শ্রবণ করলে তা মুখস্থ হয়ে যাবে।

(৩) ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠান্তে আরবী ভাষায় যথার্থ যোগ্যতা ও মানসিক শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি হবে।

(৪) যে কোন উদ্দেশ্য ও মক্‌ছুদ হাসিলে চল্লিশ দিন ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া পাঠ করলে, চল্লিশ দিনের মুদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ধনুকের গুণের (বন্দুকের গুলির) ন্যায় দ্রুততার সাথে তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

(৫) যে ব্যক্তি ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ নিজের নিকট রাখবে এবং প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে তিন বার পাঠ করবে, আর যেই ব্যক্তি পাঠ করতে জানে না, অপরের মাধ্যমে পাঠ করাবে এবং নিজে নিশ্চুপ ভাবে শ্রবণ করবে আর বিশ্বাস ও আক্বিদা সহকারে প্রতিদিন সকালে এটি দেখবে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে হযরত গাউচুচ্ছাক্বালাইন আবদুল

কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহুকে স্বপ্নে দেখবে এবং সে আমীর ও বাদশাহর অতীব প্রিয়ভাজন হবে।

(৬) অত্র ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ যেই নিয়্যত ও উদ্দেশ্যে পাঠ করা হউক না কেন উদ্দেশ্য অবশ্যই হাসিল হবে। তবে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও বিশ্বাস থাকতে হবে এবং পাঠের পূর্বে কিছু সামান্য শিরনী তৈরী পূর্বক হযরত গাউছে পাকের স্মরণে ফাতেহা দিয়ে ক্বাসিদা আরম্ভের পূর্বে নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
آلِ مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ-

উচ্চারণ: বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা সৈয়্যদেনা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন মা'দানিল জুদি ওয়াল কারামি, মান্বায়িল ইলমে ওয়াল হিল্‌মে ওয়াল্ হিকামে ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ওয়া সাল্লে আলাইহে।

ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের পরিচিতি

এক. ক্বাসিদায়ে খামরিয়া:- যা ফার্সি ভাষায় ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ব্যাখ্যাকার আল্লামা শাইখ ফজলুল্লাহ ইবনে রুজীহান। যিনি ছুলুকুল মুলূক ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

দুই. রমুজে খামরিয়া। যা ফার্সি ভাষায় ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ব্যাখ্যাকার আলেমে রব্বানী মুহাম্মদ ফাজেল কাল্লা নূরী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪।

এটি চিতাপুর সুবহে ছাদেক প্রকাশনালয় হতে প্রকাশিত।

উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি হযরত মাওলানা আবদুল কাদের বদায়ুনী, যার মৃত্যু ১২১৯ হিজরী ও হযরত আল্লামা মাওলানা ফজলে রাসূল বদায়ুনী, মৃত্যু ১২৮৯ হিজরী, তাঁদের ইঙ্গিতে ছাপানো হয়।

আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেজা খান মুহাদ্দিছ ব্রেলভী রহমাতুল্লাহে আলাইহি এরশাদ করেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফাজেল কালা নুরী রহমাতুল্লাহে আলাইহে হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ হামুবী রহমাতুল্লাহে আলাইহে আশ্‌বাহ ওয়ান্নাজায়ের গ্রন্থকারের সম-সাময়ীক ছিলেন।

তিন. ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া, পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ। যা পাঞ্জাবের সু-প্রসিদ্ধ আলেম ও আ'রেফ হাফেজ আন্‌জাবের খুরদার'র লেখিত।

চার. বয়ানুল আছরার ফী শরহিল ক্বাসিদা-লিশ্‌-শাইখ সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) যা আরবী ভাষায় চয়নকৃত। লেখক হযরত আবুল ফরাহ মুহাম্মদ ফাজেল উদ্দীন বাঠালুবী, মৃত্যু ১১৫১ হিজরী, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩০। যা মৃত মৌলভী শামসুদ্দীন যিনি লাহুর কুতুবে নাদেরার ব্যবসায়ী তাঁর কুতুবখানায় উক্ত পান্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে।

নোট: উক্ত পান্ডুলিপি মৌলভী শামশুদ্দীনের ইন্তেকালের পর করাচী মিউজিয়মে স্তনান্তরিত হয়েছে।

"বয়ানুল আছরার" ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্বলিত জ্ঞান ভান্ডার। এর চেয়ে উন্নত আর কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার লেখা হয়নি। এই দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য এবং বিরল ব্যাখ্যাগ্রন্থের উর্দু অনুবাদ লাহুর দরবারে ফাজেলীয়া কালুনী হতে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু কোন আহলে ইলম এটি দেখার সুভাগ্য অর্জিত হয়নি। আল্লাহই জ্ঞাত এই জ্ঞান ভাণ্ডারকে সীমাবদ্ধ ও লিমিটেড রাখার কি মুছলিহাত ও যুক্তিসিদ্ধতা। (সংগৃহিত-মাওলানা মুহাম্মদ মুছা ছাহেব)

পাঁচ. শরহে ক্বাসিদায়ে খামরিয়া গাউছিয়ায়। যা ফার্সি ভাষায় লেখিত। লেখক ফখরুল মুহাদ্দেছীন আল্লামা শাহ সৈয়্যদ মুহাম্মদ গাউছ কাদেরী লাহুরী। মৃত্যু ১১৫২ হিজরী। উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত, তবে খুবই অর্থবহ ও জ্ঞান সমৃদ্ধ। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি লাহুরের প্রসিদ্ধ ছুফী বুজুর্গ পীর আবদুল গফ্‌ফার কাদেরী নকশেবন্দী আলাইহির রাহমা হ ১৩২৯ হিজরীতে মুদ্রণ তথা প্রকাশ করান।

ছয়. শরহে ক্বাসিদায়ে খামরীয়া। যার লেখক মুহাম্মদ ইবনে মোল্লা পীর মুহাম্মদ শিরাজী। মৃত্যু ১২৯৯ হিজরী।

সাত. শরহে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া। কৃত: মাওলানা গোলাম রাসূল আলাইহির রাহমাহ্‌।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আ'জম কাদেরী নোশাহী বলেন যে, পূর্ববর্তী শত বছর আগে পরে যুগশ্রেষ্ঠ বিধান-উপবিধানে পান্ডিত্য অর্জনকারী হযরত আল্লামা মাওলানা গোলাম রাসূল ছাহেব ক্বুদ্দেসা ছির্‌রুহু হুশিয়ারপুর জেলার ঠান্ডা এলাকার অধিবাসী, যিনি ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের একটি খুবই চমৎকার ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেছেন যার নাম "আল্‌-ক্বাসিদাতুল ইউসুফীয়া লে-ক্বারী আল্‌-ক্বাসিদাতিল গাউছিয়া।"

আট. আয্‌-যম্‌যমাতুল ক্বামরিয়া ফীদ্‌-দর্‌বে আনিল খামরীয়া। যা আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেজা খান রাহমাতুল্লাহে আলাই রচনা করেন। এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। যা ১৩০৬ হিজরীতে রচনা করেন।

উক্ত বরকতময় ক্বাসিদার সনদ এবং ইহার আরবী সাহিত্য সম্পর্কে অসাধারণ, নিরুত্তর ও নির্বাক আলোচনা করেছেন আর শেষাংশে ক্বাসিদা শরীফের পদ্য তথা ছন্দে গ্রথিত কাব্য দ্বারা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন।

নয়. ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার উর্দু অনুবাদ যা ক্বাসিদায়ে বুরদার সাথে

দিল্লীস্থ আজিজি প্রকাশনা প্রকাশ আহমদি প্রকাশনায় সৈয়্যদ জহির উদ্দীন প্রকাশ সৈয়্যদ আহমদ এর তত্ত্বাবধানে হযরত শাহ রফিউদ্দীন মুহাদ্দেছ দেহলভীর শব্দের বিন্যাস করনে ১২৩৩ হিজরীতে ছাপানো হয়। এটির প্রারম্ভে ক্বাসিদা শরীফের উপকারীতা বর্ণিত রয়েছে। যা সম্ভবত: সৈয়্যদ আহমদ শাহ রফিউদ্দীনের লিখিত।

দশ. মাজ্‌মায়ুছ ছালাছিল শরহে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া, কৃত- মাওলানা খাজা আহমদ হোসাইন খান আমরূহী। খলিফা-ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহে আলাইহে। যা গদ্যাকারে উর্দুতে ব্যাখ্যা, আর ক্বাসিদার অনুবাদ উর্দু ও ফার্সীতে পদ্য ও ছন্দাকারে লেখিত। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ১৩২৬ হিজরী মোতাবেক ১৯০৮ ইংরেজীতে রিয়াজে আমরূহীয়া ছাপাখানা হতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

এগার. ক্বাসিদাযে গাউছিয়ার অপর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম- "আল্-ক্বাসিদাতুল ইউসুফীয়া লে-ক্বারীয়্যীল ক্বাসিদাতুল গাউছিয়া।" লেখক- মাওলানা মুহাম্মদ আ'জম কাদেরী রহমাতুল্লাহে আলাইহে যা ১৩৪২ হিজরীতে লাহোর হতে প্রকাশিত।

উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থটির একক ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও খুছুছিয়াত হচ্ছে এটি অসাধারণ ও বেমেছাল শরাহ। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও গুণ হচ্ছে যে, হযরত গাউছে পাক রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহুর সম্পর্কে যে সমস্ত বিরুদ্ধাচরণকারী প্রশ্ন উত্থাপন ও অভিযোগ করেছে। লেখক সে সমস্ত অভিযোগকারীদেরকে হাদীস শরীফ দ্বারা শব্দ ও অর্থ এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও ছলফে ছালেহীনদের বর্ণনা উদ্ধৃত পূর্বক এটি ছহী ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত করে দেখায়েছেন।

বার. ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া মনজুম। যা পদ্যাকারে উর্দু তরজুমা। এটির

লেখক হাজী শামসুদ্দীন প্রকাশ শামসুল হিন্দ ছুফী লাহুরী। যা লা হোর হতে প্রকাশিত হয়েছে।

তের. "তোহ্‌ফায়ে মাহবুবে ছোবহানী শরহে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া"। যার লেখক মাওলানা নেজামুদ্দীন মুলতানী। ইহা লা হোর হতে প্রকাশিত হয়।

চৌদ্দ. হযরত আল্লামা আবদুল মালেক গুজরাটি রহমাতুল্লাহে আলাইহে লেখিত ক্বাসিদায়ে গাউছিয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল্- জাওয়াহেরুল মাজিয়া ফী শরহিল ক্বাসিদাতুল গাউছিয়া।" যা তিনি নিজেই লা হোর প্রকাশনা হতে প্রকাশ ও প্রচার করায়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এর সাথে একটি মুকাদ্দমা তথা প্রারম্ভিক ভূমিকা এবং ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া অজিফা হিসাবে পাঠের গুরুত্ব ও প্রভাব যা মাওলানা মুছা ছাহেব কর্তৃক লেখিত এটি সংযোজিত ও সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

পনর. শরহে সগীর শরহে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া। যা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকার হচ্ছেন- আল্লামা আন্‌ছর ছাবেরী চিশ্‌তী কাদেরী। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের প্রতিটি ক্বাসিদা অজিফা হিসাবে পাঠের ফায়েদা ও উপকারিতার উল্লেখ।

ইহা ছাড়াও ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের আরো অসংখ্য তরজুমা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

জমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি প্রেরণের রহস্য

এই সমস্ত রচনা ও লেখনির ভাবার্থ ও সারকথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাল্লা শানুহু সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। সেই কাদিম তথা চিরস্থায়ী ও চিরন্তন স্বত্ত্বার কুদরত ও শক্তি সর্বদা

নয়নাভিরাম ও নিরালা শান ও মনোলোভা মাহাত্মের সাথে বিকশিত হতেই চলছে। যাতে কোন বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান-গরীমা ও বিজ্ঞান এবং কোন আলেমের জ্ঞান-বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা আর কোন গবেষকের গবেষণার তীক্ষ্ণবোধ ও নিপুনতা কোন অবস্থাতেই পৌছা সম্ভবপর নয়। উক্ত অনন্ত ও চিরস্থায়ী স্বত্ত্বার কুদরত ও শক্তি সর্বদা বিকশিত হতেই থাকবে। জমীনের মধ্যে সেই জাত ও স্বত্ত্বার খলিফা তথা প্রতিনিধি হচ্ছেন আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালাম । ইমাম বায়জাবী রহমাতুল্লাহে আলাইহে انى جاعل فى الارض خليفة الآية এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন; انبياء عليهم السلام خلفاء الله فى الارض অর্থাৎ আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালাম জমীনের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর খলিফা (প্রতিনিধি)। আর এ সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণের নিকট হতে সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মো'জে যা তথা অলৌকিকত্ব, ফয়ুজাত, বরকত প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- কারো দ্বারা তুফান ও ঝড়-বৃষ্টি হতে নাজাত পাওয়া, আবার কারো মাধ্যমে নিমজ্জিত ও পানিতে ডুবে যাওয়া হতে বাঁচানো, আর কারো দ্বারা আগুনকে বাগানে পরিণত করা, কারো হাত দ্বারা মৃত যিন্দা হওয়া আর কারো কথা দ্বারা সম্মান ও বুজুর্গী দান করা। এ ধরণের অসংখ্য মো'জে যার বিকাশ করায়েছেন। যা সর্ব শক্তিমান মহান আল্লাহর কুদরতের ঝলক ও আলোকবিন্দু । এ সমস্ত পবিত্র ও বুজুর্গময় আত্মা এবং পরিপূর্ণ মানব আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের ইমাম আখেরী নবী, খাতেমুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরছালীন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যার নবুয়তের স্থায়ীত্ব কিয়ামত পর্যন্ত দায়েম-কায়েম তথা বিদ্যমান। আর তাঁর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তা সমস্ত আসমানী কিতাব ও ছহীফার শেষ ও সমাপনী কিতাব যা উম্মুল কিতাব তথা কিতাব সমূহের মূল ও আসল, যাকে কোরআন শরীফ বলা হয়।

এই সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের খলিফা ও প্রতিনিধি হচ্ছে ওলামায়ে রাব্বানী ও আউলিয়ায়ে কামেলীন। যার বদৌলতে তাঁদের হাতে অসংখ্য কারামত সংঘটিত হয়েছে- যা কেবলমাত্র আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের ফয়ুজাত ও বরকত। বিশেষত: ইমামুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নায়েব এবং উম্মুল কিতাব মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনের উত্তরসূরী হওয়ার তাওফীক ও সৌভাগ্য যার নছীব হয়েছে সেই ইমামুল আউলিয়া, কুতুবুল আকতাব পদ মর্যাদায় আল্লাহপাক সফলকাম করেন। আর তার শরীয়তের অনুসরণ ও পায়রবী, কোরআন করীম ও সুন্নাতে রাসূল তথা হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পরিপূর্ণ অনুসরণ করার তাওফীক ও সৌভাগ্য নছিব হয়, তখন সেই পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে খাঁটি নির্ভেজাল ও মুকাম্মল বান্দার সনদ (সার্টিফিকেট) অর্জন করেন। এ সমস্ত পবিত্র আত্মা ও স্বত্ত্বার মাধ্যমে যদি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট হতে প্রকাশিত অলৌকিকতার বিকাশ হয়। যেমন- মৃতকে যিন্দা করা, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ মুক্ত করে শে'ফা দান করা, মহিলাকে পুরুষ আর পুরুষকে মহিলায় রূপান্তর করা এবং অগ্নিকুন্ডকে জান্নাতের বাগানে রূপান্তরিত করা, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কায়েনাত ভ্রমণ করা, দীর্ঘ যুগ পর দ্বিতীয়বার যিন্দা করা এবং ধ্বংস ও বিধ্বস্ত বিরান এলাকা আবাদ করা, আর আবাদ ও জন-মানব তথা বসতিপূর্ণ এলাকাকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করা, এই সমস্ত অলৌকিক কর্মকান্ডের বিকাশ হয় । তবে এক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে, এই অলৌককত্ব কর্ম-কান্ড সংঘটিত হওয়াটা ইমামুল আম্বিয়ার নায়েব ও উম্মুল কিতাব পবিত্র কোরআনের ওয়ারিশ এবং সর্বোপরি শরীয়তে মোস্তাফাবীয়া আলাইহিস্সালামার ফয়ুজাত ও বরকাতের বিকাশ। যাকে কারামাত বলা হয়। ইমাম যেমন অদ্বিতীয়, অনুরূপ কোরআন শরীফও অদ্বিতীয় কিতাব, যার বরকাত ও ফয়ুজাত বিকিরনকারী অদ্বিতীয় কারামত ও অলৌকিকত্ববান হয়ে যায় এবং কারামতের মধ্যে অদ্বিতীয় আর ইমামুল আম্বিয়ার নায়েব ও ওয়ারিসের

ক্ষেত্রেও অদ্বিতীয় হয়ে ইমামুল আউলিয়ার পদ মর্যাদায় সমাসীন ও অধিষ্ঠিত হয়। যার সাক্ষ্য শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহু। যার মাধ্যমে অসংখ্য কারামতের প্রমাণ বিদ্যমান।

অতএব, কারামতকে অস্বীকার করা মানে মো'জে যাকে অস্বীকার করার নামান্তর। বিশেষত: সৈয়্যদুল আম্বিয়া আলাইহিস্‌সালামের মো'জেযা এবং কোরআন মজীদের ফয়ুজাত ও বরকাতকে অস্বীকার করা।

তাছাড়া সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর কুদরতের অস্বীকার এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্বত্ত্বাগত ও গুণগত কুদরতের অস্বীকার আবশ্যকীয় হওয়ার নামান্তর। যা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট কুফুরী ব্যতীত আর কি? আপনারাই বিবেচনা করুন।

تخليق انسان তথা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং انى جاعل فى الارض خليفة উক্ত আয়াতে কারিমার উদ্দেশ্য ও মাকসুদের দ্বান্দিক ও দ্বন্দ্বাত্বক রায় ও অভিমত কায়েম করা- শুধু তা নয় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্যকে লাগামহীন ভাবে হাত ছাড়া করে দেওয়া। যেটির ভাবনা, তালাশ ও অনুসন্ধানে অভিশপ্ত শয়তান বহু পূর্ব হতেই প্রস্তুত রয়েছে। উক্ত নাজিলকৃত আয়াতে কারীমাকে লোকগণ তাদের আকল ও জ্ঞানের মাপকাঠি দ্বারা ইচ্ছা ও খেয়াল অনুযায়ী উদ্দেশ্য আদায় করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। যার দরুন রূহানীয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্তের পথে। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা ও অহংকারকে পদদলিত করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মন্‌জিলে মাকসুদ (মূল উদ্দেশ্য) অর্জন করা সম্ভবপর হবে না এবং تخليق انسان তথা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য মোতাবেক হবে না। আর যদি আত্মা ও আধ্যাত্মিকতাকে মাপকাঠির মানদন্ডে ঢালা হয় তবে তার আবর্তনে রহমানিয়াত, কুদরত, ছত্তারীয়াত ও গাফফারিয়াত তথা করুণা, সর্বশক্তি, আচ্ছাদনতা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই জ্ঞানবোধ ও অনুধাবন শক্তি

অর্জন করতে পারলে তখনই অবতীর্ণ আয়াত انى جاعل فى الارض خليفة ও تخليق انسان তথা মানব সৃষ্টির রহস্য বুঝার ও অনুভব করার তৌফিক অর্জিত হবে। والله الحمد (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য)

বর্তমান সময়ে আল্‌ক্বাব তথা উপাধীর ব্যাপকতা

এদিকে বর্তমান সময়ে নিজেই ঘোষণা ও প্রচার করা কিংবা ঘোষণা করানো আলক্বাব ও উপাধীর স্তুপ আসমান ও জমীনে ঠাই ও সংকুলান হচ্ছে না। কেউ নিজেকে শাইখুল ইসলাম, আমীরুল ইসলাম, রুহুল ইসলাম, মুফাক্কেরুল ইসলাম, মুদাব্বেরুল ইসলাম, মাদুনুল ইসলাম ও মুহিউল ইসলাম এবং হুজ্জাতুল্লাহ, খলিফাতুল্লাহ, আয়াতুল্লাহ ইত্যাদি উপাধীর পাশাপাশি আল্লামা, মুহাক্কেক, মুদাক্কেক, মাওলানা সহ সমস্ত জ্ঞান-গরীমার ভান্ডার সম উপাধী প্রদান করে চলছে। তাছাড়া মুজাদ্দেদ, মুছলেহ, মুজতাহিদ, গাউছ, কুতুব, আওতাদ, আবদালসহ বেলায়তের শীর্ষ স্থানীয় পদমর্যাদাপূর্ণ উপাধীর দাবী করার সূচনা আরম্ভ হয়েছে যা শেষ হওয়ার নয়। নিত্য নতুন লক্বব (উপাধী) আবিস্কৃত হচ্ছে, এই সমস্ত আলক্বাব কোথা হতে আমদানী হচ্ছে বা এটির শুরু ও শেষ কোথায় এবং ভবিষ্যতে আরো কত উঁচু মাপের আলক্বাবের ছড়াছড়ি দেখতে হয় তা একমাত্র আলেমুল গাইব তথা অদৃশ্য জ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'লাই জ্ঞাত। আল্‌ক্বাবের দাবী দুনীয়ায় সংকুলান হচ্ছে না। কেবলমাত্র আল্‌ক্বাবের দাবী আর প্রতিযোগীতাই চলছে আর এর সাথে নিত্য নতুন ফ্যাসাদের জন্ম নিচ্ছে। দাবী শ্রবণের সেই সময়ও মানুষে পাচ্ছে না। ভবিষ্যতে আরো কত উঁচু মাপের দাবীর প্রকাশ হবে তা আল্লাহ তা'লাই জানেন। এ সমস্ত দাবী হয়তঃ নিজেই করছে কিংবা কোন মাধ্যম দ্বারা করাচ্ছে।

হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানীর বুজুর্গী ও কারামতের ব্যাপকতা সম্পর্কে মণীষীদের উদ্ধৃতি

(এক) হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহুর কারামত সম্পর্কে "নোখ্ফাতুল আবরার" এর মধ্যে বর্ণনা রয়েছে। যা মির্জা আফতাব বেগ চিশতী সোলাইমানী রচনা করেন। যিনি হযরত গাউছে পাকের খালাত ভাই সম্পর্কীয় আত্মীয়।

(দুই) খাজা আজমীরি (রহ:) বলেন;

یا غوث معظم نورهدی مختارنبی مختارخدا

سلطان دوعالم قطب علی حیران جلالت ارض وسما

অর্থ: হে মহা সম্মানিত গাউছ, হেদায়তের আলোক রশ্মি, আল্লাহ ও রাসূলের মনোনীত, উভয় জাহানের সুলতান, উচ্চ মর্যাদাসীন কুতুব এবং আসমান-জমীনের মহত্ত্বে চিন্তাক্লিষ্ট।

(তিন) হযরত শাইখুশ শুয়ুখ শাহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন; শাইখ আব্দুল কাদের (রা:) তরিকতের বাদশাহ ও সম্রাট এবং সমস্ত অস্তিত্বময় জগতে আধ্যাত্মিকতার অধিকারী ছিলেন। কারামত ও অলৌকিকত্বে আল্লাহ পাক তাকে স্থায়ীত্ব দান করেছেন।

(চার) হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহ:) "আখবারুল আখ্ইয়ার" গ্রন্থে বলেন; আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু গাউছুল আজমকে কুতুবে কুব্রা ও বেলায়তে উজ্মা'র মর্যাদা দান করেছেন। ফেরেশতাগণ হতে আরম্ভ করে জমীনের সৃষ্টি পর্যন্ত সকলের নিকট তার পরিপূর্ণ মহত্ব ও খ্যাতি এবং সৌন্দর্যময় তেজস্করের পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি ছিল। আল্লাহ তা'লা গাউছে আ'যম আবদুল কাদের জিলানীকে সমস্ত ধন-ভান্ডারের খাজিনা এবং শারীরিক সুস্থতাকরণের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য

তার অধীন ও কর্তৃত্বে দিয়েছেন। আর সমস্ত আউলিয়াল্লাহকে তাঁর অনুগত ও অনুসারী করে দিয়েছেন, প্রত্যেকই তাঁর হুকুম পালনে বাধ্য।

এক কথায় সমস্ত অলী তথা বর্তমান, ভবিষ্যত, অতীত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, দুরবর্তী, নিকটবর্তী, জাহের-বাতেন প্রত্যেকই তাঁর অনুগত ও অনুসরণ করে চলছে এবং প্রত্যেক অলীর সরদার ও সেনাপতি ছিলেন। কেননা গাউছে পাক নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী।

قطب الوقت، سلطان الوجود، امام الصديقين، حجة العارفين، روح معرفت، قطب الحقيقت، خليفة الله فی الارض، وارث كتاب الله، نائب رسول الله، الوجود البحث، النور الصرف سلطان الطريق ومتصرف فی الوجود علی التحقيق۔

উচ্চারণ: কুতুবুল ওয়াক্ত, সুলতানুল ওয়াজুদ, ইমামুছ্ ছিদ্দিকীন, হুজ্জাতুল আ'রেফীন, রূহে মা'রেফাত, কুত্বুল হাকীকত্, খলিফাতুল্লাহে ফীল আরদ্বে, ওয়ারেছে কিতাবুল্লাহে, নায়েবে রাসূলুল্লাহে, আল্ ওয়াজুদু ল বহছ, আন্-নুরুচ্ছরফ, সুলতানুলত্-ত্বরীক ওয়া মুতাছার্‌রেফু ফীল ওয়াজু আ'লাত্-তাহকীক।

(পাঁচ) হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজেরে মক্কী রহমাতুল্লাহে আলাই ফরিয়াদ ও দোয়ার ক্ষেত্রে বলেন;

خداوند بحق شاہ گیلانی

محی الدین وغوث وقطب دوراں

অর্থাৎ: হে আল্লাহ গাউছে দাওরা, কুতুবে দাওরা হযরত শাহ মুহিউদ্দীন গিলানী (রা:)'র উসিলায়। (দোয়া কবুল করুন)

(ছয়) ডক্টর শাইখ মুহাম্মদ আকরাম চিশ্‌তী "ই ক্‌তেবাছুল্‌ আনোয়ার" গ্রন্থে বলেন; যে কারো জাহেরী-বাতেনী ফয়েজ হাসিল হউক না কেন, তা হযরত গাউছুল আজম সৈয়্যদুনা আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিআল্লাহু তা'লা আনহুর উসিলা ও মাধ্যম দ্বারা হয়েছে, এটি সে অবগত হউক কিংবা না হউক। কোন অলী তাঁর মোহর তথা স্বাক্ষর ব্যতীরেকে গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত হতে পারে না। আল্লাহ তা'লা তাঁকে সেই ক্ষমতা ও পদ মর্যাদা দান করেছেন এবং সমস্ত আধ্যাত্মিকতার মূল রশি তাঁর হাতেই ন্যাস্ত করেছেন। যেমন যাকে ইচ্ছা বেলায়তের আসনে আসীন করানো আর যাকে ইচ্ছা মুহূর্তের মধ্যে পদচ্যুত ও বরখাস্ত করার।

(সাত) শাইখ মুহাম্মদ আকরাম চিশতী ছাবেরী কুদ্দুসী "ই'কতেবাছুল আনোয়ার" গ্রন্থে আরো বলেন; হযরত গাউছে ছমদানী শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বি আল্লাহু তা'লা আনহু সম্পর্কে লেখেছেন যে, আমি অধমের অসংখ্য গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা এই কথা প্রতিয়মান হয়েছে যে, হযরত খাজা বুজুর্গ আজমীরি যিনি চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার পেশোয়া, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ফরমান অনুযায়ী সৈয়্যদুনা গাউছুল আ'যম'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু সময় ফয়েজ হাসেল করত: ওয়াজিফা হাসেল করেন।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)